ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

তৃতীয় খণ্ড

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

শ্রীঅনির্বাণ

বেদ অপৌরুষেয়, দিব্যজ্ঞান স্বরূপ। যা হতে পরমাত্মাকে জানা যায়, তাই বেদ - এক অখন্ড জ্ঞানময় সত্তা যা নিত্য বর্তমান। বেদ দুভাগে বিভক্ত: মন্ত্রভাগ বা সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ, যা হতে যজ্ঞকর্ম ও মন্ত্রাদির উপবৃংহন। যিনি বেদ-মন্ত্র প্রত্যক্ষ করেন তিনি মন্ত্র-দ্রষ্টা বা ঋষি অর্থাৎ তিনি বহুধা তাঁকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সাধনার দ্বারা আত্মদর্শন করে আত্মস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন নিত্য-সম্বন্ধ উপলব্ধি করেন। এই সাজুয্য যা 'রসো বৈ সঃ', এক অপার্থিব আনন্দ রস। এই খণ্ডে সেই মহাভাবস্বরূপ একত্রে বিধৃত।

শ্রীঅনির্বাণ এক ভাগবৎ-বক্তা পুরুষ। তাঁর অনুপম রচনাশৈলীতে খুব সহজভাবেই সেই আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে। যা সুন্দর, যা মহৎ তার স্ফুরণ অন্তর থেকে আসা চাই। তিনি ওই অন্তরের অর্গলটি উন্মুক্ত করেছেন।

Gayatri Mandal
V. 3

ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল
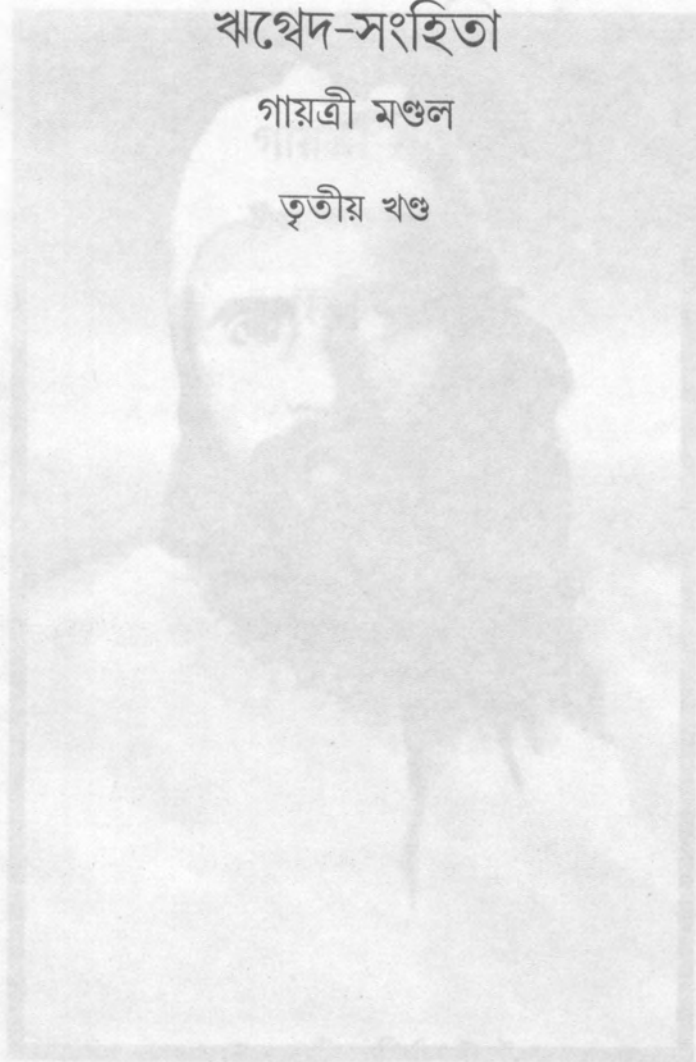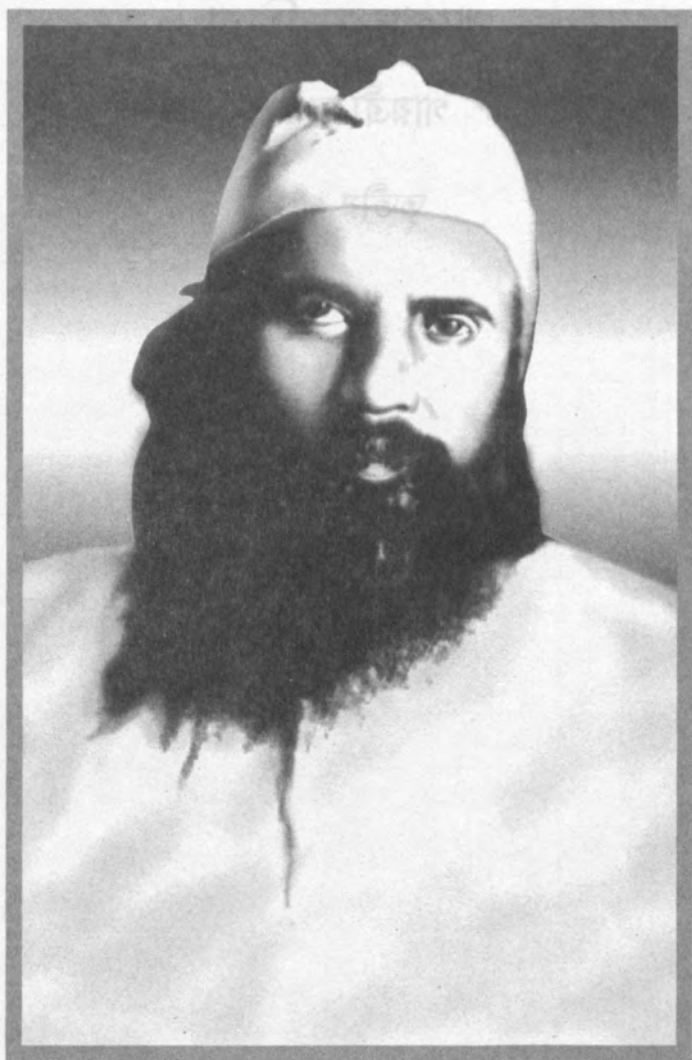
তৃতীয় খণ্ড

শ্রী অনির্বাণ
(১৮৯৬ - ১৯৭৮)

ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীঅনির্বাণ

হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট
কলকাতা ৭০০ ০২৯

Rig-Veda Samhita
Gayatri Mandala
Volume III

Annotation, Commentary and
Translation by
SRI ANIRVAN

প্রথম প্রকাশ: ১ জানুয়ারি ২০০২

সম্পাদনা
রমা চৌধুরী

প্রকাশনা
প্রবোধ চন্দ্র রায়
হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট
১/১এ রমণী চাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

অনুদান: দুই শত টাকা

অক্ষর বিন্যাস: নন্দন ফটোটাইপ
২৯ জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রণ: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১-এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সঙ্কেত-পরিচয়

অ. স.	অথর্ব সংহিতা
আ. শ্রৌ.	আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র
ঈ. উ.	ঈশোপনিষৎ
ঋ. স.	ঋক্-সংহিতা
ঐ. আ.	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ. উ.	ঐতরেয় উপনিষৎ
ঐ. ব্রা.	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষৎ
কা. স.	কাঠক-সংহিতা
গী.	গীতা
ছা. উ.	ছান্দোগ্যোপনিষৎ
ছা. ব্রা.	ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ
টী.	টীকা
তু.	তুলনীয়
তৈ. আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ. স.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নিঘ.	নিঘন্টু
পা.	পাণিনিসূত্র
পাত.	পাতঞ্জল যোগসূত্র
পু.	পুরাণ
ব্র. সু.	ব্রহ্মসূত্র
বা. স.	বাজসনেয়ী সংহিতা
ভা.	ভাগবতপুরাণ
মু. উ.	মুণ্ডকোপনিষৎ

মা. উ.	মাণ্ডূক্যোপনিষৎ
মা. স.	মাধ্যন্দিন সংহিতা
যো. সূ.	যোগসূত্র
শ. ব্রা.	শতপথ ব্রাহ্মণ
শ্বে. উ.	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
সা.	সায়ণ

ABBREVIATIONS

A.V.	Avesta
Cog.w.	Cognate word
Eng.	English
G.	Geldner
Gk.	Greek
Goth.	Gothic
Lat.	Latin
Lith.	Lithuanian
O.E.	Old English
O.H.G.	Old High German
O.I.	Old Irish
O.N.	Old Norse
O.S.	Old Slav
Sk.	Sanskrit

প্রবেশক

নিখিল বিশ্বে এ পর্যন্ত যত দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে সময়ের পরিমাপে বৈদিক মতবাদ তার মধ্যে সর্বপ্রথম ও শৈলীতে অনুপম। এটি ভাববাদী অর্থাৎ হার্দিক এবং সযত্নে জড়বাদকে পরিহার করে বিশ্বপ্রাণকে নিকট ও বিশ্বমূলকে জানার প্রয়াস করেছে। মহাবিশ্ব ও তার মূলকে জানার যে অভীপ্সা একদিন মানুষের মনে জেগেছিল তাই স্পন্দিত হয়েছে বৈদিক ভাবনার মধ্য দিয়ে।

ভাবনার মূল সোপান হল বাক্। বাকের আবিষ্কার ভারতের এক মহান্ কীর্ত্তি। ভাবনাকে অবলম্বন করে এই ভূমি থেকে সভ্যতার রথযাত্রা শুরু হয়েছে, তাই সৃষ্টির নিগূঢ় এষা নিহিত আছে ভারতেরই হৃদয়ে। বাকের আবিষ্কার এক অলৌকিকত্বে সমুজ্জ্বল। বাক্ আবির্ভূত হয়েছে সূর্যশক্তি সহায়ে। সূর্যরশ্মি যখন দেহ স্পর্শ করে, তখন ত্বকে অনুভূতি জাগে, সেই অনুভূতি মূলাধারে স্পন্দন-তরঙ্গ সৃষ্টির পর সংবেগে পরিণত হয়। প্রথমে নাভি পরে হৃদয়ে এসে পৌঁছয়, দেহের আটটি স্থান স্পর্শ করে বর্ণের উচ্চারণ ঘটে। বাক্ থেকে ক্রমান্বয়ে ভাষা ও মন্ত্র। মন্ত্রগুলি উদ্ভাসিত হয়েছে ঋষিদের চিত্তে ও দীর্ঘকাল ধরে স্ফুরিত হয়েছে। সম্পূর্ণ বিকাশ লাভের পর বোঝা যায় মন্ত্রগুলি মহাবিশ্ব ও বিশ্বপ্রাণ সম্পর্কিত। মন্ত্রগুলি একত্র করে সংহিতা।

সংহিতা থেকে যা জানা যায় তা হ'ল, মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রাক্কালে অগ্নি প্রথমে প্রজ্বলিত হলেন। তারপর তিনি মহাকাশে একের পর এক অগ্নি-বলয় সৃষ্টি করে চলেন, সৃষ্টির প্রত্যুষে তিনিই যে একমাত্র দেবতা, তাই সর্বাগ্রে তাঁরই অর্চনা, আরাধনা। অগ্নির পর ইন্দ্র, তিনি এসেই মহেশ্বরের আসনে আরূঢ় হলেন। জগতের অধিপতি 'সুরূপকৃত্নু' হয়ে ইন্দ্রজালে মহাকাশ বিস্তীর্ণ করলেন, অর্থাৎ বৈশ্বানর-অগ্নি রূপে, অগ্নি অনুস্যূত হলেন এই দৃশ্যমান জগতের মাঝে। এরপর এলেন সোম শুদ্ধ-সত্ত্ব চেতনার পরিবাহক হয়ে অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবে মহাবিশ্ব ও বিশ্ব-প্রাণ প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হল। পরমাগতির কথা জানা গেল। এই তিন দেবতা হলেন ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা। মহাবিশ্বে যা কিছু প্রকাশিত তা অগ্নির দ্বারা সৃষ্ট, অগ্নিতে পুষ্ট, অগ্নি সব কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট, ক্রমে যুক্ত হয়েছে ইন্দ্রের প্রেষণা ও ঈশনা আর সোমের চেতনা। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল সোমচেতনা।

দ্যুস্থান-দেবতা সূর্য-শক্তির সহায়ে যেমন বাকের আবির্ভাব, তেমনি তাঁর প্রেরণায় ব্যুৎপন্ন "গায়ত্র" শব্দ। ঋষির কল্পনায় ওই শব্দ যেন পক্ষিরূপ ধরে দ্যুলোক থেকে সোম অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্ব চেতনা আহরণ করে এনে ভূলোক পরিব্যাপ্ত করল। এরপর ঋষি বিশ্বামিত্রের অভীপ্সায় গায়ত্র-মন্ত্র তাঁর চিত্তে উদ্ভাসিত হল, ছন্দের অনুরোধে গায়ত্র শব্দটি গায়ত্রী হয়ে সমগ্র ভারতকে ধারণ করল, সেই সময়ে ভারত বলতে সমগ্র পৃথিবীকে বোঝাত। ঋষি বিশ্বামিত্র উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছেন, তাঁর এই গায়ত্রী মন্ত্র ভারতজনকে রক্ষা করে আসছে, গায়ত্রী মন্ত্র সেইসূত্রে পরমের সাথে সাধকের সাযুজ্যলাভে সামর্থ্য ঘটায়। ঋগ্বেদ-সংহিতার মূল ভাবনা এই সাযুজ্যলাভকে কেন্দ্র করে, মন্ত্রগুলি থেকে প্রকাশ পায় কেমন করে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা পরমকে উপলব্ধি করেন, কেমন করে এই মহা-কর্মকাণ্ডের মূল 'স্কম্ভ'কে মনের গোচরে আনেন, প্রথম পর্যায়ে যাঁরা পরমকে উপলব্ধি করেন তাঁরা ঋষি আখ্যায় আখ্যায়িত ও বুদ্ধি-বাদীগণ মুনি শব্দে ভূষিত।

ভারতের এই উপলব্ধ সত্য একদিন বহির্ভারতে বিস্তার লাভ করে। এই খন্ডে তার এক আনুপূর্বিক বিবরণ আছে। যখন বৈদিক-সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছে, যা সিন্ধু-সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা নামে খ্যাত, সেই সময়ে সুদাস নামে এক রাজা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে ঋষি বিশ্বামিত্র পৌরোহিত্য করেন, যদিও মুনি বশিষ্ঠ রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। যজ্ঞের পর রাজা সুদাস প্রচুর ধন-সম্পদ ঋষি বিশ্বামিত্রকে দান করেন। সেই দাক্ষিণ্যে ঋষি বিশ্বামিত্র সঙ্গে দশ ভরত ও কুশিকদের নিয়ে জমির খোঁজে বহির্ভারতে যাত্রা করেন। পরবর্তীকালে ঋষির সঙ্গে রাজার এক সংঘর্ষ ঘটে, তখন যাঁরা বহির্ভারতে গিয়ে ছিলেন তাঁরা ভারতে ফিরতে অসমর্থ হন, কিছুকাল পর যখন তাঁদের উত্তরসূরিরা ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তাঁদের সেই প্রত্যাবর্তনকে পাশ্চাত্য মনীষীরা আর্যদের ভারত আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন। এখন কিছু ইতিহাসের পুঁথি থেকে জানা যায় এইটি সর্বৈব বিকৃত। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আর্য-সভ্যতার বিকাশ ও বৈষ্ণবীয় তরঙ্গ সেই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তার লাভ করে। জেরুজালেমের হামিদীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সুলতান-আল-রশিদের প্রধান মন্ত্রী ফজল-বিন-য়াহিয়ার শীলমোহর সম্বলিত তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ কবিতাটি হিন্দুধর্ম ও ভারতের প্রতি অপার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ পোষণ করছে। কবিতার বাংলা অনুবাদ :

হে হিন্দুস্থানের পবিত্রভূমি, তুমি ধন্য
যেখানে প্রভু তাঁর জ্ঞানের প্রকাশ

ঘটিয়েছেন। সেই জ্ঞান ভাণ্ডারের মাধ্যমে
প্রভু আমাদের এবং সমস্ত প্রাণীকুলের কাছে
এই উপদেশ বর্ষণ করেছেন, হে মানব, তোমরা যদি
নিজেদের কল্যাণ চাও তো বেদের আরাধনা
করো। ভাইসব, তোমরা যদি নিজেদের
কল্যাণ ও মোক্ষ চাও তবে সেই অনুসারে
নিজেদের চালিত কর।

(পুনর্মুদ্রণ : সৌজন্য-*স্বস্তিকা*)

কবিতায় ঋক, সাম এবং যজুর্বেদের নাম উল্লেখ রয়েছে। আর একটি কবিতা কনষ্ট্যান্টিনোপলস-এর সুলতানিয়া গ্রন্থাগারে রক্ষিত চামড়ার উপর উৎকীর্ণ। সেখানে বলা হয়েছে।

হে প্রভু, তুমি জগৎ-সংসারের জন্য বার-বার
অবতার রূপ ধারণ করেছ। পৃথিবী যখন ধর্মহীন
এবং দুষ্কৃতিরা যখন সংসারে আধিপত্য বিস্তার
করে, তখন তোমার আবির্ভাব ঘটে, হে প্রভু, তুমি
তো নিজেই বলেছ যখন-যখন ধর্মের গ্লানি হয়, পাপের
বৃদ্ধি হয় এবং দুরাচারীতে সংসার ভরে উঠে
তখন ভক্তজনদের উদ্ধার করতে, দুষ্কৃতিদের
শাস্তি দিতে তুমি জন্ম-লাভ করে থাকো।
হে প্রভু, যেখানে তুমি জন্ম নিয়েছ, সে
নগর ধন্য, যে প্রান্তরে তুমি খেলা করেছ, সে
প্রান্তর ধন্য। যেখানে তুমি সখাদের সাথে গো-
চারণ করেছ সে অঙ্গন ধন্য। তুমি পীতাম্বর
ধারণ করেছ। হাতে বংশী, মাথায় মুকুট, তুমি
মুকুটধারীরূপে একবার আমাকে দর্শন দাও,
প্রভু, তুমি আমাকে উদ্ধার করো।

(জারহম-বিন-তাই,)

(পুনর্মুদ্রণ: সৌজন্য-*স্বস্তিকা*।)

সময়ের 'নেয়া' যদি ভাটিপথে বয় তাহলে দেখা যাবে, প্রায় চার হাজার বছর অতীতে রাজা সুদাসের সঙ্গে ঋষির সংঘর্ষকালই হল বৈদিক সভ্যতার অন্তকাল ; বৈদিক সভ্যতার অবসানের সাথে-সাথে ঋক-সংহিতার অর্থের অবলুপ্তি ঘটে। তিন হাজার বছর আগে কুশিক-উত্তরসূরিদের প্রত্যাবর্তনে উপনিষদের যুগ সূচনা। তার মধ্যে আরো দুটি মহা-যুদ্ধ ঘটে গিয়েছে। ভারতবর্ষের পটভূমিকারও পরিবর্তন ঘটেছে।

বেদের অর্থ-বিলুপ্তির পর ভারতের সমাজ-জীবন তথা অধ্যাত্ম-জীবন উৎকর্ষহীনতায় ভেঙ্গে পড়ে, বেদের অন্তর্নিহিত অর্থ পরিহার করে আচারসর্বস্ববাদে পরিণত হয়। তা-সত্ত্বেও বেদের জ্ঞান-দীপ আজও জাজ্জ্বল্যমান, তার প্রথম আভাস মেলে মহামুনি যাস্কের রচনায় ও সায়ণাচার্যের কর্মপর ব্যাখ্যায় আর এ-যুগে শ্রী অনির্বাণের রহস্য ব্যাখ্যায়। শ্রী অনির্বাণ, ধাতু ও প্রাতিপদিক থেকে যে শব্দটি উৎপন্ন হল, তা প্রদর্শন করেছেন, এরপর প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন পদের উপর ভিত্তি করে অন্তর্নিহিত অর্থ তথা প্রকৃত অর্থের সন্ধান দিয়েছেন, তখনই জানা যায়, মন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষ অর্থে নয় পরোক্ষ অর্থে নিহিত, এইভাবে সুপ্ত রহস্যের অর্গল সর্ব-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হল ও সেই সঙ্গে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হল অর্থাৎ সঙ্গীত যেন সমে এসে থামল। মন্ত্রগুলি এখন পরোক্ষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্র চিরন্তন, এইগুলি প্রকৃতির কার্য-কারণ সম্পর্কিত, তাই যতদিন প্রকৃতি বিদ্যমান, ঋতম্ বিদ্যমান, মহাকাশে চন্দ্র-সূর্য বিদ্যমান, যতদিন নক্ষত্ররাজি ও নীহারিকা বিদ্যমান ততদিন মন্ত্রগুলির কার্যকারিতাও বিদ্যমান। তাই আশা রাখতে পারি, ভারতের বৈদিক-ভাবনা একদিন অন্ধকারের বুক চিরে আলোর রোশনাই ফুটিয়ে তুলবেই তুলবে।

ভাষ্য রচনাকালে স্বামিজী সন্ধিবদ্ধ-মন্ত্রগুলির সন্ধি-বিচ্ছেদ করেছেন এখানে সেই ভাবেই পরিবেশন করা হয়েছে। পাঠক বর্গের কাছে বিনীত অনুরোধ প্রয়োজনমত তাঁরা যেন মূল-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতা থেকে পাঠ করেন। এই খণ্ডটি প্রকাশকালে আগের-মত অনেকের কাছ থেকে সহৃদয় পরামর্শ ও সহায়তা পেয়েছি, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

রমা চৌধুরী

মহালয়া ১৪০৮
১/১ এ রমণী চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

প্রকাশকের নিবেদন

সভ্যতার পথ-যাত্রায় ভারতের যদি কোন অবদান থেকে থাকে তাহলে তাহ'ল বাকের আবিষ্কার, তার নিবেদনের ডালিতে যদি কোন অর্ঘ্য নিবেদিত হয়ে থাকে তাহলে তাহ'ল পরমের উপলব্ধি, পথ-চলার ছন্দে যদি কোন ধ্বনি উত্থিত হয়ে থাকে তাহলে তাহ'ল তার এক গোপন বাণী, যার কান আছে সে শোনে, যার চোখ আছে সে দেখে আর যার বোধ আছে সে পরমার্থের আস্বাদ অনুভব করে।

বাকের আবিষ্কার ভারতের এক মহতী কীর্তি। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চার বিভাবে বাকের আবির্ভাব, বাক উদ্ভবের পর মন্ত্র আর তার আশ্রয়ে পরমের উপলব্ধি, ভারতের-আর এক মহত্তম কীর্তি। মহাবিশ্ব ও তার অন্তরালে যে রহস্য ও প্রাণপ্রবাহ বর্তমান তা সর্বতোভাবে ভারতের অন্তরাত্মায় অধিষ্ঠিত। ঋগ্বেদ-সংহিতার মন্ত্রগুলি এই সম্পর্কিত। বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে মন্ত্রগুলি স্ফুরিত হয়েছে অর্থাৎ ঋষিদের চিত্তে উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার বিনষ্টিকালে মন্ত্রগুলির অর্থ-তাৎপর্য লুপ্ত হয় ও ঋক্-সংহিতা পঠন-পাঠনের অবলুপ্তি ঘটে, তা-সত্ত্বেও মন্ত্রগুলি চার হাজার বছর ধরে প্রার্থনা-মঞ্চে উদ্গীত হয়ে এসেছে ও তার চর্চা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহে চলেছে। এই প্রবহমানতার প্রথম আভাস মেলে মহামুনি যাস্কের নিরুক্তে তারপর সায়ণাচার্যের কর্মপর ব্যাখ্যায় কিন্তু মন্ত্রের রহস্য ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম মেলে গত শতাব্দীতে শ্রী অনির্বাণের গায়ত্রী অর্থাৎ তৃতীয় মণ্ডলের টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ রচনায়। আরও বোঝা যায় মন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষ অর্থে নয় পরোক্ষ অর্থে নিহিত, জানা যায় প্রাচীন ঋষিরা কেমন করে পরমকে উপলব্ধি করেন ও সেই সঙ্গে সাযুজ্যলাভের বার্তা, বাক ও সংস্কৃতি কেমন করে বহির্ভারতে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। গায়ত্রী মণ্ডল ছাড়া আরো নয়টি মণ্ডল আছে, সেই সব মণ্ডলে মহাবিশ্বের উদ্ভব, মহাবিশ্বের উপাদান, মহাবিশ্বের প্রাণ-প্রবাহের বিবরণ রয়েছে।

ঋষি দীর্ঘতমার চিত্তে উদ্ভাসিত মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত সূক্ত "অস্য-বামস্য"-এ মেলে এক পারিভাষিক সংজ্ঞা "উত্তানপদ"। উত্তানপদ হল দুটি পদ বা বাহু, সেই দুই বাহু যখন উর্ধ্বমুখী হয়ে এক শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছয় তখন অধস্ত্রিকোণ সৃষ্টি করে, সেই অধস্ত্রিকোণ হতে অগ্নি স্ফুরিত হয় এবং অগ্নি-বলয়ের পর অগ্নি-

বলয় সৃষ্টি হতে থাকে পরিশেষে তার দ্বারা সমগ্র মহাকাশ আচ্ছাদিত হয়। এই অগ্নি আবার বৈশ্বানর-অগ্নিরূপে সকল বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন অর্থাৎ অগ্নি সর্বত্র বিরাজিত থাকেন। উত্তানপদ বাহুদুটির একটি হল ঋণাত্মক বা আকর্ষণী শক্তি অন্যটি ধনাত্মক যা হতে সকল বস্তুর উৎপত্তি। ঋণাত্মক শক্তিটিকে বেদ-মন্ত্রে "স্কম্ভ" নামে অভিহিত করা হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হল আকর্ষণী শক্তি, Ruler of the Sky – V.S. Apte, *Practical Sanskrit Dictionary* ; বিজ্ঞানের পরিভাষায় মাধ্যাকর্ষণ বল, যা আইজাক নিউটন ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন এবং পৃথিবীর অভ্যন্তর হতে শক্তিটি উদ্ভূত বলে ব্যক্ত করেন। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৯১৬ সালে এই শক্তিটিকে মহাকর্ষীয়ক্ষেত্ররূপে বর্ণনা করেন ও মহাকাশের বক্রতার দরুণ শক্তিটির উদ্ভব এ-কথা ঘোষণা করেন। বর্তমানে এই তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। আকর্ষণী শক্তিটির যথাযোগ্য ব্যাখ্যা না পাওয়ার ফলে আইনস্টাইনের মহান একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্ব-সমীকরণ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ভৌত-বিজ্ঞান ও পদার্থবিদরা এখানে স্থাণুবৎ থেমে, কিন্তু বেদে আকর্ষণী শক্তির ব্যাখ্যা আছে।

উত্তানপদের ঋণাত্মক বাহুটি মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে সাথে প্রসূত ও তার বিলোপে সৃষ্টির পুনরাবির্ভাব। পুনঃপুনঃ ব্যাপারটি ঘটেই চলেছে অতি দীর্ঘ-কালের ব্যবধানে। ঋক্-সংহিতায় পুরুষ-সূক্তে দেখা যায় তিনি নিজেকে সৃষ্টি করে আবার সৃষ্টির কারণেই নিজেকে বিসর্জন দিলেন, অর্থাৎ তাঁরই আত্মত্যাগে এই দৃশ্যমান জগত জন্ম নিল। ধনাত্মক বাহুটি মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে-সাথে বৈশ্বানর-অগ্নিরূপে বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বস্তুর অবক্ষয় ঘটায়। বস্তুর এই অবক্ষয় জনিত অবশিষ্টাংশ বেদ-মন্ত্রে "উচ্ছিষ্ট" আখ্যায় আখ্যায়িত। এই "উচ্ছিষ্ট" আবার পিণ্ডাকারে পরিণত হয়ে উত্তানপদের এক বাহু হল সেইটি অপর বাহু স্কম্ভ বা আকর্ষণী শক্তির সহিত মিলিত হয়ে অগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত হন ও সেই অগ্নি পুনরায় বৈশ্বানর-অগ্নি রূপে সর্বত্র অনুস্যূত হন। বেদ-মন্ত্রে বোঝা যায় ঋণাত্মক শক্তি অর্থাৎ আকর্ষণী শক্তি তথা 'স্কম্ভ' প্রথমে নিজেকে সৃষ্টি করে মহাবিশ্বকে ধারণ-পোষণ অর্থাৎ পরবর্তী মহাবিশ্বের উপাদান ঘটান আবার তারই আত্মত্যাগে নূতন সৃষ্টির প্রবর্তন ঘটান। অর্থাৎ অগ্নি, ঋণাত্মক শক্তি প্রভাবে সৃষ্ট, তার প্রভাবে বস্তুর মধ্যে

অনুপ্রবিষ্ট, আবার তারই দ্বারা বস্তুর অবশিষ্টাংশ হয়ে মহাবিশ্বের উপাদান রূপে পর্যবসিত হন। প্রাচীন ঋষিরা এই সত্যটি উপলব্ধি করেছেন। এটাই ভারতের গোপন বাণী, যে সৃষ্টি এক মহাসত্য, যা এক ছন্দোময় ব্যঞ্জনায় ঝংকৃত, যার যতি নেই, কোনও মৃত্যুও নেই।

উত্তান পদ : ঋ. স. ১।১৬৪।৩৩

বৈদিক সভ্যতার তখন শীর্ষকাল, প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান সেই সময়ে সুদাস নামে এক রাজা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ও ঋষি বিশ্বামিত্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। যজ্ঞশেষে রাজা সুদাস ঋষি বিশ্বামিত্রকে প্রচুর দক্ষিণা দেন, সেই দাক্ষিণ্যে ঋষি বিশ্বামিত্র সঙ্গে দশ ভরত ও কুশিকদের নিয়ে বহির্ভারতে যাত্রা করেন, কিছুকাল পর রাজার সঙ্গে ঋষির এক সংঘর্ষ ঘটে ও সেই সংঘর্ষে প্রভূত লোকক্ষয় হয়, সেই সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার অবসান ঘটে, ঋক্-সংহিতারও অবলুপ্তি হয়। কয়েক শতাব্দী পর তাঁদের উত্তরসূরিরা যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁদের প্রত্যাবর্তনকে পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকেরা আর্যদের ভারত আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন।

ঋগ্বেদ-সংহিতা পাঠের প্রাসঙ্গিকতায় বলা যায়, এটি ভারতের একান্ত নিজস্ব ইতিহাস, এর এক ঐতিহাসিক সত্ত্বা আছে। এর মূল ও শীর্ষরূপ, দুটি উপান্তই জানা আছে। বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা ও দর্শন বিহীনতা দেখা দিয়েছে তা সারা বিশ্বের মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে, সেই ভাবনার প্রতিফলনও ঘটেছে সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি গ্রন্থে। *The Clash of Civilization and Remaking of The World Order*

by Samuel P. Huntington এবং *Age of Extremes* by Eric Hobsbawm এই গ্রন্থ দুটিতে বর্তমান সমস্যাগুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে ও সেই প্রেক্ষিতে গ্রন্থকারদ্বয় এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন সমস্যার গভীরে যেতে হবে, মূলে যেতে হবে, তারপর অতীত থেকে পাঠ নিতে হবে, ইতিহাস থেকে পাঠ নিতে হবে, যদি অতীত থেকে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করি তাহলে এক চরম বিপর্যয়ের পথে পা বাড়াবো, সম্ভবত সকল সভ্যতার অবসানের পথে পা বাড়াবো। কিন্তু প্রশ্ন জাগে সত্যকার ইতিহাস কোথায়? যে ইতিহাসের পাতায় গোপন বাণী আছে সেই ইতিহাস ঋগ্বেদ-সংহিতা ছাড়া আর কি হতে পারে? ঋক্-সংহিতা তাই সকল মানুষের ইতিহাস।

১ নভেম্বর ২০০১ প্রবোধ চন্দ্র রায়

১/১এ রমণী চাটার্জী রোড

কলকাতা - ৭০০ ০২৯

ওঁ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ঋগ্বেদ ১।৮৯।৬

হে মহান্ যশস্বী এবং জ্ঞানবান্ পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণ করুন,

সর্বজ্ঞ, সমস্ত পদার্থের স্বামী, সমস্ত সংসারের পালক,

হে পোষক পরমাত্মন্ আমাদের কল্যাণ করুন;

হে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন;

বেদবাণীর পতি, স্বামী, পালক পরমাত্মা আমাদের কল্যাণ করুন।

"স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু"।

স্বস্তি = কল্যাণ বা মঙ্গল।

নঃ = আমাদের।

বৃহ = বিরাট।

বৃহস্পতিঃ = পরমেশ্বর।

দধাতু = দান করুন।

অর্থাৎ **"পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন"**।

তাঁহার শ্রীচরণে গ্রন্থারম্ভে এই প্রার্থনা।

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা

ত্রিংশ সূক্ত

১

ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ
সুন্বন্তি সোমং দধতি প্রয়াংসি।
তিতিক্ষন্তে অভিশস্তিং জনানাম্
ইন্দ্র ত্বদ্ আ কশ্ চন হি প্রকেতঃ।।

সৌম্যাসঃ— সোমযাগে অধিকার আছে যাদের, অমৃতচেতনার সন্ধানী যারা। তারা 'সখায়ঃ'—সখ্যের ডোরে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। অমৃতের পিপাসা এখানে সবার হৃদয়কে একত্র মিলিয়েছে। তু. 'বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ' ; বৌদ্ধেরা একে বলেন 'কল্যাণমিত্র'।

সুন্বন্তি সোমং— সোমের অভিষব করে তারা। কাঠের মাঝে আছে আগুন, সোমলতায় আছে রস। এই দেহই সমিধ। সুষুম্ণ নাড়ীই সোমলতা —কেননা রসচেতনার তীব্রতম অনুভব ঐ নাড়ীতেই। এই সোম পার্থিব সোম ; দিব্যসোম মহাশূন্যে, সহস্রারে। সৌষুম্ণ সোমলতাকে নিঙ্ড়ে তার ধারাকে উজান বইয়ে নিতে হবে সহস্রারে। তখন আধারে নামবে দিব্যসোমের প্লাবন। শিবশক্তির সামরস্য হতে সহস্রার চ্যুতামৃতের বর্ণনা তন্ত্রে আছে। আধারে অগ্নীষোমের মিলন ঘটাতে হবে ; শরীরে আগুন ধরলে তবে রসের ধারা উজান বইবে। তাই সহজসাধনা।

প্রয়াংসি— দেবতাকে যা কিছু প্রীতি দেয়, প্রীতির উপচার। আত্মতর্পণ কামনা, দেবতর্পণ প্রেম।

তিতিক্ষন্তে— সহ্য করে। এই তিতিক্ষার লক্ষণ 'সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতিকারপূর্বকম্'। গীতার প্রথমেই এই তিতিক্ষার উপদেশ। আঘাত পেয়ে অচল থাকতে হবে, তবেই অন্তরে জাগবে বজ্রের তেজ। [তিতিক্ষার মৌলিক অর্থ চেতনাকে তেজোদীপ্ত করবার আকূতি বা সাধনা]। < √ তিজ্ (শান দেওয়া)।

অভিশস্তিং জনানাম্— মানুষের অভিশাপ, নিন্দা বা আঘাত। এই হলাহল পান করে দেবতাকে দিতে হবে হৃদয়ের অমৃত।

ত্বৎ— তোমা হতে।

কশ্চন প্রকেতঃ— যা কিছু প্রচেতনা বা প্রজ্ঞান। দেবতার মধ্যেই প্রজ্ঞান, দেবতার মধ্যেই আনন্দ (সোম)।

অমৃতের আকূতি নিয়ে মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধা পড়েছে যারা, হে বজ্রসত্ত্ব, তারা আজ আধারে চায় তোমার আবির্ভাব। আপনাকে নিঙড়ে রসের চেতনাকে তারা উজান বওয়ায়, অন্তরের যা-কিছু মধু সব তারা সঁপে দেয় তোমাকেই। বাইরের আঘাতে তাদের অচল হৃদয় হতে ঠিকরে পড়ে তিতিক্ষার বিদ্যুৎ। তারা জানে, তোমাকে সব দিয়ে, জগতের সব কিছু সয়ে তোমার কাছ থেকেই তারা পাবে প্রচেতনার দীপ্তি :

চায় তারা তোমাকেই—যারা সৌম্য-সুধার সাধক, পরস্পরের সখা যারা ;
তারা নিঙড়ে দেয় সোমরস, সঁপে দেয় প্রীতির উপচার।

সয়ে যায় তারা মানুষের দেওয়া যত আঘাত
কেননা, হে ইন্দ্র, তোমা হতেই আসবে যা-কিছু প্রচেতনা।।

২

ন তে দূরে পরমা চিদ্ রজাংস্য্
আ তু প্র যাহি হরিবো হরিভ্যাম্।
স্থিরায় বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা
যুক্তা গ্রাবাণঃ সমিধানে অগ্নৌ।।

পরমা রজাংসি— প্রাণলোকের তুঙ্গতম ভূমিসমূহ। ইন্দ্র তাদের অধিষ্ঠাতা, কিন্তু তাদের আজ দূরে মনে করতে পারছি না—দেবতাকে এত কাছে পেয়েছি।

হরিবঃ— 'হরি' আগুন রাঙা ঘোড়া, ইন্দ্রশক্তির প্রতীক। ইন্দ্র হরিবাহন। দুটি 'হরি' বা শক্তি যথাক্রমে প্রজ্ঞা এবং বীর্য। একটি বিদ্যুৎ আর-একটি বজ্র।

স্থিরায় বৃষ্ণে— স্থির থেকে বর্ষণ করেন যিনি। অগ্নি শুচি থেকে বর্ষণ করেন। বর্ষণ শক্তিপাত, যা আধারের বন্ধ্যাত্ব দূর করে। ইন্দ্রবীর্য বা ইন্দ্রিয় স্থির হলেই শক্তিপাত সার্থক হতে পারে।

গ্রাবাণঃ— সোম ছেঁচবার পাথর। প্রত্যাহারের ফলে ইচ্ছাশক্তির যে-কাঠিন্য, তাই দিয়ে সোমলতাকে ছেঁচতে হবে। জড়ের মন্থনে আগুন জ্বলে—সেখানে দরকার হয় অভ্যাসযোগ ; আবার প্রাণের নিষ্পেষণে রস জাগে, সেখানে বৈরাগ্য যোগ। আধারে আগুন জ্বালিয়ে রসচেতনাকে নিঙ্ড়ে দিতে হবে দেবতাকে।

প্রাণের উদয়নে অন্তরিক্ষের প্রত্যন্তে ফোটে দ্যুলোকের যে-সব সন্ধিভূমি, হে বজ্রসত্ত্ব, তারাই তোমার ধাম। আমার ভ্রূমধ্য চেতনায় তাদের আজ আবির্ভাব—তারা আজ দূরে নয়। সব ব্যবধান ঘুচল তোমার বজ্র আর বিদ্যুৎবাহনের ক্ষিপ্রসঞ্চারে : হে দেবতা, এসো, এসো এই আধারে। এই যে আমার মণিপুরে অনাহতে আর বিশুদ্ধে

নিঙড়ে রেখেছি রসচেতনার শুভ্রধারা ; তুমি অচল থেকে তাদের গ্রহণ কর, তারপর আধারে ঝরাও বজ্রশক্তির নির্ঝর। আমার সুষুম্ণ কাণ্ডে আগুন জ্বলেছে, নিথর হয়েছে আমার পাষাণ-সঙ্কল্প :

নয়তো দূরে তোমার তুঙ্গতম প্রাণের ভূমি যত—

তুমি ছুটে এস, হে পিঙ্গলবাহন, তোমার জ্যোতির তুরঙ্গ দুটিতে।

স্থির তুমি, শক্তির নির্ঝর ; তোমারই তরে নিঙড়ানো রয়েছে এই-যে রসের ধারা—

জোড়া হয়েছে সোমের পাষাণ—সমিদ্ধ হয়েছে অগ্নি-শিখা।।

৩

ইন্দ্রঃ সুশিপ্রো মঘবা তরুত্রো

মহাব্রাতস্ তুবিকূর্মির্ ঋঘাবান্।

যদ্ উগ্রো ধা বাধিতো মর্ত্যেষু

ক্ব ত্যা তে বৃষভ বীর্যাণি।।

সুশিপ্রঃ— ['শিপ্র' বীর্য ; তু. 'শেপঃ' পুরুষের প্রজনন যন্ত্র ; 'শিকা' শিকড় (সায়ণ)। 'শিরস্ত্রাণ': (যাস্ক); 'শিপ্রে হনূ নাসিকে বা'; G : cheeks। চোয়াল দৃঢ় সঙ্কল্পের স্থান, তার পেছনেই জালন্ধর বন্ধের গ্রন্থি। ইন্দ্রের শিপ্র বিশুদ্ধ আজ্ঞা বা সহস্রার তিনের যে-কোনও চক্র বোঝাতে পারে—যদি সায়ণ বা যাস্কের মত ধরা হয় ; মোটের উপর বলা চলে কঠিন বীর্য।] অনায়াস বীর্য যাঁর।

তরুত্র— [√তৄ (পার হয়ে যাওয়া) + (উ) ত্র] আঁধার পার হয়ে যান যিনি। সূর্যের এক নাম 'তরণি'।

মহাব্রাতঃ— 'ব্রাত' দল বা গণ, ইন্দ্রের সহচর মরুদ্‌গণ। মরুতেরা আলোর ঝড়, চিন্ময় প্রাণের প্রবাহ। এই প্রাণের ভূমি অন্তরিক্ষের প্রত্যন্তে, দ্যুলোকের উপান্তে। 'অপ্' এরাও প্রাণের প্রবাহ ; কিন্তু তারা প্রধানত অন্তরিক্ষচারিণী। অন্তরিক্ষ প্রাণময় ; তার উপান্তে চিন্ময় প্রাণময় লোক। ইন্দ্র বৃত্রের শেষ বাধাকে ধূলিসাৎ করেন মরুদ্‌গণের সহায়ে, মূর্ধন্যচেতনায় তখন বইতে থাকে আলোর ঝড়, তার ঊর্ধ্বে আদিত্যের নিরাবরণ প্রসন্ন মহিমা। ইন্দ্র 'মহাব্রাত'—জ্যোতির্ময় প্রাণের বিপুল বাহিনী তাঁর সঙ্গে।

তুবিকূর্মিঃ—'তুবি' [< √ তু (সমর্থ হওয়া, শক্তিমান হওয়া)] শক্তির উপচয় ; কূর্মি [< √ কৃ] কর্তা। প্রত্যাহার বা সংহরণ দ্বারা আধার শক্তিকে উপচে তোলেন তিনি। ইন্দ্র শুদ্ধ মনশ্চেতনারূপে 'ইন্দ্রিয়দের' অধিপতি। ইন্দ্রিয়সংযমে.আত্মজ্যোতির স্বচ্ছতা ঘটে। [কূর্মি।। কূর্ম ; তু. গীতায় কূর্মবৎ ইন্দ্রিয়সঙ্কোচের কথা)

ঋঘাবান্— ['ঋঘা' হিংসা (সায়ণ) Storming (G)। ব্যু ? √ ঋহ ।। অর্হ > অর্ঘ (যোগ্য হওয়া) ; বৌদ্ধ 'অর্হৎ' জিন বা অদিব্যশক্তির 'পরে বিজয়ী] [তিমির] জয়ী।

উগ্রঃ— [√ বজ্ > উজ্ > উগ্ + র] বজ্রবীর্য।

বাধিতঃ— বাধা পেয়ে। আঁধারের বাধা আলোকে ফুটতে দেয় না আধারে। তাকে নির্জিত করতে ইন্দ্র বজ্রের বীর্য নিহিত করেন মর্ত্যচেতনায়।

বজ্রসত্ত্বের মাঝে আছে অনায়াস সঙ্কল্পসিদ্ধির বীর্য, আছে অমা-উত্তরণ জ্যোতিঃ শক্তির সঞ্চয়। সঙ্কর্ষণশক্তির উপচয়ে মূর্ধন্যচেতনায় তিনি বইয়ে দেন আলোর ঝড়, বৃত্রের শেষ বাধাকে গুঁড়িয়ে দেন তিনি বিজয়ী বীরের মত।... হে দেবতা, তোমার অবন্ধ্য বীর্যই তো ঊষর আধারে ফোটায় বিদ্যুতের ফুল, মর্ত্যচেতনার আড়ষ্ট সঙ্কোচকে বিদীর্ণ করে জ্বলে ওঠে বজ্রের দীপ্তিতে। আজ তোমার সে বজ্রবীর্য কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, পুরন্দর ?

ইন্দ্রের আছে অনায়াস বীর্য, আছে বিপুল জ্যোতিঃশক্তির সঞ্চয়। আঁধার পেরিয়ে চলেন তিনি,

মহাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে, শক্তিকে করেন উপচিত তিমির-বিজয়ী হয়ে।

তুমি যে বজ্রসত্ত্ব হয়ে নিহিত করেছিলে বজ্রতেজ মর্ত্য আধারে বাধা পেয়ে,

কোথায় সে-সব তোমার বীর্য, হে বীর্যের নির্ঝর?

৪

ত্বং হি স্মা চ্যবয়ন্ অচ্যুতান্য

একো বৃত্রা চরসি জিঘ্নমানঃ।

তব দ্যাবাপৃথিবী পর্বতাসো

হণু ব্রতায় নিমিতেব তস্থুঃ।।

চ্যবয়ন্ অচ্যুতানি— অটলকে টলিয়ে। আধারের মূঢ় অন্ধসংস্কারগুলিই অনড়। ওরা থাকে পাতালের অন্ধকারে, মনের আলো সেখানে পৌঁছয় না। মেরু-সঞ্চারী বজ্রের হানা ছাড়া চেতনার পরে ওদের বদ্ধমুষ্টি শিথিল হয় না।

একো বৃত্রা — তুমি একা, আর আঁধারের বাধারা অনেক।

জিঘ্নমানঃ— [√ হন্ > জি-হন্ > জিঘ্ন + শানচ্] বারবার আঘাত হানছেন যিনি।

দ্যাবাপৃথিবী পর্বতাসঃ— উপরে দ্যুলোক, নীচে পৃথিবী, আর তার বুকে উচ্ছ্রিত প্রাণের স্থাণুত্ব হল পর্বত। উপনিষদে পর্বত নিষ্পন্দ ধ্যানচেতনার প্রতীক। ধ্যানাসীন যোগীর দেহ 'অচল অটল সুমেরুবৎ'। তার 'স্থির অঙ্গ'ই পর্বত (তু. স্থিরৈরঙ্গৈঃ'] পর্বত জড়, কিন্তু ঊর্ধ্বমুখ—এই তার বিশেষত্ব। আসন সিদ্ধির সঙ্কেত তার মধ্যে।

নিমিতাঃ— গভীরে নিখাত ; অতএব নিশ্চল। ইন্দ্র সচল (চরাসঃ), কিন্তু দ্যুলোক ভূলোক ও পর্বত নিশ্চল। কেন? 'তব ব্রতায় অনু'—হে ইন্দ্র, তোমারই ব্রতসিদ্ধির জন্য। পৃথিবীর বুকে অনন্তসমাপন্ন যোগীর নিশ্চল সমুন্নত দেহ, তার মূর্ধন্যচেতনা নিস্পন্দ ; সেই আধারে ইন্দ্রশক্তির বিদ্যুন্ময় লীলা।

আধারের গভীরে আছে কত-যে অন্ধসংস্কারের অনড় আড়ষ্টতা—এত আয়াসেও চেতনার 'পরে তাদের বদ্ধমুষ্টিকে শিথিল করতে পারিনি। আজ তুমি একলা এসেছ। মূঢ় প্রাণের ঐ অন্ধ-তমিস্রায় বিদ্যুৎসঞ্চারে বজ্রের হানা হেনে চলেছ তাদের 'পরে। আমার বিদেহচেতনা দ্যুলোকের আলোকবিথারে নিশ্চল, আমার দৈহ্য চেতনা পৃথিবীর বিপুল প্রসারে নিস্পন্দ—আমার যোগতনু অচল অটল সুমেরুবৎ। হে বজ্রসত্ত্ব, আমার স্থৈর্য তোমার আঁধার-টলানো ক্ষিপ্র সঞ্চারেরই ভূমিকা :

তুমি যে টলিয়ে যত অটলকে
একলা চলেছ অন্ধ আবরণদের বারবার বজ্র হেনে।
দ্যুলোক পৃথিবী আর পর্বতেরা তোমারই
ব্রতের ছন্দ মেনে গভীরে ডুবে রয়েছে যেন।।

৫

উতা হভয়ে পুরুহূত শ্রবোভির্
একো দৃক্‌হম্ অবদো বৃত্রহা সন্।
ইমে চিদ্ ইন্দ্র রোদসী অপারে
যৎ সংগৃভ্‌ণা মঘবন্ কাশির্ ইৎ তে।।

অভয়ে পুরুহূত— ['অভয়ে' নিমিত্তার্থে ৭মী] অভয় পাবে বলে পূর্ণতার সাধক তোমায় ডাকে, হে বজ্রসত্ত্ব। বেদে এই অভয় 'জ্যোতিঃ' বা চেতনার নির্মুক্ত প্রকাশ। উপনিষদে তার ব্যঞ্জনাকে ফোটানো হয়েছে জরামৃত্যুর পরপারে যাবার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। প্রাণের কুণ্ঠা দূর হলেই ভয় চলে যায়। অনাবরণ জ্ঞান আর অকুণ্ঠ শক্তি — এই হল অভয়ের স্বরূপ।

শ্রবোভিঃ অবদঃ— অলখের বাণীর ঝলকে আপনাকে প্রকাশ করেছ তুমি। বারবার আশ্বাস দিয়েছ 'ভয় নাই, ভয় নাই' বলে।

একঃ— একমাত্র তুমিই আছ।

দৃক্হম্— অচল থেকে। সাধকের হৃদয় ভয়ে কাঁপছে, কিন্তু তুমি আশ্বাস দিয়েছ অটল থেকে। অথবা সুনিশ্চিত প্রত্যয়রূপে।

রোদসী— রুদ্রলোক বা প্রাণভূমির দুটি প্রত্যন্ত, যেখান থেকে একদিকে পৃথিবীর, আর একদিকে দ্যুলোকের বিস্তার। **অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, প্রাণের উজানধারার বাহন এই আধারই রোদসী ; মেরুদণ্ডকে কেন্দ্র করে তার লোকের বিস্তার। বিশুদ্ধ চক্র পর্যন্ত তার সীমা।** রোদসী 'অপার'—সাধকের যোগতনুকে ঘিরে অনন্ত বায়ুমন্ডল।

সংগৃভ্ণাঃ—মুঠো করে ধরলে।

কাশিঃ— ['কাশি মুষ্টিঃ' (যাস্ক) ৬।১] হাতের মুঠোয় যা আছে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। [তু. 'করামলকবৎ']। তাই 'কাশি' মুঠোয়-ধরা জিনিসের মত সুপ্রকাশ।

অলখের আলোয় আপনাকে ভরে তুলতে চাইছে যে, সে তোমায় আহ্বান করে, ভয়ের ওপারে তুমি তাকে নিয়ে যাবে বলে। তার মধ্যে আঁধারের কুণ্ডলীকে বিদীর্ণ কর তুমি বজ্রের তেজে, পরমা-বাণীর বিদ্যুৎ ঝলকে আপনাকে প্রকাশ কর তার চেতনায় ধ্রুবা-স্মৃতির অনির্বাণ প্রত্যয়ে। বিপুল জ্যোতিঃশক্তির ভাণ্ডার তুমি, লোকোত্তর তোমার বৈপুল্যে। অন্তরিক্ষের অন্তহীন প্রত্যন্ত ডমরুমধ্যের মত গুটিয়ে এসেছে অনায়াস তোমার হাতের মুঠোয়, প্রাণস্পন্দিত রুদ্রভূমির ঈশান তুমি :

আবার, অভয়ের অভয়কে চেয়ে পূর্ণতার সাধক তোমায় ডাকে, হে দেবতা :
অলখের বাণীতে

একা তুমি অটল ভাবে আপনাকে প্রকাশ করলে বৃত্রঘাতী হয়ে :

হে ইন্দ্র, এই-যে রুদ্রভূমির অপার প্রত্যন্ত দুটি,

যখন তাদের ধরলে তুমি, হাতের মুঠোয় গুটিয়ে এল তোমার তারা।।

৬

প্র সূ ত ইন্দ্র প্রবতা হরিভ্যাং
প্র তে বজ্রঃ প্রমৃণন্ এতু শত্রূন্।
জহি প্রতীচো অনূচঃ পরাচো
বিশ্বং সত্যং কৃণুহি বিষ্টম্ অস্তু।।

প্র সু তে— [প্র সু তে (এতু রথঃ)] অবাধে এগিয়ে যাক্ তোমার রথ।

প্রবতা— [ক্রি. বিণ.] সামনের দিকে।

হরিভ্যাম্— দুটি জ্যোতিরশ্বের দ্বারা বাহিত হয়ে। একটি অশ্ব বজ্র, আর-একটি বিদ্যুৎ ; একটি শক্তি, আর-একটি জ্ঞান। আগে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, তারপর বজ্র নেমে আসে। দিব্যজ্ঞানের শক্তি কাজ করে এইভাবে।

প্রমৃণন্ — গুঁড়িয়ে দিয়ে, নিষ্পিষ্ট করে।

প্রতীচঃ অনূচঃ পরাচঃ— প্রতিকূল, অনুকূল এবং পলায়নপর যারা। আধারে অদিব্য শক্তির কতকগুলি বাধা থাকে, যারা সোজাসুজি হানা দেয়। কতকগুলি আসে আনুকূল্যের ছদ্মবেশে ; মনে হয়, তারা বন্ধু—কিন্তু আসলে তারা শত্রু। কতকগুলি তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু তাদের সংস্কার মরে না ; তাই সুযোগ পেলে আবার তারা ফিরে আসতে পারে।

বিশ্বং সত্যং কৃণুহি— সব সত্য কর, আমার মধ্যে অনৃতের লেশমাত্র যেন না থাকে।

বিষ্টম্ অস্তু— তোমার অনুপ্রবেশ ঘটুক আধারের সর্বত্র।

আঁধারের কত বাধা পুঞ্জিত হয়ে আছে চলার পথে। বজ্র আর বিদ্যুতে বাহিত তোমার শক্তির রথ তাদের গুঁড়িয়ে দিয়ে অনায়াস গতিতে চলে যাক্ সমুখ পানে, অদিব্যের বাধাকে রুদ্র দহনে জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে যাক তোমার বজ্রের দীপনী! হানো তাদের স্পর্ধাকে যারা তাল ঠুকে সামনে দাঁড়িয়েছে, হানো তাদের ছলনাকে বন্ধুর বেশে পেছনে চলেছে যারা, হানো তাদের যারা পালিয়ে গিয়েও ফিরে আসতে পারে। ...হে দেবতা, অনৃতকে দগ্ধ কর, সব-কিছু সত্য কর আমার মধ্যে, — আমায় আপূরিত আপ্লুত করুক তোমার আবেশ :

অনায়াসে তোমার রথ, হে ইন্দ্র, এগিয়ে চলুক জ্যোতিরশ্বযুগলে বাহিত হয়ে,

তোমার বজ্র সামনে ছুটুক্ গুঁড়িয়ে দিয়ে শত্রুদের ;

হানো তাদের, সামনে যারা, যারা পেছনে, পালিয়ে চলেছে যারা :

সব-কিছু সত্য কর আমার মাঝে ; তোমার আবেশ পূর্ণ হোক্।।

৭

যস্মৈ ধায়ুর্ অদধা মর্ত্যায়া

২ ভক্তং চিদ্ ভজতে গেহ্যং সঃ।

ভদ্রা ত ইন্দ্র সুমতির্ ঘৃতাচী

সহস্রদানা পুরুহূত রাতিঃ।।

ধায়ুঃ — [√ ধা (নিহিত করা) + যু ; তু. 'বায়ু'] আধারে বজ্রতেজ নিহিত করেন যিনি। [ইন্দ্রের বাহনদুটিও 'ধায়ু' (৭।৩৬।৪)]।

অভক্তম্— [< √ ভজ্ (অনুপ্রবিষ্ট হওয়া, অধিকার করা)] অপ্রাপ্ত, যা চাইছি অথচ এখনও পাইনি। তু. 'ভক্তম্ অভক্তম্ অর্চঃ' (১।১২৭।৫)।

গেহ্যম্— [একমাত্র প্রয়োগ ; তু. 'দম্য' অগ্নির বিশেষণ] গৃহ বা আধারের সম্পদ। এ-সম্পদ্ 'রত্ন' বা ঋতচেতনার দীপ্তি। ইন্দ্রও 'রত্নধা'।

সহস্রদানা রাতিঃ— [স-হস্রম্ ; স = এক ; তু. Gk. 'hew' one for Sen, Aryan Sm; হস্র, Pers. হজার] আনন্ত্যের সম্পদ বিলায় যে-দাক্ষিণ্য।

হে বজ্রসত্ত্ব, মৃত্যুলাঞ্ছিত আধারে তুমি নিহিত কর বজ্রের তেজ। সে-তেজ নিষিক্ত হয়েছে যার মধ্যে, গুহায়িত সম্পদকে সে খুঁজে পায় — আঁধারের আড়াল ভেঙ্গে এতদিন যার নাগাল সে পায়নি।... হে দেবতা, চিনি তোমার কল্যাণদীপ্ত মনটিকে, যার মাঝে আছে শুধু শিবানুধ্যানের মাঙ্গল্য, আছে জাজ্বল্যমান তপোদ্যুতির ইশারা। যার প্রতি প্রসন্ন তুমি, তাকে দাও—অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যের অজস্র নির্ঝরে ঢেলে দাও তোমার দৈবীসম্পদ।...পূর্ণতার সাধক তাইতো তোমায় ডাকে, হে দেবতা :

তুমি নিহিত কর বজ্রতেজ। যার মধ্যে তা নিহিত করলে, মর্ত্য হয়েও

অপ্রাপ্ত নিধিকে পায় সে—আধারের গভীরে।

কল্যাণে দীপ্ত তোমার, হে বজ্রসত্ত্ব, শিবানুধ্যান ; জ্যোতির সে অভিসারী।

অজস্র দাক্ষিণ্য তোমার দানে, হে 'পুরুহূত'।।

৮

সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তম্

অহস্তম্ ইন্দ্র সং পিণক্ কুণারুম্।

অভি বৃত্রং বর্ধমানং পিয়ারুম্

অপাদম্ ইন্দ্র তবসা জঘন্থ।।

সহদানুং— দানুর সঙ্গে রয়েছে যে, দানু বৃত্রমাতা [তু. উত্তরা সুরধর পুত্র আসীৎ, দানুঃ শয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ১।৩২।৯ ; দ্র. বৃত্রমবাভিনদ্ দানুম্ ঔর্ণবাভম্ ২।১১।১৮, ১২।১১ ; < √ দা (বাঁধা ; টুকরো করা)] এই দানুই বেদান্তের খণ্ডিতচেতনা বা অবিদ্যা। তার আর এক নাম দিতি। অদিতি অখণ্ডচেতনা।

ক্ষিয়ন্তম্— [√ ক্ষি (বাস করা) + শতৃ + অম্] অবিদ্যা শক্তির সঙ্গে বাস করছে যে। 'কুণারু' এবং 'বৃত্রের' বিশেষণ।

অহস্তম্— যার হাত নাই। বৃত্রের হাত-পা নাই: অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রম্ ১।৩২।৭। এই ঋকেই বৃত্রকে বলা হয়েছে 'অপাদ'। অবিদ্যার গতি এবং ক্রিয়া দুইই বোঝা কঠিন। আবার উপনিষদের ব্রহ্মও 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা'। অবিদ্যা এবং ব্রহ্ম দুয়েরই প্রকৃতি অব্যক্ত—একটি আঁধারের অব্যক্ত, আর-একটি আলোর। ব্রহ্মের অব্যক্ত জ্যোতি দিয়ে অবিদ্যার অব্যক্ত আঁধারকে নির্মূল করা যায় — অন্য উপায়ে নয়। উত্তরযোগের এই রহস্য।

সংপিণক্— [সং + √ পিষ্ (পেষা) + লঙ্ স] গুঁড়িয়ে দিয়েছ।

কুণারুম্— [√ কুণ্ || কুন্থ্ (আঁকা বাঁকা হয়ে চলা) + (আ) + রু ; তু. 'কুড়্ণাচ্য' ১।২৯।৬ ; ভাষায় 'কুণ্ডলী'] দিতির পুত্র। দুটি পুত্রের কথা এখানে বলা হচ্ছে—একটি কুণারু আর-একটি বৃত্র। কুণারুর নাম আর কোথাও নাই। সে সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলে। বৃত্রকে কোথাও

কোথাও 'অহি' ও বলা হয়েছে। বেদান্তে অবিদ্যার দুটি শক্তি — আবরণ আর বিক্ষেপ। কুণারু বিক্ষেপ শক্তি।

পিয়ারুম্— [√ প্যা > পিয়া (ফেঁপে ওঠা, ছড়িয়ে পড়া) + (আ) + রু] যে ছড়িয়ে পড়ে। বৃত্রের বিশেষণ। আঁধারের কুয়াসা হয়ে চেতনাকে সে ঢেকে ফেলে। বৃত্র আবরণ শক্তি।

অপাদম্— যার পা নাই। এটি উপলক্ষণ মাত্র। যার হাত-পা কিছুই নাই। 'অহস্ত'কেও এই অর্থে নিতে হবে।

তবসা— শক্তির উপচয় দ্বারা। ইন্দ্র যেন বজ্রের স্ফুলিঙ্গ। আমাদের ওজঃশক্তি ও পরিশুদ্ধ রসচেতনার প্রভাবে আধারে তাঁর বিস্ফারণ ঘটে। তখন অবিদ্যার আঁধার দূর হয়ে যায়।

জীবনের ন্যূনতাকে পূর্ণতায় রূপান্তরিত করতে চায় যে, সেই তোমায় ডাকে। বারবার সে-ডাকে সাড়া দিয়েছ তুমি, তোমার বজ্রদীপ্তিতে আলো করেছ আধারের অন্ধতল। চেতনার গভীরে অবিদ্যার গহন, সেইখান থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে অদিব্যভাবনার অন্ধতা—অলক্ষ্য তার গতি, দুর্বোধ তার ক্রিয়া। কিন্তু তোমার বজ্রের নিষ্পেষণে শূন্যে মিলিয়ে যায় তার মায়া, আকাশ ভরে ওঠে স্বচ্ছতায়। কালো মেঘের মত অবিদ্যার যে মূঢ় আবরণ ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রত্যন্তে, তোমার জ্যোতিঃশক্তি উপচিত ও বিস্ফারিত হয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করে—আধারে নামে প্রশান্তি আর প্রজ্ঞার দীপ্তি :

দানুর সঙ্গে, হে 'পুরুহূত', বাসা যে বেঁধেছে,

তার হাত নাই ; হে ইন্দ্র, সেই 'কুণারুকে' নিষ্পেষিত করেছ তুমি।

দিকে-দিকে বৃত্র ছড়িয়ে পড়ে ফেঁপে উঠেছিল :

তার পা নাই। হে ইন্দ্র, তোমার উপচে-পড়া শক্তিতে তাকে তুমি মরণ হানলে।।

৯

নি সামনাম্ ইষিরাম্ ইন্দ্র ভূমিং
মহীম্ অপারাং সদনে সসত্থ।
অস্তভ্নাদ্ দ্যাম্ বৃষভো অন্তরিক্ষম্
অর্ষন্ত্ব আপস্ ত্বয়েহ প্রসূতাঃ।।

সামনাম্— [< সামন্ (ক্লীব), (পুং) সামন্ (তু. গাবৌ তে সামনাব্ ইতঃ (১০।৮৫।১১) (স্ত্রীং) সামনা (তু. অহন্ > অহনা)। সামন্ < √ সন্ (অধিগত করা, চরমে পৌঁছানো) + মন্। 'ঋক্' আকৃতির মন্ত্র— অগ্নিশিখার মত ; 'সাম' দ্যুলোকের প্রশান্তি] প্রশান্তা, অচঞ্চলা। 'ভূমি' বা পৃথিবীর বিশেষণ।

ইষিরাম্— [√ ইষ্ (ইচ্ছা করা ; ছুটে চলা, ছোটানো) + (ই) র + আ] আকৃতিতে চঞ্চলা। অথচ এই পৃথিবীই আবার অচঞ্চলা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পৃথিবী এই দেহ, অন্তরিক্ষ প্রাণ আর দ্যুলোক চেতনা। দেহ আবিষ্ট অতএব প্রশান্ত কিন্তু তার শিরায়-শিরায় আগুন জ্বলছে।

মহীম্ অপারাম্— যা আলোঝলমল, যার কূল নাই (বি. 'ভূমিম্')। 'সামনাম্ অপারাম' স্মরণ করিয়ে দেয় পতঞ্জলির প্রযত্নশৈথিল্য ও অনন্তসমাপত্তিকে। আসলে নিশ্চল দেহ স্বভাবতই পৃথিবীর আনন্ত্যের বোধ আনে।

সদনে— আধারে। তন্ত্রমতে পৃথ্বীতত্ত্বের স্থান মূলাধার।

নি সসত্থ— [নি + √ সদ্ (বসানো) + লিট্ থ] নিবেশিত করেছ। দৈহ্যচেতনাকে মূলাধারে নিশ্চল করেছ যাতে দেহকে পৃথিবীতে নিখাত এবং ব্যাপ্ত বলে বোধ হচ্ছে। সমস্ত ঋকটিকে স্থৈর্য সাধনার ইঙ্গিত।

অস্তভ্নাৎ দ্যাং— দ্যুলোককে স্তব্ধ করেছেন তিনি ; মূর্ধন্যচেতনা নিস্পন্দ হয়েছে।

বৃষভঃ— সোমের বা আনন্দের এবং শক্তির ধারা বহান যিনি। আধার নিস্পন্দ হলে তবে দিব্যশক্তির প্লাবনের অনুভব হয়।

অন্তরিক্ষম্ — প্রাণলোককে স্তব্ধ করেছেন। দেহ, প্রাণ, মন সবই নিস্পন্দ অথচ অনন্তে ছড়িয়ে পড়েছে—যাতে দেহকে মনে হচ্ছে পৃথিবী, প্রাণকে অন্তরিক্ষ এবং চেতনাকে দ্যুলোক। নিরোধসাধনার দিক দিয়ে মনে পড়ে পতঞ্জলির আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের কথা।

অর্ষন্তু— [√ ঋ (ষ্) (ছুটে চলা) + লোট অন্ত] ছুটে চলুক।

আপঃ— বিশ্বপ্রাণের প্লাবন। এই প্লাবন ইন্দ্রের দ্বারা প্রবর্তিত (প্রসূতাঃ)।

আমার দৈহ্যচেতনা একাকার হয়ে গেছে পৃথিবীর সঙ্গে : সে আজ প্রশান্ত, বিপুল, আলোঝলমল, —অথচ তার গভীরে লোকোত্তরের দুর্বার এষণা। হে বজ্রসত্ত্ব, মূলাধারের গহনে সে-চেতনাকে দৃঢ়মূল ও নিস্পন্দ করেছ তুমি। ...চেতনার শিরায়-শিরায় শক্তির নির্ঝর তিনি—আমার মূর্ধন্য-ভাবনাকে আর প্রাণের আন্দোলনকে করেছেন নিবাত-নিষ্কম্প। ... প্রশান্ত আধার। এবার তার নাড়ীতে-নাড়ীতে পাঠাও তুমি বিশ্বপ্রাণের অকূল প্লাবন, বাঁধ-ভাঙ্গা উদ্দাম আবর্তে গর্জে চলুক তারা :

হে ইন্দ্র, অচঞ্চলা অথচ আকৃতিচঞ্চলা যে-পার্থিবচেতনা

আলোয় ঝলমল আর অকূল হল, তাকে আধারের গভীরে নিশ্চল করলে তুমি।

স্তব্ধ করলেন দ্যুলোককে, শক্তি ঝরান যিনি, —স্তব্ধ করলেন অন্তরিক্ষকে ; ...

ছুটে চলুক প্রাণের প্লাবন এই আধারে তোমারই প্রবর্তনায়।।

১০

অলাতৃণো বল ইন্দ্র ব্রজো গোঃ
পুরা হন্তোর্ ভয়মানো ব্যার।
সুগান্ পথো অকৃণোন্ নিরজে গাঃ
প্রাবন্ বাণীঃ পুরুহূতং ধমন্তীঃ।।

অলাতৃণঃ— [ব্যু ? এখানে বলের বিশেষণ। বল অবিদ্যাশক্তি। শব্দটীর আর - একমাত্র প্রয়োগ মরুদ্গণের বিশেষণরূপে : 'অলাতৃণাসো বিদথেষু সুষ্ঠুতাঃ' ১।১৬৬।৭ । সেখানেও প্রকরণ থেকে অর্থ আন্দাজ করা যায় না। মরুদ্গণ পরাক্রান্ত, অসুরও তাই—দুয়ের মধ্য এইটুকু সাম্য কল্পনা করা চলে। 'অলা' যদি প্রাচীন 'অর || অল > অলম্' শব্দ হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে তাহলে অলা + √ তৃ (পার হওয়া, অভিভূত করা) + ন কর্তৃবাচ্যে এমনিতর একটা ব্যুৎপত্তি দাঁড় করানো যায়] অনায়াসে অপরকে অভিভূত করে যে, পরাক্রান্ত।

বলঃ— [= বরঃ < √ বৃ (আবৃত করা) ; তু. 'বৃত্র' 'শম্বর'] অবিদ্যার অন্ধকার।

ব্রজঃ— [< √ বৃজ্ (বাঁকানো, ঘেরা)] আবেষ্টক ; খোঁয়াড়। বল অন্তর্জ্যোতির ('গোঃ') সঙ্কোচক।

পুরা হন্তোঃ— (বজ্র) হানবার আগেই।

ব্যার— [বি + √ ঋ + লিট্ অ] ছড়িয়ে গেল, এলিয়ে পড়ল। বজ্রসত্ত্বের আবেশে অবিদ্যার সঙ্কোচ শিথিল হল।

নিরজে গাঃ— অন্ত-র্জ্যোতির রশ্মিমালাকে বের করে দেবার জন্য ['নিরজে' < নির্ + √ অজ্ (তাড়িয়ে নেওয়া) + এ তুমর্থে। অনন্য প্রয়োগ।]

বাণীঃ ধমন্তীঃ— [বাণ = শর, বাঁশি (শর থেকে হয় বলে) ; তু. 'ধমন্তো বাণং মরুতঃ সুদানবঃ' ১।৮৫।১০] বেজে উঠেছে যে-বাঁশীরা। বাণী বাঁশী, বাঁশীর সুর, সপ্তলোকের ছন্দ, পরা বাক্—সবই হতে পারে। মোট

কথা আকাশের সঙ্গে তার সম্পর্ক। শূন্য হৃদয়ে ওপারের বাঁশী বাজে ; তাই তন্ত্রের অনাহত ধ্বনি। হৃদয়গুহা হতে অলখের আলো ফুটে বেরুলো যখন, তখন বাঁশীর সুরেরা এসে ঘিরে ধরল বজ্রসত্ত্বকে ; এপারের সঙ্গে ওপারের মিলন হল।

দুর্ধর্ষ অবিদ্যার শক্তি চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অন্তরের দীপ্তিকে করেছে সঙ্কুচিত। কিন্তু হে বজ্রসত্ত্ব, অদ্ভুত তোমার শৌর্য। অন্ধতমিস্রাকে বজ্র হানবার আগেই তোমার আভাসেই সে বিকল হয়ে এলিয়ে পড়ল।...তারপর, অন্ধকারা হতে আলোর মুক্তির জন্যে সহজের প্রবাহ বইয়ে দিলেন তিনি—নাড়ীতে-নাড়ীতে, মহাশূন্যের সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল হৃদয়ের দেবতাকে ঘিরে:

পরাক্রান্ত বলাসুর, হে ইন্দ্র, —ঘিরে রেখেছে সে অন্তরের দীপ্তিকে ;
কিন্তু তুমি আঘাত হানবার আগেই ভয় পেয়ে সে এলিয়ে পড়ল। ...
সুগম পথ করে দিলেন তিনি বেরিয়ে পড়বে বলে কিরণমালারা ;
ঘিরে রইল বাঁশীরা 'পুরুহূতকে' ফুঁয়ে বেজে।।

১১

একো দ্বে বসুমতী সমীচী
ইন্দ্র আ পপ্রৌ পৃথিবীম্ উত দ্যাম্।
উতান্তরিক্ষাদ্ অভি নঃ সমীক
ইষো রথীঃ সযুজঃ শূর বাজান্।।

বসুমতী— গভীরের আলোতে ঝলমল দ্যুলোক আর পৃথিবী। বজ্রসত্ত্ব হৃদয়ে থেকে উষার আলো ফুটিয়ে তুলছেন এপারে আর ওপারে।

সমীচী— [সম্ √ অঞ্চ্ (চলা + ক্যপ্ + ঈ] কাছাকাছি এসেছে যারা, অন্যোন্যসঙ্গত। এপারে-ওপারে আর তফাৎ নাই, কেননা বজ্রসত্ত্বের দীপ্তি দুয়ের মধ্যে সেতু এখন।

সমীকে— সবাই এসে মেলে যেখানে, সংগ্রামক্ষেত্রে (তু. ৪।২৪।৩, ৭।২১।৯, ৮।৩।৫ (হৃদয়ে), ১০।৪২।২।] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই সংগ্রাম-ক্ষেত্র হৃদয় — যেখানে সমস্ত নাড়ীরা এসে মিলেছে। উপনিষদে হৃদয়গ্রন্থিভেদ পরাবর দর্শনের অন্যতম ফল।

অভি— [= অভিপ্রেরয় (সা)। উপসর্গই আছে, ক্রিয়া নাই।] পাঠাও।

ইষঃ বাজান্— এষণা আর বজ্রতেজ। এষণা মনের, ওজঃ বা বজ্রতেজ দেহের।

রথীঃ সযুজঃ— [দুইই 'ইষঃ' এবং 'বাজান্'-এর বিশেষণ।] যাদের মধ্যে আছে সংবেগ, এবং যারা পরস্পর যুক্ত। সাধারণত 'ইষ্' আর 'ঊর্জ'—এই দুটিকে নিত্যযুক্ত বলা হয়।

শুধু তিনিই আছেন, আর কেউ তো কোথাও নাই। বজ্রসত্ত্বের দীপ্তি ভরেছে আমার দ্যুলোক—ভরেছে আমার ভূলোক। এপার আর ওপার আমার চেতনায় গভীরের আলোতে ঝলমল, দুয়ের বুকে বাজছে মিলনের সুর। ... হে প্রাণের দেবতা, বহুমুখী শক্তির সঙ্গমে সঙ্কুল আমাদের হৃদয়। সেই কুরুক্ষেত্রে তোমার প্রাণলোক হতে পাঠাও জ্যোতিরভিসারিণী এষণার শরসংবেগ আর তারই সাথে তোমার বৃত্রঘাতী বজ্রের ঈশনা :

একা তিনি, আর ঐ দুটি আলোঝলমল অন্যোন্যসঙ্গত লোক ;
ইন্দ্র আপূরিত করলেন ঐ পৃথিবীকে আর দ্যুলোককে।

এবার অন্তরিক্ষ হতে পাঠাও আমাদের রণাঙ্গনে
তীব্রসংবেগী যত এষণা, আর তারই সাথে, হে 'শূর', বজ্রের তেজ।।

১২

দিশঃ সূর্যো ন মিনাতি প্রদিষ্টা
দিবে দিবে হর্যশ্ব প্রসূতাঃ।
সং যদ্ আনল্ অধ্বন্ আদ্ ইদ্ অশ্বৈর্
বিমোচনং কৃণুতে তৎ ত্বস্য।।

প্রদিষ্টা দিশঃ— সূর্যের চলবার জন্য যে সব দিক নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সূর্যের উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ণ আছে।

সূর্য প্রতিদিন ঠিক একই দিকে ওঠে না ; তাই বহুবচন। আবার এই সূর্যোদয় যেমন বাইরে হয়, তেমনি ভিতরেও হয়—একথা মনে রাখতে হবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্যের পুব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ সবদিকেই ওঠবার কথা আছে।

হর্যশ্ব প্রসূতাঃ— 'হর্যশ্ব' ইন্দ্র ; তাঁর ঘোড়ার সোনালী কিরণ। অন্ধকার ভেদ করে যে-কিরণ ছোটে, তাই 'অশ্ব'। তৃতীয় ছত্রে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের বজ্রদীপ্তি আধারের আঁধার বিদীর্ণ করে প্রাতিভজ্ঞানের উদয় ঘটায়। বাস্তবিক সূর্যেরই উদয়ের মূলে ইন্দ্রশক্তির প্রেরণা। উপচার-বশত তাকে যুক্ত করা হয়েছে দিকের সঙ্গে।

অধ্বনঃ সম্ আনট্— অনেক পথের চরমে পৌঁছলেন। অনেক দিকে সূর্যোদয়, অতএব অনেক পথ।

অশ্বৈর্ বিমোচনং— ঘোড়াগুলিকে ছেড়ে দেওয়া, কিরণ সমূহ শিথিল করা বা গুটিয়ে নেওয়া। সূর্যের এই অস্তে যাওয়ার অর্থ প্রজ্ঞানের অব্যক্তে প্রবেশ করা। প্রজ্ঞানের উদয়ন ও মহাশূন্যে তার পর্যবসান, দুয়েরই মূলে পরমাত্মার বজ্রশক্তির প্রেরণা।

আধারের গভীর হতে জাগে সূর্যের আলো, অন্তরের আকাশকে দিনের পর দিন উজলে তুলে একটি নিরূপিত পথ বেয়ে সে চলে। বজ্রসত্ত্বের হিরণ্ময়ী প্রেষণাই

তাকে চালিয়ে নেয়—দিগ্‌ভ্রষ্ট হতে দেয় না একটি বারও। কত-যে ভুবন পার হয়ে চিৎসূর্য পৌঁছয় রহস্যনীল অস্তসমুদ্রের কূলে, চেতনার সকল বৃত্তি শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে বরুণের নৈঃশব্দ্যের মাঝে। উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত চিৎসূর্যের এই পরিক্রমা মহেশ্বরের বজ্রশক্তিতেই রয়েছে বিধৃত :

নিরূপিত দিকসমূহকে সূর্য লঙঘন করে না কখনও—

দিনের পর দিন ইন্দ্রের সোনালী কিরণের ইশারায় চলেও ;

পৌঁছয় যখন সে সকল পথের শেষে, তখনই কিরণজালকে

শিথিল করে দেয় : এ কিন্তু তাঁরই প্রেরণায়।।

১৩

দিদৃক্ষন্ত উষসো যামন্ন্ অক্তোর্
বিবস্বত্যা মহি চিত্রম্ অনীকম্।
বিশ্বে জানন্তি মহিনা যদ্ আগাৎ
ইন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি।।

যামন্ন অক্তোঃ— রাত্রি বা আঁধারের চলার পথে। জীবন জুড়ে আঁধারের অভিযান ; তাকে বিদীর্ণ করে উষার আলো ফুটবে কবে, এই আকুলতা সাধকদের মাঝে।

বিবস্বত্যাঃ উষসঃ— আলো ঝলমল উষার।

অনীকম্— পুঞ্জদ্যুতি। তুলনীয়, 'প্রতীক' ছটা। [লৌকিক প্রয়োগ : সৈন্য, পুঞ্জ, দ্যুতি মুখ্য অর্থে] ।

মহিনা— [ক্রি. বিণ] আপন মহিমায়।

পুরূণি— পরিপূর্ণ, নিখুঁত ; সব।

রাত্রির আঁধার গড়িয়ে চলেছে জীবনের 'পরে। মানুষের দুটি চোখ আকুল হয়ে আছে, কবে তার বুক চিরে আলোঝলমল উষার পুঞ্জদ্যুতি ফুটে উঠবে চিন্ময় বৈপুল্য নিয়ে। উষা আসে একদিন—আসে তার সোনার মহিমা নিয়ে। জীবনের সেই পরম অভ্যুদয়ের মুর্হূতটিকে বিশ্বের সবাই সেদিন জানতে পারে।... কিন্তু তার মূলে থাকে বজ্রসত্ত্বেরই ঈশনা— সঙ্কল্পকে অনায়াস নিটোলতায় সার্থক করার নৈপুণ্যে :

দেখতে চায় তারা রাত্রির অভিযানে উষার পুঞ্জদ্যুতি—
আলোঝলমল উষার বিপুল চিন্ময় পুঞ্জদ্যুতি।
সবাই জানতে পায়, আপন মহিমায় যখন আসে সে-উষা :
ইন্দ্রেরই এইসব কাজ—অনায়াস এবং নিটোল।।

১৪

মহি জ্যোতির্ নিহিতং বক্ষণাস্ব্
আমা পক্বং চরতি বিভ্রতী গৌঃ।
বিশ্বং স্বাদ্ম সংভৃতম্ উস্রিয়ায়াং
যৎ সীম্ ইন্দ্রো অদধাদ্ ভোজনায়।।

বক্ষণাসু— [নদী (সা) ; bosom (G)। তু. ১।৩২।১ ; ১।১৩৪।৪ ; ১।১৬২।৫ ; ৩।৩৩।১২ ; ৫।৪২।১৩ ; ৬।৭২।৪ ; ...] নদী, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ী ; কোথাও ধারা, আলোর ধারা > সেই ধারার উৎস (তু. ৬।৭২।৪)। নাড়ীতে-নাড়ীতে দিব্যজ্যোতির বিপুল স্রোত।

আমা গৌঃ— নতুন বিয়ানো গাই (সা)। কে সে? G 'র মতে 'উষা'। বস্তুত এই ধেনু চৈত্যসত্তা। উষা প্রাতিভদীপ্তির প্রতীক। তার বাহন অরুণবর্ণের গাভী। উষার আলো জাগাই চৈত্যসত্তার জাগরণ। চৈত্যসত্তাকে

নবজাতক বলেও বর্ণনা করা হয়েছে অনেক জায়গায়। উষা নবীনা, কিন্তু তার আলো চিরন্তন ('পক্বম্')।

উস্রিয়ায়াম্— উষার আলোতে, উষাতে।

স্বাদ্ম— আস্বাদন, রস। ঐ উষার মাঝে জীবনের যত রস। চৈত্যসত্তাকে এই জন্য উপনিষদে 'মধ্বদ' বা 'পিপ্পলাদ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার স্বাদু পিপ্পল খাওয়ার কথা অন্যত্র আছে (১।১৬৪।২০)।

আজ আমার নতুন জন্ম। সদ্য-জাগা উষার চিরন্তনী দ্যুতিতে ঝলমল আমার চেতনা—বজ্রসত্ত্ব বিপুল জ্যোতির প্লাবন নিহিত করেছেন আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে। জীবনের যত রস, সব যেন জমা হয়েছে আজ চিদাকাশে আলো- করা ঐ উষার বুকে : ঐখানে আমার দিব্যসম্ভোগের সমস্ত আয়োজন করে রেখেছেন আমার মহেশ্বর :

বিপুল জ্যোতি নিহিত হয়েছে নাড়ীতে-নাড়ীতে ;
কাঁচা গাই পাকা দুধ পালানে নিয়ে চরে বেড়াচ্ছে।
যত আস্বাদন জমা হল উষার বুকে—
যখন এইসব বজ্রসত্ত্ব নিহিত করলেন আমার সম্ভোগের জন্য।।

১৫

ইন্দ্র দৃহ্য যাম কোশা অভূবন্
যজ্ঞায় শিক্ষ গৃণতে সখিভ্যঃ।
দুর্মায়বো দুরেবা মর্ত্যাসো
নিষঙ্গিণো রিপবো হন্ত্বাসঃ।।

দৃহ্য— [√ দৃহ্ (দৃঢ় হওয়া) + লোট্ হি] দৃঢ় হও, অচল হও।

যামকোশাঃ— 'কোশ' মযক বা খাপ, যা কিছুকে ঢেকে রাখে। 'যাম' চলার পথ। চলার পথে 'কোশ' আছে। এই কোশকে উপনিষদে আত্মজ্যোতির আবরণ বলা হয়েছে। বেদের ভাষায় এরা 'পুর্', তন্ত্রের ভাষায় গ্রন্থি। ইন্দ্রশক্তি এগুলোকে ভেদ করে ষাবে।

যজ্ঞায় শিক্ষ— দিব্য ভাবনা যাতে সার্থক হয়, তার জন্য তোমার শক্তি বাড়ুক।

দুর্মায়বঃ— অনর্থের সৃষ্টি করে যারা [দুর্, + √ মা (সৃষ্টিকরা) + য়ু]

দুরেবাঃ— যাদের চলন মন্দ। উপনিষদের ভাষায় 'দুশ্চরিত'।

নিষঙ্গিণঃ— তূণ আছে যাদের (তু. ১০।১০৩।৩)। 'মার' বা অবিদ্যার কত যে গোপন অস্ত্র আছে অবচেতনায়, তার ইয়ত্তা নাই।

রিপবঃ— [√ রিপ্ ‖ লিপ্ (লেপ্টে থাকা) + উ] আসক্তি, দুরাগ্রহ (তু. 'রিপ্র' ময়লা অশুদ্ধি ৯।৭৮।১ ; ১০।১৬।৯, ১৭।১০)।

হন্ত্বাসঃ— [= হন্তব্যাঃ] যাদের মেরে ফেলতে হবে।

কঠিন হও, অনম্য হও, বজ্রসত্ত্ব—আমার মাঝে। আঁধারের বাধা কুণ্ডলী রচেছে উজান-পথের পর্বে-পর্বে : বজ্রের ঘায়ে গুঁড়িয়ে দিতে হবে তাদের মায়া। আমরা তোমার নিত্যসাথী, আমার কণ্ঠে তোমার গান ; আমার এই উৎসর্গের সাধনায় ঢাল তোমার চিৎশক্তির প্রবেগ। মর্ত্যচেতনার অনেক ছলনা, অনেক প্রমাদ আগলে আছে আমার পথ। তারা নিঃশব্দে এসে জড়িয়ে ধরে, নিদ্‌মহলের গোপন হানায় মূর্ছিত করে আমার চেতনা : তাদের মারতে হবে :

হে ইন্দ্র, কঠিন হও! চলার পথে কুণ্ডলী রয়েছে কত!

আমার উৎসর্গসাধনায় ঢাল শক্তি,—সঙ্গীতমুখর আমার তরে, তোমার বন্ধুদের তরে।

মায়ার ছলনা আর চলনের প্রমাদ নিয়ে রয়েছে যত মর্ত্যের বাধা ;

তাদের আছে তূণীর, তারা জড়িয়ে থাকে। তাদের মারতে হবে।।

১৬

সং ঘোষঃ শৃণ্বে অবমৈর্ অমিত্রৈর্
জহী ন্য্ এষ্ব্ অশনিং তপিষ্ঠাম্।
বৃশ্চেম্ অধস্তাদ্ বি রুজ সহস্ব
জহি রক্ষো মঘবন্ রন্ধয়স্ব।।

অবমৈর্ অমিত্রৈঃ— সবার নীচে আছে যে-শত্রুরা, তাদের কাছ থেকে। [পঞ্চম্যর্থে তৃতীয়া।] এরা অবচেতনার মূঢ় সংস্কার, মাঝে-মাঝে চেতনায় ভেসে উঠে কোলাহলের সৃষ্টি করে।

তপিষ্ঠাম্— প্রতপ্ত করতে বা পুড়িয়ে মারতে যার জুড়ি নাই। ইন্দ্রের বজ্র আধারের নিদ্‌মহলে গিয়ে আগুন জ্বালবে।

বৃশ্চ ঈম্ অধস্তাৎ— নীচে থেকে ওদের ছিঁড়ে ফেল, চেতনার গভীরে গিয়ে ওদের মূল উৎপাটন কর।

বি রুজ — টুকরো-টুকরো করে ভাঙো ওদের। এ হল বিশ্লেষণের পন্থা, আধুনিক মনোবিদের অজ্ঞাত নয়। সাংখ্য বলছেন, দুঃখের নিদান খুঁজতে হবে; তাও এই ব্যাপারে।

রক্ষঃ— নিজের জন্য যে জমিয়ে রাখে, অন্ধ দুরাগ্রহ। পুরাণে সে নিশাচর। রক্ষ দেবতার ধন মূঢ়ের মত আগলে রাখে, অসুর তাঁর সঙ্গে লড়াই করে। একটি শক্তি তামস, আর একটি রাজস।

রন্ধয়স্ব— তাকে আমাদের অধীন কর।

চেতনার পাতালে লুকিয়ে আছে অদিব্যশক্তির যূথ। আজ তারা উপরে এসেছে, ঐ শুনছি তাদের কোলাহল। হে বজ্রসত্ত্ব, ওদের মাঝে হানো তোমার বজ্র আধারের গভীরে, —ওদের সে পুড়িয়ে মারুক! আরও গভীরে গাহন কর, মূলোচ্ছেদ কর ওদের, ছিন্নভিন্ন করে দাও ওদের জটলা, —আর যেন ওরা মাথা তুলতে না পারে। ওদের বদ্ধমুষ্টি দেবতাকে বঞ্চিত করে তাঁর ধন হতে। হে শক্তিধর, ওদের মারো, ওদের লুটিয়ে দাও আমাদের পায়ের তলায় :

কোলাহল শুনছি পাতাল পুরীর শত্রুদের।

হানো সেই গভীরে ওদের মাঝে তোমার অশনি—নিঃশেষে যা জ্বালিয়ে দেবে।

ছিঁড়ে ফেল ওদের মূল, ভেঙে ছড়িয়ে দাও, —লুটিয়ে দাও ওদের :

হানো রক্ষো বাহিনীকে, হে শক্তিমান, — এনে দাও পায়ের তলায়।।

১৭

উদ্ বৃহ রক্ষ সহমূলম্ ইন্দ্র
বৃশ্চা মধ্যং প্রত্যগ্রং শৃণীহি।
আ কীবতঃ সললূকং চকর্থ
ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিম্ অস্য।।

উদ্‌বৃহ — [√ বৃহ্ (দীর্ঘকরা, বৃহৎ করা) + লোট হি] উৎপাটিত কর। তু. 'প্র বৃহেৎ মুঞ্জাদেবেষিনাম্'। (কঠ ২।৩।১৭)।)।

অগ্রং প্রতি শৃণীহি— অগ্রভাগকে বিদীর্ণ কর। আগায়, মাঝখানে এবং মূলে সব জায়গায় বজ্রের আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে, যাতে সংস্কারের এতটুকু রেশ না থাকে।

কীবতঃ— [কিম্ + কতুপ, ৫মীর একবচন] কতদূর থেকে।

সললূকম— [= সররূকম< √ সৃ(সরা, চলা) + যঙ্ + উক, তু. বাবদূক, দংদশূক] ব্যস্তসমস্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে যে। কতদূর থেকে বজ্র হেনে রক্ষঃ শক্তিকে ভাগিয়ে দিলে? অথবা কোথা থেকে? অন্তরিক্ষ থেকে, কিংবা ভ্রূমধ্য থেকে।

তপুষিং হেতিম্— জ্বালিয়ে দেবে — এমন প্রহরণ।

অস্য— [√ অস্ (ছোঁড়া) + লোট্ হি] ছুঁড়ে মার।

হে বজ্রসত্ত্ব, বজ্রের ঘায়ে বিদীর্ণ কর রক্ষঃশক্তির মস্তক, তার মধ্যদেশকে বিচ্ছিন্ন কর, মূল সমেত তাকে উপড়ে ফেল আধার হতে—আত্মম্ভরিতার লেশমাত্রও যেন অবশিষ্ট না থাকে আমার মাঝে। জানি না, কোন্ আলোর আড়াল হাতে বজ্র হেনেছ তার 'পরে—ত্রস্ত হয়ে সে পালিয়ে গেছে কোন্ গভীরে। তাকে ক্ষমা করো না তুমি — বৃহতের আলো-কে সে সইতে পারে না, — তোমার জ্বলন্ত প্রহরণ নিক্ষেপ কর তার অন্ধকুহরে :

উপড়ে ফেল রক্ষঃশক্তিকে তার মূল সমেত, হে ইন্দ্র, —

ছিন্ন কর মাঝখানে, তার অগ্রভাগকে বিদীর্ণ কর।

কোথা থেকে বজ্র হেনে ত্রস্ততায় ধাবমান করেছ তাকে?

বৃহতের বিদ্বেষী সে ; তোমার সন্তপন প্রহরণ ছুঁড়ে মার তার 'পরে।।

১৮

স্বস্তয়ে বাজিভিশ্ চ প্রণেতঃ
সং যন্ মহীর্ ইষ আসৎসি পূর্বীঃ।
রায়ো বন্তারো বৃহতঃ স্যামা
হস্মে অস্তু ভগ ইন্দ্র প্রজাবান্।।

স্বস্তয়ে বাজিভিঃ— আমাদের স্বস্তি দিতে তোমার বিপুল বজ্রশক্তি নিয়ে।

প্রণেতঃ— হে দিশারী।

মহী পূর্বীঃ ইষঃ— আমাদের বিপুল ও নিটোল এষণাতে।

বৃহতঃ রায়ঃ বন্তারঃ— বিপুল প্রাণসংবেগের অধিকারী।

প্রজাবান্ ভগঃ— দেবতার সন্তত বা অবিচ্ছিন্ন আবেশ ('ভগ')।

আমাদের উত্তরায়ণের দিশারী তুমি, হে বজ্রসত্ত্ব, —চেতনায় নেমে এস তোমার বজ্রশক্তির বিদ্যুৎগতিতে, আন প্রপঞ্চোপশম সোয়াস্তির ইশারা। বিপুল আমাদের এষণা, অপ্রমত্ত ভাবনায় নিটোল ; অনুভব করছি, তার মর্মে তোমারই অধিষ্ঠান। তাই আশা জাগে, সাগরসঙ্গমী প্রাণের বিপুল প্লাবন উৎসারিত হবে আমাদের আধারের কন্দর হতে। হে দেবতা, আর-কিছু চাই না ; শুধু বলি, তোমার আবেশ অবিচ্ছেদ হোক আমাদের মাঝে :

আমাদেরই স্বস্তির তরে বজ্রবাহনদের নিয়ে, হে দিশারী,
যখন অধিষ্ঠিত হয়েছ আমাদের বিপুল নিটোল এষণায়, —
তখন বৃহৎ প্রাণসংবেগের বিজেতা হব আমরা ;
আমাদের মধ্যে থাকুক তোমার আবেশ, হে ইন্দ্র, অবিচ্ছেদ হয়ে।।

১৯

আ নো ভর ভগম্ ইন্দ্র দ্যুমন্তং
নি তে দেষ্ণস্য ধীমহি প্ররেকে।
ঊর্ব ইব পপ্রথে কাম অস্মে
তম্ আ পৃণ বসুপতে বসূনাম্।।

দ্যুমন্তং ভগম্— জোতির্ময় আবেশ।

দেষ্ণস্য— [√ দা (দাওয়া) + ইষ্ণু চ্] দাতার।

প্ররেকে— [প্র + √ রিচ্ (খালি হওয়া, রিক্ত হওয়া) + স্মঞ্] বদান্যতায়, দাক্ষিণ্যে।

নি ধীমহি— নিজেদের স্থাপিত করছি। তোমার দাক্ষিণ্যের নির্ঝরের কাছে নিজেদের মেলে ধরছি।

ঊর্বঃ — ঊর্বী পৃথিবী, অতএব ঊর্ব বিপুল আকাশ।

আমাদের ছেড়ে যেওনা কখনও—তোমার জ্যোতিরাবেশে আবিষ্ট করে রাখ আধারকে, হে দেবতা। তুমি অকৃপণ, — আলোর নির্ঝর অজস্রধারায় ঝরাও আমাদের 'পরে: আমরা নিজেদের মেলে দিলাম সেই ধারাসারের কাছে। কী চাই, সে তো জান তুমি। চেয়ে দেখ, আকাশের মত বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের কামনা। অলখ আলোকের রাজা তুমি, —তারই অজস্রতায় সে-কামনাকে পূর্ণ কর:

আমাদের মধ্যে আন তোমার আবেশ, হে ইন্দ্র, —আলোয় যা ঝলমল ;
তুমি দাতা ; নিজেকে আমরা মেলে রাখলাম তোমার দাক্ষিণ্যের কাছে।
বিপুল আকাশের মত ছড়িয়ে পড়েছে কামনা আমাদের মাঝে ;
তাকে আপূরিত কর, ওগো আলোর রাজা!

২০

ইমং কামং মন্দয়া গোভির্ অশ্বৈশ্
চন্দ্রবতা রাধসা পপ্রথশ্ চ।
স্বর্যবো মতিভিস্ তুভ্যং বিপ্রা
ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাশ্ চ অক্রন্।।

তু. ৩।৫০

মন্দয়— [√ মদ্ || মন্দ (নন্দিত হওয়া) + ণিচ্ + লোট্ হি] নন্দিত কর, পূর্ণ কর।

গোভিঃ অশ্বৈঃ— উষার আলো আর ইন্দ্রের বীর্য, জ্ঞান ও বল দিয়ে। [উষার বাহন অরুণবর্ণ ধেনু, অগ্নি ইন্দ্র ও আদিত্যের বাহন অশ্ব। তার মধ্যে অগ্নির অশ্ব লোহিত, ইন্দ্রের সোনালী, আর আদিত্যের সবুজ (নিঘ ১।১৫)।] আবার বজ্রতেজ ও ক্ষাত্রবীর্য এ-অর্থও হতে পারে। ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ধেনুর, যজ্ঞের জন্য ; ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন অশ্বের, যুদ্ধের জন্য। ঋষি ঘোড়া দিয়ে কি করবেন? ঘোড়া যে প্রতীকী, এই থেকে বেশ বোঝা যায়।

চন্দ্রবতা রাধসা— জ্যোতির্ময় সিদ্ধির দ্বারা। 'চন্দ্র' উজ্জ্বল, ঝলমল। কামনাকে বিপুল কর আলোর ছটায়।

স্বর্যবঃ— [স্বর্ + য + উ = স্বর্যু + জস্] আলোর রাজ্য (স্বর্) জয় করা।

মতিভিঃ— মন্ত্রচেতনা বা একাগ্রমনন দিয়ে। মন্ত্রসাধনারও তাৎপর্য তাই,—জপের দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করা।

বাহঃ— [বাহ্ + শস্ ; তু. ৩।৫৩।৩ ; 'বাঘৎ'] আবাহন।

অক্রন্— [√ কৃ + লুঙ্ অন্] করল।

আনো আধারে উষার প্রাতিভ-দীপ্তি আর ইন্দ্রের গ্রন্থিভিৎ বীর্য, —তাই দিয়ে নন্দিত কর আমাদের সূর্যমুখী কামনাকে, জ্যোতির্ময় সিদ্ধির সূচনায় তাকে বৃহৎ কর। আমরা কুশিক গোত্রজাত, —দ্যুলোকের আলোর আকৃতিতে হৃদয় আমাদের টলমল ; আমাদের মন্ত্রময়ী একাগ্রভাবনা গভীরের আবাহন পাঠাল আজ তোমার পানে, হে বজ্রসত্ত্ব! তুমি এস :

এই কামনাকে নন্দিত কর তুমি আলো আর বল দিয়ে, —

জ্যোতির্ময় ঋদ্ধির আশ্বাসে একে বিপুল কর।

তুমি ইন্দ্র। তোমার উদ্দেশে আলোর পিয়াসী কুশিকেরা টলমল হৃদয় নিয়ে

একাগ্রভাবনার রচল আবাহন।।

২১

আ নো গোত্রা দর্দৃহি গোপতে গাঃ

সম্ অস্মভ্যং সনয়ো যন্ত বাজাঃ।

দিবক্ষা অসি বৃষভ সত্যশুষ্মো

২ স্মভ্যং সু মঘবন্ বোধি গোদাঃ।।

গোত্রা— [গোত্রাণি] গোষ্ঠ ; 'গো' বা আলো অবরুদ্ধ হয়ে আছে যাদের মধ্যে। তন্ত্রের গ্রন্থি। ইন্দ্র বজ্রতেজে গ্রন্থিবিদারণ করেন বলে তাঁর আর-এক নাম গোত্রভিৎ (৬।১৭।২, ১০।১০৩।৬) বৃহস্পতিও তাই (২।২৩।৩)।

আ দর্দৃহি— [আ + দৃ (বিদীর্ণ করা) + লোট্ হি] বিদীর্ণ কর। ধাতুটি এখানে

দ্বিকর্মক ; একটি কর্ম 'গোত্রাণি' আর একটি 'গাঃ'। গ্রন্থিসমূহ বিদীর্ণ করে আলোকে উৎসারিত কর।

সনয়ঃ বাজাঃ— (দ্যুলোকের আলো) ছিনিয়ে আনবে যে বজ্রতেজ।

দিবক্ষাঃ— [দিব < দিব্ + √ ক্ষি (বাস করা) + অস্] দ্র. সায়ণ < √ অক্ষু। দ্যুলোকবাসী, সহস্রদলবিহারী। সেইখান থেকে অমৃত ঝরাও ('বৃষভ')।

সত্যশুষ্মঃ— সত্যই যাঁর নিঃশ্বাস বা প্রাণ ('শুষ্ম' < √ শ্বস্)।

বোধি— [= ভূধি = ভব] হও। [বুধস্য (সা)]।

গোদাঃ— আলো ঢালেন যিনি। নদীর নাম 'গোদাবরী' ; সেখানে আলোর স্রোত বয়ে চলে যে সুষুম্ণা নাড়ী তার ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। (এই শেষ চরণটির অনুরূপ ৪।২২।১০, ৮।৪৫।১৯)।

উজানপথে অন্ধপ্রাণের কত গ্রন্থিতে ঘুমিয়ে আছে আলোর মুকুল। হে আলোর অধীশ্বর, বজ্রের আঘাতে গুহাগ্রন্থিদের বিদীর্ণ কর, — ফোটাও আলো, বহাও ধারা। দ্যুলোকের আলো ছিনিয়ে আনবে যে বজ্রের তেজ, তা নেমে আসুক, সংহত হোক আমাদের মাঝে। মূর্ধন্যচেতনায় রয়েছ তুমি, হে দেবতা, উন্মনী সত্যের উচ্ছ্বাসে স্পন্দমান, — অমৃতের নির্ঝর আধারে ঝরাও সেখান হতে। তুমি শক্তিধর, তুমি আলোর ঈশান, আলোর মুক্তধারা ঢেলে দাও আমাদের নাড়ীতে :

আমাদের মাঝে আলোর গ্রন্থিদের বিদীর্ণ কর, হে আলোর ঈশান, আলোর তরে,—

আমাদের মাঝে সঙ্গত হোক আলো-ছিনিয়ে-আনা বজ্রের যত তেজ।

দ্যুলোকবাসী তুমি, হে অমৃত-নির্ঝর, — সত্য তোমার প্রাণ :

আমাদের মাঝে মুক্তধারায়, হে শক্তিধর, ঢেলে দাও আলোর বন্যা।।

২২

শুনং হুবেম মঘবানম্ ইন্দ্রম্
অস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তম্ উগ্রম্ ঊতয়ে সমৎসু
ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্।।

[এই মন্ত্রটি ধুয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে এই মণ্ডলের অনেকগুলি ইন্দ্র সূক্তে; আবার উল্লেখ পাই ১০।৮৯।১৮, ১০৪।১১ তে, অথর্ব ২০।১১।১১ ; তৈ. ব্রা ২।৪।৪।৩] ।

শুনম্— [√ শূ || শ্বা + (ফেঁপে ওঠা) + ক্ত ; আর-এক রূপ 'শূন'। দুটিতে সুস্পষ্ট ভেদ আছে। দ্র. ২।২৭।১৭, ৩।৩৩।১৩। 'উৎসাহনং প্রবৃজম্ (সা)] উচ্ছ্বসিত, প্রাণোচ্ছল। এই বিশেষণটি পাওয়া যায় অগ্নি আর ইন্দ্রের বেলায়।

ভরে— [নিঘণ্টু-মতে সংগ্রামবাচী ; কিন্তু ব্যু ?] দেবতার আবেশ আছে যে-সাধনায়। শব্দটির প্রয়োগ অনেক জায়গায়। তু. চলতি কথায় 'দেবতার ভর'।

সমৎসু— [সম্ √ অদ্ (খাওয়া) + ক্বিপ্] যেখানে কেবল খাওয়া-খাওয়ি, লড়াই। সাধনসমরে ডাকলে তিনি কান পেতে শোনেন এবং এসে রক্ষা করেন বা আগলে থাকেন।

দেবাবিষ্ট চেতনায় আজ সংগ্রাম চলছে তমিস্রার সঙ্গে—বজ্রের তেজ আমরা ছিনিয়ে আনব বলে। ডাকছি বজ্রসত্ত্বকে ; ডাকলে কান পেতে শোনেন তিনি, হানাহানির মধ্যে আমাদের আগলে রাখেন অসুশক্তির মার হতে।... তাঁকেই ডাকছি : তিনি প্রাণোচ্ছল, তিনি শক্তিধর, বীরের অগ্রগণ্য। তাঁর বজ্রের ঘায়ে অবিদ্যার আবরণকে বিদীর্ণ করেন তিনি, দূরের লক্ষ্যকে ছিনিয়ে আনেন অনিশ্চয়তার কবল হতে :

আমরা আহ্বান করি প্রাণোচ্ছল শক্তিধর ইন্দ্রকে, —

এই দেবাবিষ্ট সাধনায় আহ্বান করি বীর্যে অনুপম তাঁকে — বজ্রতেজ ছিনিয়ে আনব বলে ;

তিনি বজ্রসত্ত্ব, শোনেন আহ্বান, আগলে থাকেন হানাহানির মাঝে, —

বিদীর্ণ করেন তমিস্রার যত আবরণ, জিনে আনেন দূরের লক্ষ্য।।

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা

একত্রিংশ সূক্ত

১

শাসদ্ বহ্নির্ দুহিতুর্ নপ্ত্যং গাদ্

বিদ্বাঁ ঋতস্য দীধিতিং সপর্যন্।

পিতা যত্র দুহিতুঃ সেকম্ ঋঞ্জন্

সং শগ্ম্যেন মনসা দধন্বে।।

এটি আর পরের ঋকটির মর্ম খুব সুবোধ নয়। যাস্ক এর মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ এনেছেন ; সায়ণ যাস্ককে অনুসরণ করেছেন। দুটি ঋকই অগ্নির উদ্দেশে। ইন্দ্রসূক্তে তারা এল কেন, তাও ভাববার বিষয়।

শাসৎ বহ্নিঃ— [√ শাস্ (নিয়ন্ত্রিত করা) + শতৃ ; ইন্দ্রকে বলা হয়েছে 'অব্রতান্ শাসৎ' ১।৫১।৮, ১৩০।৮ ; দিবঃ শাসতঃ ৮।৩৪।১, ৩,৭,-১৫ ; অতএব 'শাসৎ' অন্তর্যামীরূপে নিয়ন্তা যিনি। তু. বুদ্ধদেব 'শাস্তা'] যে-অগ্নি অন্তঃপ্রবৃত্তির প্রশাস্তা এবং উৎসর্গকে বয়ে নেন পরমদেবতার কাছে।

দুহিতুঃ— কে এই দুহিতা? তৃতীয় চরণে আছে পিতার দুহিতাতে গর্ভাধানের কথা। প্রজাপতির দুহিতৃগমনের উল্লেখ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। ১।৭১।৫এ আছে 'দেবতা নিজের দুহিতাতে তেজ নিহিত করলেন।' উষাকে বারবার বলা হয়েছে "দ্যুলোক দুহিতা"—'দিবো দুহিতা'। উষার আলোতে আগুন জ্বালান হয়। এই অগ্নিই পিতা দ্যুলোকের

দুহিতৃগর্ভজাত কুমার। উষা যখন দ্যুলোকের মেয়ে, তখন তিনি নিশ্চয় কুমারী। কিন্তু সেই কুমারীই আবার কুমার জননী। সোজা কথায়—অব্যক্ত দিব্যজ্যোতি হতে চিন্ময়ী প্রকৃতির আবির্ভাব এবং সেই অব্যক্তেরই প্রেরণায় তাতে চিদগ্নির স্ফুরণ—জীবত্বের বীজরূপে। পিতার দুহিতাতে গর্ভাধানের এই রহস্য।

নপ্ত্যম্— [নপ্তৃ + য ; ঋকার লোপ ছান্দস (সা)] পুত্রত্ব। 'নপ্ত্যং গাৎ' পুত্র হলেন।

ঋতস্য বিদ্বান্— বিশ্বের ঋতচ্ছন্দের রহস্য জানেন যিনি ; তাই তিনি প্রশাস্তা এবং অন্তর্যামী।

দীধিতিং সপর্যন্— ['দীধিতি' < √ধী (ধ্যানকরা)] ধ্যানচেতনাকে বা একাগ্রভাবনাকে উজ্জ্বল করেন যিনি।

যত্র— যে-আধারে।

দুহিতুঃ সেকম্ ঋঞ্জন্— দুহিতার গর্ভাধানকে (সেকম্) নিষ্পন্ন করতে ; উষার আলোতে আগুন জ্বালাতে। এই আলো প্রাতিভদীপ্তিরূপে ওপারের প্রসাদ ; তার আবির্ভাবে অভীপ্সার শিখা লেলিহান হয়ে ওঠে।

শগ্ম্যেন মনসা— ['শগ্ম' শক্তি ৬।৪৪।২ ; শগ্ম + য = 'শগ্ম্য' শক্তি সম্পন্ন] মনের শক্তি নিয়ে, অবন্ধ্য সঙ্কল্পের প্রেরণা নিয়ে।

সম্ দধন্বে—[সম্ + √ধন্ব্ (ছুটে চলা) লিট্ এ] ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। কাকে? দুহিতাকে। পরম দেবতার সঙ্কল্প ও শক্তিপাতের বর্ণনা।

উন্মুখ আধারে ফোটে যখন উষার আলো, শক্তিপাতের অবন্ধ্য সংবেগ জাগে পরমদেবতার অন্তরে। রাগারুণ চিত্তের কৌমারী-শুচিতায় চিদ্বীজ নিক্ষেপ করেন তিনি, সত্তার গভীরে জন্ম নেয় এক আলোর শিশু। অনৃতকে শাসন করে সে-শিশু আধারে আনে ঋতের ছন্দ, ধ্যানচেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও জ্যোতিষ্মান্ করে' অন্তরের উৎসর্গকে সে বয়ে নেয় পরম দেবতার পানে :

প্রশাস্তা তিনি, উৎসর্গ-ভাবনার বাহন, —দুহিতার পুত্রত্বকে স্বীকার করলেন ;

জানেন তিনি ঋতের রহস্য, ধ্যানচেতনাকে করেন প্রদীপ্ত।

তাঁর আবির্ভাব, —পিতা যখন আধারে দুহিতার গর্ভাধান নিষ্পন্ন করতে

তার পানে চিত্তের শক্তি নিয়ে ছুটে গেলেন।।

২

ন জাময়ে তান্বো রিক্থম্ আরৈক্
চকার গর্ভং সনিতুর্ নিধানম্।
যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিম্
অন্যঃ কর্তা সুকৃতোর্ অন্য ঋন্ধন্।।

এই ঋকটিতে দায়ভাগের কথা আছে বলে যাস্ক মনে করেন (নি. ৩।৬ ; সা. দ্র.)। দায়ভাগের আভাস থাকা অসম্ভব নয়। আমি সহজ অর্থই দিচ্ছি।

জাময়ে— [√ জন্ || জা (জন্মালেই) + মি + (ঙ, একসঙ্গে জন্মায় যে] ভাই বা বোন, আত্মীয়। 'তন্ব' বা তনূনপাতের 'জামি' হলেন 'নরাশংস'। তু. 'নরাশংসো ভবতি যদ্ বিজায়তে (৩।২৯।১১) ; নরাশংসের বিশেষ জন্মের কথা এখানে (জন্ ধাতুর প্রয়োগ লক্ষণীয় ; তু. 'বিজা')।

তান্বঃ— [পুংলিঙ্গ জাতিবাচক বিশেষ্যরূপে একক প্রয়োগ। আর একটি প্রয়োগমাত্র আছে নামবাচক বিশেষ্যরূপে, দানস্তুতিতে (১০।৯৩।১৫) ; সুতরাং শব্দটি নিতান্ত অপরিচিত নয়, নামটি যে দেবতাবাচক তাও অনুমেয়। তু. 'তান্বা' = তান্বানি ৯।১৪।৪, ৭৮।১।] তনু হতে উৎপন্ন, তনুর অপত্য, 'তনূনপাৎ'। তু. 'তনূনপাদ উচ্যতে গর্ভ আসুরঃ (৩।২৯।১১) ; সুতরাং 'তান্ব' দ্যুলোকের চিদ্‌বীজ বা জীবসত্ত্ব। পরের চরণ দ্র.।

ন রিক্‌থম্ আরৈক্— [ধাত্বর্থক কর্মের প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'রিক্‌থ' ধন (নিঘ. ২।১০) ; শব্দটির আর প্রয়োগ নাই, কিন্তু একই ধাতু হতে উৎপন্ন 'রেক্‌ণঃ' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। 'আরৈক্'—√ রিচ্ (ত্যাগ করা, দেওয়া, ছাড়িয়ে দেওয়া) + লুঙ্ দ্। অনন্য প্রয়োগ 'যোনিমারৈক', 'পন্থানমারৈক্'।] যা দেবার তা দিলেন না। তনূনপাৎ নরাশংসকে কী দিলেন না? নিজের ভাব বা কর্ম। চতুর্থ চরণে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে। মোট কথা তনূনপাৎ ও নরাশংস একই চিদগ্নির দুটি রূপ হয়েও গুণে ও কর্মে আলাদা।

গর্ভং নিধানং চকার— [= গর্ভস্য নিধানং চকার। 'নিধান' শব্দের অনন্য প্রয়োগ 'রথস্য নিধানং' ৩।৫৩।৫, ৬, 'শফানাং নিধানা' ১।১৬৩।৫, (এখানে 'সনিতুর্নিধানা' এই বাক্যাংশও পাওয়া যায়)। সুতরাং 'গর্ভং নিধানং' = 'গর্ভস্য নিধানং'] বীজকে গভীরে স্থাপিত করলেন। কার বীজ?

সনিতুঃ— [√ সন্ (ছিনিয়ে আনা, জিনে আনা + তৃচ + ঙসি] 'সর্বজয়ী, বিশ্বজিৎ, অথবা আঁধারের বুক থেকে আলো ছিনিয়ে আনেন যিনি। দেবশক্তির সাধারণ বর্ণনা। এখানে দ্যুলোক বা পরমদেবতাই সনিতা। ৩।২৯।১১ ঋকে তাঁকে বলা হয়েছে 'অসুর'। তনূনপাৎ এই পরমদেবতার বীজকে আধারের গভীরে নিহিত করেছেন ; তিনিই 'গর্ভ আসুরঃ'।

মাতরঃ— 'অপ্'-এরা বা প্রাণশক্তিরা, যারা কখনও চিদগ্নির বোন, কখনও বা মা, দ্র. ৩।১।৭ ।

বহ্নিম্— একই অগ্নি, কিন্তু তাঁর দুটি বিভূতি—তনূনপাৎ ও নরাশংসরূপে। এই 'বহ্নির' সঙ্গে তু. পূর্ব ঋকের 'শাসদ্‌বহ্নি'।

অন্যঃ কর্তা সুকৃতোঃ— ['সুকৃতু' + ঙস্। 'কৃতু'র প্রয়োগ অনন্য ; সাধারণ রূপ 'কৃত' বা 'ক্রতু'। এখানে 'সুকৃতু' = সুকৃত।] একজন পুণ্যকর্মের কর্তা। তনূনপাৎ সাধক, তিনি তনুর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। অতএব তিনি প্রকৃতি-স্থ পুরুষ। অপ্রাকৃত পুরুষ যিনি, তিনি নরাশংস, তিনি অন্যঃ ঋন্ধন্।

অন্যঃ ঋন্ধন্— তনূনপাৎ থেকে গুণে ও কর্মে আলাদা। তনূনপাৎ 'প্রজ্ঞা', তিনি 'বিজা' (তু. ৩।৫।১১) আধারকে ঋদ্ধ করা বা চিন্ময়রূপে সিদ্ধ করা তাঁর কাজ।

বিশ্বপ্রাণ হতে প্রজাত এবং তারই মর্মরসে পুষ্ট চিদগ্নির দুটি রূপ এই আধারে। একরূপে তিনি 'তনূনপাৎ' জড়িয়ে আছেন তনুর সঙ্গে, পরমপুরুষের চিদ্বীজকে তিনিই ধরে রেখেছেন আধারের গভীরে। আর একরূপে তিনি 'নরাশংস'; তনূনপাতের গুণ বা কর্মের ভাগ তিনি পাননি। তনূনপাৎ উৎসর্গভাবনার নিত্য-সাধক—অনুভবের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে চলছে তাঁর আলোর তপস্যা; আর নরাশংস নিত্যসিদ্ধির সহজ মহিমা—আধারকে অনায়াসে চিন্ময় করাই তাঁর ব্রত :

আপনজনকে তনূনপাৎ কিছুই যে দিলেন না,
শুধু সর্বজিৎ পুরুষের বীজকে করলেন আধারে নিহিত।
যখন মায়েরা জন্ম দিলেন বহ্নিকে,
তাঁর একটি রূপ কর্তা হল সুকৃতের, আর-একটি আনল সহজ ঋদ্ধি।।

৩

অগ্নির্ জজ্ঞে জুহ্বা রেজমানো
মহস্ পুত্রাঁ অরুষস্য প্রযক্ষে।
মহান্ গর্ভঃ মহি আ জাতম্ এষাং
মহী প্রবৃদ্ ধর্যশ্বস্য যজ্ঞৈঃ

জুহ্বা— [জুহূ + টা ; জুহূ < √ হূ (ডাকা) : জিহ্বা, অগ্নির শিখা ; দেবহূতি। আগুনের শিখা কেঁপে-কেঁপে দেবতাকে ডাকছে।] শিখায়, জ্বালায়। এই অর্থই বেশী আসে। তু. ১।৬১।৫।

মহঃ পুত্রান্— বিরাট শিশুদিগকে। শিখারাই শিশু।

অরুষস্য— চঞ্চল দেবতার, অগ্নির। বিশেষণটি অগ্নির বেলাতেই বেশী।

প্রযক্ষে— [তু. ৩।৭।১। 'প্রযাজ' দিয়ে আরম্ভ, 'অনুযাজ' দিয়ে শেষ ; সুতরাং 'প্র' এখানে ধারাবাহিকতা ; তু. 'প্রচেতাঃ'] অগ্নিশিখাদিগকে অবিচ্ছেদ সাধনায় ব্যাপৃত রাখতে। অগ্নিশিখা অনির্বাণ হয়, এই উদ্দেশ্যে।

মহান্ গর্ভঃ, মহি আ জাতম্—যেমন অপূর্ব তাদের বীজ, তেমনি বিপুল তাদের ছড়িয়ে পড়া। একটি স্ফুলিঙ্গ হতে আগুন জন্মে ছড়িয়ে পড়ে আধারের সর্বত্র। তারই ফলে ইন্দ্রের মহীপ্রবৃৎ।

মহী প্রবৃৎ—অপরূপ যাত্রারম্ভ। ['প্রবৃৎ' শব্দটি অনন্য ; একমাত্র সগোত্র শব্দ 'প্রবর্তমানকঃ' ১।১৯১।১৬] শিরায় আগুন ছড়িয়ে পড়বার পর বজ্রসত্ত্বের কাজ শুরু হয় উৎসর্গসাধনাকে আশ্রয় করে।

অভীপ্সার আগুন জ্বলে উঠ্ল অন্তরে, দেবহূতি শিখা তার কেঁপে উঠল দ্যুলোকের পানে। ঋতের পথিক ঐ একটি শিখা হতে সরীসৃপ্ত আরও কত শিখা ছড়িয়ে পড়ছে আধারময়। তাদের অভিসারকে অবিচ্ছেদ করেছে ঐ একটি মৌলশিখার আকূতি। সুদুর্দর্শ একটি স্ফুলিঙ্গ হতে কি অদ্ভুত তাদের ছড়িয়ে পড়া চেতনার শিরায়-উপশিরায়। এমনি করেই উৎসর্গের সাধনা হয় অতন্দ্র, আর ঐন্দ্রী-চেতনার উত্তরবাহিনী বজ্রশক্তির অভিযান হয় শুরু :

অগ্নি জন্মালেন, —উতলা শিখায় কাঁপতে-কাঁপতে ;

অনেকপুত্র, সে চঞ্চল দেবতার, তাদের সাধনাকে করতে চান তিনি অবিচ্ছেদ।

অপরূপ এদের বীজ, অপরূপ ছড়িয়ে পড়া এদের :

ইন্দ্রের অপরূপ যাত্রা শুরু সোনার ঘোড়ায়—উৎসর্গের নিরন্ত প্রেষণায়।।

৪

অভি জৈত্রীর্ অসচন্ত স্পৃধান্
মহি জ্যোতিস্ তমসো নির্ অজানন্।
তং জানতীঃ প্রত্যুদ আয়ন্ উষাসঃ
পতির গবাম্ অভবদ্ এক ইন্দ্রঃ।।

জৈত্রীঃ— [তু. 'জৈত্রীং সাতিং' ১।১১১।৩ ; জৈত্রং রথং ১।১০২।৩, ৫, ১০।১০৩।৫ 'জৈত্রং ক্রতুং' ১০।৩৬।১০ ; জয়শ্রী ৮।১৫।৩, ১৩ ; জৈত্র (ইন্দ্রঃ) ৯।১১১।৩] বিজয়িনীরা। কারা?। তৃতীয় চরণের উষারা। আঁধারের 'পরে ইন্দ্রের জয় উষারই জয়। ইন্দ্র সচেষ্ট, উষা সহজ। কঠিনকে সহজ করাই সিদ্ধি।

নির্ অজানন্— আড়াল ঘুচিয়ে জানতে পারলেন, আবিষ্কার করলেন (উষারা)।

তং জানতীঃ— তাঁকে অর্থাৎ তিমিরবিদার ইন্দ্রকে আগে থেকেই জানতে পেরে। আঁধার যে থাকবে না, এ-সম্বন্ধে উষারা নিঃসংশয়। প্রাতিভসংবিতের এই রীতি।

গবাং পতিঃ— কিরণমালার অধীশ্বর, আদিত্যরূপী ইন্দ্র।

বজ্রসত্ত্ব আলোর দেবতা, আদিত্যদীপ্তির আশ্বাস তিনি। আঁধারের সঙ্গে নিত্য সংগ্রাম তাঁর আধারে। আমাদের প্রাতিভচেতনা জানে, এ আঁধার থাকবে না ; তাই বিজয়ের গভীর আশ্বাস নিয়ে বজ্রসত্ত্বকে সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। সে জেনেছে, আঁধারের ঢাকা দীর্ণ করে বিপুল জ্যোতির আবির্ভাব সুনিশ্চিত। আলোর দেবতাকে সে জানে বলেই তাঁর জয়শ্রীকে অভিনন্দিত করতে তার কুণ্ঠা নাই। ... আঁধার ভেঙ্গে পড়ল : বজ্রসত্ত্বের আদিত্যদ্যুতি সহস্র রশ্মিতে ছড়িয়ে পড়ল :

ছুটে এল বিজয়িনীরা, জড়িয়ে ধরল যুযুৎসুকে :

মহাজ্যোতিকে তমিস্রার গহন হতে জানল তারা।

তাঁকে জেনে তাঁর অভিনন্দনে ছুটে এল উষারা :

কিরণমালার অধীশ্বর হলেন একা ইন্দ্র।।

৫

বীলৌ সতী অভি ধীরা অতৃন্দন্

প্রাচা হহিন্বন্ মনসা সপ্ত বিপ্রাঃ।

বিশ্বাম্ অবিন্দন্ পথ্যাম্ ঋতস্য

প্রজানন্ন্ ইৎ তা নমসা বিবেশ।।

বীলৌ— [বীকু + ভি] কঠিনের মাঝে, পাষাণগহনে। চিত্রাণী নাড়ীতে আলো অবরুদ্ধ হয়ে আছে। বজ্রের ঘায়ে আড়াল ভেঙ্গে তাকে মুক্তি দিতে হবে। সাধনার এই অংশটুকুই সব চেয়ে কঠিন। শুধু অভীপ্সার আগুন থাকলে হবে না, চাই বৃত্রঘাতী বজ্রের তেজ।

ধীরাঃ— ধ্যানীরা। ঐতিহাসিক কথার জন্য সা. দ্র:। একাগ্রভাবনার সংবেগই বজ্র।

অভি অতৃন্দন্— [অভি + √ তৃদ্ (বিদ্ধকরা, বিদীর্ণ করা) + লঙ্ অন্] অন্তর্গূঢ় চিজ্জ্যোতিকে আবিষ্কার করতে আঁধারের প্রাচীরকে দীর্ণ করলেন।

প্রাচা মনসা— জ্যোতিরভিমুখী চেতনা নিয়ে।

অহিন্বন্— [√ হি (প্রেরণা দেওয়া, তাড়িয়ে নেওয়া + লঙ্ অন্] নিষ্কাশিত করলেন।

সপ্ত বিপ্রাঃ— সাতটি উতলা সাধক। ইতিহাস মতে সাতজন অঙ্গিরা। অধ্যাত্ম

দৃষ্টিতে সাতটি প্রাণ। এক-একটি প্রাণ এক-একটি কুণ্ডলীকে বিদীর্ণ করছে।

ঋতস্য পথ্যাম্— ঋতের পথ, যার নাম 'অধ্বর মার্গ'। শক্তি মূলাধার থেকে সোজা ওঠেনি, এক-এক ভূমিতে গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়েছে। যেখানে কুণ্ডলী, সেইখানেই একটি ভুবন। তার মায়ায় আটকে সাধকের অনেকদিন অমনি কেটে যায়। সব গাঁট খুলে রাস্তা সরল করতে পারলে তবে রাজার ছেলের মত সাতমহলে সোজা আনাগোনা করা চলে।

প্রজানন্— প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখে। এ-দৃষ্টি কার? সায়ণ বলেন, ইন্দ্রের। অঙ্গিরারা পাহাড় ভাঙলেন, আলো-কে মুক্তি দিলেন, আনাগোনার পথকে নিগ্রন্থ করলেন। তাদের এই সব কাজ 'তা' পরমাত্মার অতন্দ্র দৃষ্টিকে এড়ায়নি। তাঁর প্রজ্ঞান এবং আবেশ দুইই ছিল এসবের মূলে।

নমসা আবিবেশ— নুয়ে পড়ে আবিষ্ট হলেন। দেবতা উপরে, সাধক নীচে ; তবুও দেবতা ভালবাসায় আনত হয়ে তাকে স্পর্শ করেন।

উষার আলো অবরুদ্ধ হয়ে আছে অচিতির পাষাণকারার অন্তরালে। ধ্যানীর অতন্দ্র ভাবনার বজ্রশিখা তার আড়াল ভাঙ্‌ল ; সাতটি গ্রন্থিতে বন্দিনী আলোর অপ্সরাদের মুক্তি দিল সাতটি উতলা প্রাণের তিমির-বিদার অভীপ্সা। মেরুবাহিনী ঋতম্ভরা চেতনার পথ উন্মুক্ত হল দ্যুলোক আর পৃথিবীর মাঝে : যজমানের একাগ্র সাধনার 'পরে ওপার হতে নেমে এল দেবতার শুভ্র আশ্বাস ; তাঁর অনিমেষ প্রজ্ঞার বৈদ্যুতী :

দুর্ভেদ গহনে ছিল আলোকবালারা ; তাদের আবিষ্কার করতে ধ্যানীরা দীর্ণ করলেন

পাষাণ প্রাচীর—

জ্যোতির্মুখ চেতনা দিয়ে তাদের নিষ্কাসিত করলেন সাতটি উতলা সাধক।

তাঁরা খুঁজে পেলেন সারাটি পথ ঋতচেতনার ;

প্রজ্ঞায় দীপ্ত ক'রে এই সাধনাকে দেবতা নেমে এসে আবিষ্ট হলেন তার মাঝে।।

৬

বিদদ্ যদী সরমা রুগ্ণম্ অদ্রের
মহি পাথঃ পূর্ব্যং সধ্র্যক্ কঃ।
অগ্রং নয়ৎ সুপদ্য অক্ষরাণাম্
অচ্ছা রবং প্রথমা জানতী গাৎ।।

সরমা— [< √ সৃ (বয়ে চলা), 'সরমা সরণাৎ' (নি. ১১।২৪) ; তু. 'সলিল' প্রাণের চঞ্চল ধারা, বহুবচনে প্রাণ সমুদ্র: গৌরী র্মিম সলিলানি তক্ষন্ (১।১৬৪।৪১)] দেবশুনী, পণিদের কাছে ইন্দ্রের দূতী। আলো পাষাণকারায় বন্দিনী ছিল, সরমা তাকে খুঁজে বের করল। উষার আর এক নাম 'সরণ্যু', ভোরবেলা অন্ধকারের পরে আলোর নিঃশব্দ প্লাবনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আলো জাগে, সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও জাগে। 'শ্বা' বা কুকুরের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক আছে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল, আবার ঘ্রাণ বা নিঃশ্বাসই প্রাণ ; অতএব কুকুর প্রাণের প্রতীক। যমের দ্বাররক্ষী দুটি কুকুর, তারা সরমারই সন্তান। এ-দুটি কুকুর শ্বাস-প্রশ্বাস হওয়া অসম্ভব নয়। মৃত্যু প্রাণের অধিপতি, মৃত্যুই অমৃতপ্রাণ, এ-ভাবের আভাস কঠোপনিষদের যম-নচিকেতার কাহিনীতে মেলে।...অসারের বুকে সাড়া জাগায় সরমা, সুতরাং সে প্রাণ আর চেতনা দুইই। দুটিকে আলাদা করা কি সম্ভব?

অদ্রেঃ রুগ্ণম্— কঠিন পাষাণের ফাটল। 'রুগণ্' [< √ রুজ্ (ভাঙা, বিদীর্ণ করা)] শব্দের প্রয়োগ অনন্য। ধী বৃত্তির একাগ্রতায় অচিতির আবরণে যেন চিড় পড়ে, তখন গভীরের আলোর একটুখানি আভাস পাওয়া যায়। সরমা বা প্রবুদ্ধ প্রাণচেতনা তাই পেল।

পাথঃ— [< √ পা (রক্ষা করা) ; তু. বিষ্ণু-র্গোপা পরমং পাতি পাথঃ (৩।৫৫।১০), বায়ুর্ন পাথঃ পরিপাসি সদ্যঃ, (৭।৫।৭)। দেবানাং

পাথঃ (২।৩।৯, ৩।৮।৯, ৭।৪৭।৩, ১০।৭০।৯, ১০ ; ১০।১১০।১০) উষাদের 'পাথঃ' ১।১১৩।৮। বিষ্ণোঃ প্রিয়ং পাথঃ ১।১৫৪।৫ ; ইন্দ্রাপূষ্ণোঃ প্রিয়ং পাথঃ ১।১৬২।২। ধ্বস্মন্বৎ পাথঃ ৭।৪।৯। এইগুলি থেকে মনে হয় দেবতার জ্যোতির্ময় ধামই 'পাথঃ' —যা আমাদের পরম শরণ। কিন্তু উপ পাথো দেবেভ্যঃ সৃজ ১।১৮৮।১০ ; নদীনাং পাথঃ ৭।৩৪।১০ ; শ্যেনো নদীয়ন্ অন্বেতি পাথঃ ৭।৬৩।৫ ; এসব জায়গায় মনে হয় 'পাথঃ' = জ্যোতিঃপথ। 'পাথ্যঃ' সংজ্ঞাবাচী ৬।১৬।১৫, অর্থ 'দেবপ্রসাদ' হতে পারে।] দিব্য ধামের জ্যোতির্মণ্ডল, আলোর ছটা। তা নিত্য (পূর্ব্যং) এবং বিশাল (মহি)।

সধ্র্যক্ কঃ— [সধ্রি (একসঙ্গে) + √ অঞ্চ্ (চলা) = সধ্র্যক্ (কেন্দ্রীভূত) ; 'কঃ'— √ কৃ + লুঙ্ স্] দেবতার বিপুল নিত্য জ্যোতিকে কেন্দ্রীভূত করেছ। অন্তরে জেগে উঠল যে চিদ্‌ঘন বিন্দু, তা 'বৃহৎ জ্যোতিরই ঘনভাব।

অক্ষরাণাম্ অগ্রং নয়ৎ— অক্ষর জ্যোতিঃসমূহের অগ্রভাগকে চালনা করল সরমা অর্থাৎ তাদের আগে আগে চলল। 'অক্ষরা' মহাশক্তি বা বাক্ [তু. অক্ষরা সহস্রিণী ৭।১৫।৯ ; 'চরন্তী অক্ষরা' ৭।৩৬।৭, তু. ৭।১।১৪ 'সহস্রপাথা অক্ষরা (৩য়া)' 'অক্ষরের' ১।৩৪।৪]। বহুবচনে প্রয়োগ অনন্য। এই বাক্ 'বৃহতী'। বৃহস্পতি বা বাচস্পতি বাগ্‌বাদিনী মহাশক্তির অধিষ্ঠাতা। সরমা যেমন অবরুদ্ধ গোযূথকে মুক্ত করল, তেমনি বৃহস্পতিও করেছেন, একথা অন্যত্র আছে [দ্র. ১।৬২।৩]। গো = আলো, বাক্, জ্যোতিঃশক্তি। এখানে অন্তরের চিদ্‌বৃত্তি। তারা সরমার বা প্রাতিভসংবিতের অনুসরণ করছে।

সুপদী— স্বচ্ছন্দচারিণী হয়ে।

রবম্ অচ্ছ— গাভীর হাম্বারবের পানে। আলোকের প্রতীক গাভী ; আবার গাভী হাম্বারবও করে। এমনি করে সুকৌশলে জ্যোতি আর নাদ দুটি তত্ত্বকে মিলিয়ে দেওয়া হল। 'স্বর্': জ্যোতি এবং শব্দ দুইই। বৃহৎকে আমরা

দেখি, স্পর্শ করি এবং শুনি ; চক্ষুঃ প্রাণ এবং কর্ণ এই তিনটি ব্রহ্মের দ্বারপাল।

প্রথমা জানতী— সরমাই সবার আগে আলোর শব্দ শুনতে পেল। অব্যক্ত জ্যোতির প্রথম গুঞ্জরণ ধরা পড়ে প্রাতিভসংবিতে বা বোধিচেতনায়।

অভেদ্য আঁধারের পাষাণ-প্রাচীরে প্রাতিভ-সংবিৎ আঘাত হানছে বারে-বারে। অবশেষে এক ক্ষীণ বিদাররেখা দেখা দিল তার মধ্যে, চেতনার গভীর গুহায় শোনা গেল অলখ-আলোকের অস্ফুট গুঞ্জরণ। শোনা গেল এই প্রথম। প্রাণচেতনা উতলা হয়ে উঠল, ছুটে গেল ঐ অনাহত ধ্বনির পানে। উর্ধ্বে দেবতার নিত্যদীপ্তির বিপুল ছটা ; তার শক্তিকে সে কেন্দ্রীভূত করল আধারের মর্মবিন্দুতে। তারপর অনায়াসে চিৎশক্তির ক্ষয়হীন পসরাকে উৎসারিত করল ঐ গভীর হতে :

খুঁজে পেল যখন 'সরমা' ঐ বিদাররেখা পাষাণকারার,
নিত্য বিপুল আলোর ছটাকে কেন্দ্রীভূত করল সে।
আগে চল্‌ল সে স্বচ্ছন্দচারিণী হয়ে অক্ষরাদের :
হাম্বা-রবের পানে ছুটে গেল—সবার প্রথমে তা শুনতে পেয়ে।।

৭

অগচ্ছদ্ উ বিপ্রতমঃ সখীয়ন্
অসূদয়ৎ সুকৃতে গর্ভম্ অদ্রিঃ।
সসান মর্যো যুববির্ মখস্যন্
অথা ঽভবদ্ অঙ্গিরাঃ সদ্যো অর্চন্।।

বিপ্রতমঃ— লক্ষ্য ইন্দ্র। [তু. 'ত্বামাহু র্বিপ্রতমং কবীনাম্ (১০।১১২।৯)। শব্দটির এই দুটি মাত্র প্রয়োগ। উভয়ত্র ইন্দ্রকে বোঝাচ্ছে]। সাধক ভাবাবেগে 'বিপ্র', ভাবাবেগ চরমে উঠলে 'বিপ্রতম'। তখনই ইন্দ্রশক্তির প্রকাশ ঘটে চেতনায়। সাধকের ভাব উপচরিত হল দেবতায়—এমন অনেক উদাহরণ আছে।

সখীয়ন্— [সখি + ক্যচ্ + শতৃ + সু] সখ্যকামী। দেবতা আমাদের সখ্য চান [তু. পুরোহা সখীয়ন্ (ইন্দ্রঃ) ৬।৩২।৩] আমরাও তাঁর সখ্য চাই। দেবতার সঙ্গে সমানে-সমানে এই সম্পর্ক থেকে সাযুজ্যের আদর্শ ; তাই উপনিষদের জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ।

অসূদয়ৎ— [< √ সূদয় < সূদ্ || স্বদ্ (স্বাদুকরা, মিষ্ট করা ; রান্না করা, তু. 'সূদ' পাচক ; তু. Lat. Swavis < Swádwi 'Sweet, pleasant ; Gk. Ledus < Swadu 'Sweet', Goth. Suts. O.H.G. Suozi]। সুস্বাদু করণ, সুরসাল করণ। কাকে?

গর্ভম্— চিজ্জ্যোতির ভ্রূণকে। পাষাণকারার অন্তরালে যে-আলো বন্দী হয়ে ছিল, তা আনন্দ হয়ে ফুটল।

সুকৃতে— [সুকৃৎ + ঙে] কল্যাণকৃৎ ইন্দ্রের জন্য। আঁধার চিরে আলোকে বের করে আনাই ইন্দ্রের কল্যাণকর্ম।

অদ্রিঃ— [দ্র. পূর্ব ঋক্] অচিত্তির দুর্ভেদ্য পাষাণদুর্গ।

সসান— [√ সন্ (অধিকার করা, ছিনিয়ে আনা) + লিট্ আ] গভীরের আনন্দদীপ্তিকে অধিকার করলেন—অন্ধকারার কবল হতে তাকে উদ্ধার করে'।

মর্যঃ— [√ মর্ (ঝক্ ঝক্ করা ; তু. ME mor-wen Eng. morn ; 'মরুৎ' আলো-ঝলমল প্রাণের দেবতা) + য] আলোর দেবতা। যৌবনের দীপ্তি আছে বলে তরুণও 'মর্য' [তু. 'মর্যো ন দেবাম্, ...]

যুবভিঃ— যুবাদের সঙ্গে। এই যুবারা মরুদ্‌গণ—ইন্দ্রের নিত্যসঙ্গী। অদ্রির বাধা চূর্ণ হলে তার প্রাণের আলো চারদিকে উপচে পড়ে। আলোর

তরঙ্গের পর তরঙ্গ জীবনকে তখন প্লাবিত করে ; তাই মরুতের অভিযান।

মখস্যন্— ['মখস্' (শক্তি, বীর্য ; তু. Lat. machina 'military engine' ; Gk. mekh (OS) 'contrivance' ; Goth magan 'to be able' O.E. meaht 'power', Eng. may, might) + য + শতৃ। 'তিস্রো বাজে মখস্যুবঃ' ৯।৫০।২ ; 'বাচস্পতিমর্খস্যতে' ৯।১০১।৫; 'ত্বং জখন্থ নমুচিং মখস্যুম্' ১০।৭৩।৭] বীর্য প্রকাশ করে।

অঙ্গিরাঃ— [তু. Lat. angelus < Gk. aggelos á messenger ; Gk., åggaros. Persian messenger] আগুনের ঋষি। উষার আলোতে ফুটল বজ্রদীপ্তি, ভাঙ্‌ল অন্ধকারা—প্রবুদ্ধ সাধক তা প্রত্যক্ষ করলেন।

অর্চন— স্তুতিমুখর।

ভাববিহ্বল-চেতনা আগুনের শিখার মত কেঁপে-কেঁপে দ্যুলোককে স্পর্শ করে যখন, তখনই ঘটে তার দিব্য রূপান্তর। আমারই প্রেমের ভিখারী হয়ে দেবতা নেমে আসেন এই আধারে, সত্তার গহনে অবিদ্যার পাষাণী অন্ধতার পানে ছুটে যান তিনি। তাঁর ছোঁয়ায় পাষাণগ্রন্থি এলিয়ে পড়ে, গভীরের আলো আনন্দে ঝলমল করে ওঠে, — এই তার কল্যাণী কীর্তি। আলোর দেবতা তিনি—চিন্ময় প্রাণের তারুণ্য তাঁর নিত্য-সঙ্গী। তাঁর অধৃষ্য বীর্য ছিনিয়ে এনেছে আলোর সম্পদ্। তাইতে অগ্নিসামে সহসা মুখর হয়ে উঠ্‌ল প্রবুদ্ধ সাধকের কণ্ঠ :

ছুটে গেলেন পাষাণ কারার পানে 'বিপ্রতম' ইন্দ্র—ভক্ত-প্রেমের ভিখারী :

কমনীয় করল কল্যাণকর্মার তরে আলোর ভ্রূণকে আঁধার-পাষাণ।

আলোকে ছিনিয়ে নিলেন আলোর দেবতা সখাদের সহায়ে—দিয়ে বীর্যের পরিচয়;

তাইতে হল অগ্নিসাধক সদ্য সঙ্গীতমুখর।।

৮

সতঃ-সতঃ প্রতিমানং পুরোভূর্
বিশ্বা বেদ জনিমা হন্তি শুষ্ণম্।
প্র ণো দিবঃ পদবীর্ গব্যুর্ অর্চন্ত্
সখা সখীঁর্ অমুঞ্চৎ নির্ অবদ্যাৎ।।

সতঃ-সতঃ— [অনন্য প্রয়োগ] যা-কিছু আছে তার, নিখিল সত্তার।

প্রতিমানম্— [প্রতিমানং বুভূষণ্ বৃত্রঃ ১।৩২।৭ ; চকৃষে ভূমিং প্রতিমানম্ ওজসঃ (ইন্দ্র) ১।৫২।১২ ; ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যাঃ ১৩ ; অকল্প ইন্দ্রঃ প্রতিমানম্ ওজসা ১।১০২।৬ ; ত্রিবিস্টি ধাতু প্রতিমানম্ ওজসঃ ৮ ; যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব (ইন্দ্র) ২।১২।৯ ; নহি নু অস্য প্রতিমানম্ অস্তি (ইন্দ্র) ৪।১৮।৪ ; নাস্য শত্রু র্ন প্রতিমানম্ অস্তি (ইন্দ্র) ৬।১৮।১২ ; ইন্দ্রো দিবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যাঃ ১০।১১১।৫ ; বিদদ্ দাসায় প্রতিমানম্ আর্যঃ ১০।১৩৮।৩ ; যাকে সামনে রেখে মাপা যায়, তুল্যতন, আদর্শ, প্রতিস্পর্ধী] আদর্শভূত। তু. গীতা, যা-কিছু ভাল, তা আমারই বিভূতি। যা-কিছু আছে জগতে, ইন্দ্র তার চরমোৎকর্ষ। [শব্দটি অজহল্লিঙ্গ : তু., 'প্রমাণম্'] ।

পুরোভূঃ— [অনন্য প্রয়োগ] সবার আগে আছেন তিনি। তু. নৈনদ্ দেবাঃ প্রাপ্নুবন্ পূর্বম্ অর্ষৎ (ঈশ.শ্লোঃ ৪)। ইন্দ্র বিশ্বোত্তীর্ণ।

বিশ্বা জনিমা বেদ— [= বিশ্বানি জনিমানি বেদ] সমস্ত জন্মের খবর রাখেন তিনি, তিনি 'জাতবেদা'। ভূতজন্ম বারবার ; কিন্তু সাধকের জন্ম তিনবার। একবার মাতৃগর্ভ হতে পৃথিবীর কোলে, আর-একবার দ্বিজ হয়ে জন্মানো সাবিত্রীর কোলে ব্রহ্মচারীরূপে, অবশেষে দ্যুলোকে দেবজন্ম। তু. 'বিশ্বা বেদ সবনা হন্তি শুষ্ণম্' ১০।১১১।৫।

হন্তি শুষ্ণম্— 'শুষ্ণ' সব-কিছু শুষে নেয়, অনাবৃষ্টি ; চিত্তের নীরসতা, নিষ্প্রাণতা। ইন্দ্র জাগান রসচেতনা, বজ্রের তেজ।

পদবীঃ— [পদবীঃ কবীনাম্ (অগ্নি) ৩।৫।১, অভীক আসাং পদবীরবোধি ৩।৫৬।৪ ; পদবীরদব্ধঃ ৭।৩৬।২ ; পদবীঃ কবীনাং (সোম) ৯।৯৬।৬, ১৮। পদপাঠঃ 'পদ-বী'] চরমে পৌঁছন যিনি, দিশারী। ইন্দ্র আলোর দিশারী। (দিবঃ পদবীঃ)।

গব্যুঃ— [তু. অশ্বয়ুর্গব্যূরথয়ুর্বসুয়ু: ১।৫১।১৪ । গো + য + উ] গবেষক, আলো খোঁজেন যিনি।

প্র অর্চন্— সঙ্গীতমুখর হয়ে ; অথবা অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠে। তু. 'অর্চন্ননু স্বারাজ্যম্'।

নির্ অমুঞ্চৎ— নির্মুক্ত করলেন। ইন্দ্র মুক্তিদাতা। অসৎ হতে, তমঃ হতে, মৃত্যু হতে তিনি আমাদের নিয়ে যান সত্যে, জ্যোতিতে, অমৃতে। এই ঋকেই তিনি ' শতঃ প্রতিমানম্', তিনি 'দিবঃ পদবীঃ'।

অবদ্যাৎ— যার কথা বলা যায় না এমন অশুভ হতে। এই অবদ্য হল অসত্য, তমঃ এবং মৃত্যু। তার বিপরীত হল সৎ, চিৎ এবং অমৃত বা আনন্দ। [অমৃত = প্রাণ = আনন্দ। সৎ আর চিৎ = আকাশ। আকাশ এবং প্রাণই ব্রহ্ম]।

বজ্রসত্ত্বই পরমার্থসৎ—এ-জগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর বিভূতি, তিনিই সবার অধিষ্ঠান। উত্তরায়ণের পর্বে-পর্বে আমাদের যে নতুন জন্ম, তিনিই তাদের সাক্ষী এবং প্রবর্তক। পথিক চিত্তে রসের ধারা যখন উজিয়ে যায়, তখন তিনিই আনেন প্রাণের প্লাবন। দেবযানের জ্যোতিঃসরণিকে তাঁর বজ্রের দীপনই আমাদের দিশারী, অচিতির অন্ধকারায় আমাদের হয়ে তিনিই খোঁজেন আলোর রেখা। বজ্রনাড়ীর গভীরে তিনিই জ্বলে ওঠেন অগ্নিশিখা হয়ে—বন্ধু হয়ে বন্ধুকে মুক্তি দেন সত্য জ্যোতিঃ আর অমৃতের অবাধ অভিযানে :

যা-কিছু আছে তার পরম তিনি, আছেন সবার আগে, —

যত জন্ম সবই জানেন, হানেন চিত্তের শুষ্কতাকে।

আমাদের দ্যুলোকের দিশারী তিনি, খোঁজেন আলো, জ্বলে ওঠেন আগুন হয়ে—

সখা তিনি সখাদের নির্মুক্ত করলেন অশিব হতে।।

৯

নি গব্যতা মনসা সেদুর্ অর্কৈঃ

কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্।

ইদং চিন্ নু সদনং ভূর্য্ এষাং

যেন মাসাঁ অসিষাসন্ন্ ঋতেন।।

গব্যতা মনসা— জ্যোতিরুন্মুখ চিত্ত নিয়ে। ['গব্যৎ'—গো + য + শতৃ] । Indologistদের কল্পনা, গো = booty, 'গোরু চুরি করে অমৃতত্ব লাভ হয়'—এ এক বিচিত্র কল্পনা বটে।

নি সেদুঃ— গভীরে ডুবল অঙ্গিরারা বা অগ্নিসাধকেরা। এমনি করেই আত্মার বিশ্বের এবং দেবতার রহস্য আবিষ্কৃত হয় যখন, তখন তার নাম হয় 'উপনিষৎ'।

অর্কৈঃ— অগ্নিমন্ত্র বা অগ্নিসাম গাইতে-গাইতে।

কৃণ্বানাসঃ— [√ কৃ + নু + শানচ্ + জস্] রচতে-রচতে।

সদনম্— গভীরে ডোবা। সমাধিযোগে নিষণ্ণ যোগীর ছবি মনে আসে।

ভূরি— নিরতিশয়, দীর্ঘব্যাপী, অবিচ্ছিন্ন।

মাসান্— [< মাস্ < √ মা (মাপা) ; তু. Lat. mensis-month ; Gk. méné

'moon', mén 'Month' ; Goth. mena moon] মাস দ্বারা উপলক্ষিত কাল। তু. 'অয়ন্ মাসা অযজ্বনাম্ অবীরাঃ' ৭।৬১।৪; অমর জীবন। মাস চন্দ্রকলাও বোঝাতে পারে।

অসিষাসন্— [√ সন্ (অধিকার করা) + স্ + লুঙ্ অন্] লাভ করল।

ঋতেন— সত্যের সাধনা দিয়ে।

যেতে হবে মৃত্যুর ওপারে, তার জন্য রচতে হবে আলোর পথ। তাই অগ্নিসাধকেরা গভীরে ডুবল। উন্মুখ চিত্ত খুঁজছে ওপারের আলোর ঝলক, অগ্নিমন্ত্রে উৎশিখ হয়েছে হৃদয়ের আকুলতা। এই-যে তাদের যোগাসন—এ অচল, অটল, অনন্তে সমাপন্ন। এই দিয়েই সত্যের অতন্দ্র সাধনায় রাত্রির গহন হতে তারা ছিনিয়ে এনেছিল অমৃতের ইন্দুকলা, তারা হয়েছিল কালজিৎ :

আলোর পিয়াসী চিত্ত নিয়ে গভীরে ডুবেছিল তারা অগ্নিমন্ত্রের অজপায়—
রচে চলেছিল তারা অমৃতত্বের সরণি।
এই-যে আজ তাদের যোগাসন—এর ব্যুত্থান নাই ;
এই দিয়ে ইন্দুকলাকে ছিনিয়ে আনল তারা সত্যের সাধনায়।।

১০

সং পশ্যমানা অমদন্ন্ অভি স্বং
পয়ঃ প্রত্নস্য রেতসো দুঘানাঃ।
বি রোদসী অতপৎ ঘোষ এষাং
জাতে নিঃষ্ঠাম্ অদধুর্ গোষু বীরান্।।

অভিসংপশ্যমানা— সেই আলোর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

স্বঃ— আপন আলো ; আত্মজ্যোতি:। পাষাণকারার অন্তরালে বন্দী ছিল আমারই আলো।

পয়ঃ— প্রাণের আপ্যায়নী ধারাঃ।

প্রত্নস্য রেতসঃ— সনাতন সৃষ্টিবীর্যের। পুরাণে তাই প্রজাপতির বীর্য, যা হতে মানস সরোবরের সৃষ্টি। প্রবুদ্ধ আধারে এই রেতঃপাতই তন্ত্রের শক্তিপাত। একটি জায়গায় মাত্র এই প্রত্ন-রেতের বর্ণনা আছে : 'আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্, পরো যদিধ্যতে দিবা'—তারপর সেই 'প্রত্ন-রেতের' জ্যোতিকে তারা দেখতে পায় জাজ্বল্যমান্, ওপারে সে জ্বলতে থাকে দিনের আলোয় (৮।৬।৩০ ; ২৮, ২৯ ঋক্ নিয়ে পুরো বর্ণনা)। আত্মদর্শনের পর পরমপুরুষের এই চিদ্‌বীর্যকেই অগ্নিসাধকেরা দোহন করে।

বি অতপৎ— প্রতপ্ত করে তুলল।

ঘোষঃ— জয়নাদ [প্র. তু. ৩।৩০।১৬] । বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর এমনি-একটা কোলাহলের বর্ণনা আছে। এই ঘোষই 'কীর্তি'। এখানে এই ঘোষ আত্মখ্যাতি—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, বেদাহম্'—শোন যত অমৃতের পুত্র, আমি পেয়েছি।

জাতে— জন্মানোর পর। কে জন্মালো ? প্রথম চরণের 'স্বঃ' বা আত্মজ্যোতিঃ।

নিঃষ্ঠাম্— [নিঃ (বাইরে) + √ স্থা (থাকা) + ০] যে বাইরে থাকে, অতএব যে পাহারা দেয়, যে সাক্ষী [তু. ব্রহ্ম 'অতি-ষ্ঠাঃ'] । এই হতেই নিষ্ঠা = অখণ্ড মনোযোগ। আত্মজ্যোতি ফুটল ; এখন তাকে অপ্রমত্ত হয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কে তার রক্ষী, তার উল্লেখ নাই। নিষ্ঠাই রক্ষী ; একথা বলা চলে। তু. উপনিষদের ব্রহ্মনিষ্ঠঃ। [শব্দটির আর-একটি মাত্র প্রয়োগ আছে—'যূথে ন নিষ্ঠা বৃষভঃ'—গরুর পানে পাহারাদার ষাঁড়ের মতন ৯।১১০।৯] ।

গোষু বীরান্— অলখের যে-আলোরা এল, তাদের মধ্যে নিহিত করল তারা আত্মবীর্য। চেতনা তাতে সমর্থ হল।

আঁধার চিরে ফুটল আলো—ফুটল প্রবুদ্ধ আত্মচেতনার প্রভাতী তারা। বিস্ফারিত দুটি নয়ন তার পানে মেলে দিয়ে আনন্দে মাতাল হল অগ্নিসাধকেরা। এই বিন্দুতে ফুটেছে সেই চিরন্তন চিদ্বীর্যের প্রভাস—সে-বীর্য নবসৃষ্টির উন্মাদনা আনবে এই আধারে। তার আপ্যায়নী ধারাকে সহস্র ধারায় দুইয়ে নিল তারা—চিন্ময় প্রাণরসে অভিষিক্ত করল দেহ-প্রাণ-মনকে। উপলব্ধির আনন্দ নির্ঘোষিত হল তাদের কণ্ঠে—দ্যুলোক-ভূলোকের উপান্তে উছলে উঠল সিদ্ধবীর্যের সন্তপন জ্বালা। যে-আত্মজ্যোতির জন্ম হল, অপ্রমত্ত নিষ্ঠা দিয়ে তাকে তারা আগলে রাখল, অলখের চেতনাতে নিহিত করল উদ্বুদ্ধ প্রাণের বীর্য :

পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের পানে নন্দিত হ'ন তারা,—

সনাতন চিদ্-বীর্যের আপ্যায়নী ধারাকে আনেন দুয়ে।

রুদ্রভূমির দুটি উপান্তকে প্রতপ্ত করল তাদের নির্ঘোষ ;

নবজাতকে নিষ্ঠাকে করল তারা নিহিত—আলোর যূথে বীর্য।

১১

স জাতেভির্ বৃত্রহা ; সেদ্ উ হব্যৈঃ,

উদ্ উস্রিয়া অসৃজদ্ ইন্দ্রঃ অর্কৈঃ।

উরূচ্য্ অস্মৈ ঘৃতবদ্ ভরন্তী

মধু স্বাদ্ম দুদুহে জেন্যা গৌঃ।।

স জাতেভিঃ বৃত্রহা— মরুতেরা জন্মালে পর ইন্দ্র হন বৃত্রঘাতী। তখন আধারে নামে আলোর ঝড়, অন্ধকার নিঃশেষে নির্মূল হয়ে যায়। ইন্দ্র-মরুদগণের যোগ সূচিত করে বজ্রের শক্তি নিয়ে চিন্ময় বিশ্বপ্রাণের আবির্ভাব। মরুতেরা এলে পরেই অমৃতের আশ্বাস ধ্রুব হয়। আমার প্রাণ যখন বিশ্বপ্রাণ, তখনই আমি অমর।

হব্যৈঃ, অর্কৈঃ— আমার আহুতিতে, আমার অগ্নিসামে। আমার সহযোগিতা ছাড়া দেবতা আধারে আলোর উন্মেষ করতে পারেন না।

উস্রিয়াঃ— আলোক-ধেনুদের।

উদ্ অসৃজৎ— উজান বইয়ে দিলেন।

উরূচী— [উরু (বিপুল হয়ে) + √ অঞ্চ্ (চলা) + ০ + ঈ ; তু. 'উর্বশী' < উরু + √ অশ্। তু. উরূচী ধেনা ১।২।৩ ; (অগ্নেঃ) উরুচী জিহ্বা ৩।৫৭।৫; শংন উরুচী ভবতু স্বধাভিঃ (মহাশক্তিঃ) ৭।৩৫।৩ ; অমতিম্ উরুচীম্ ৭।৪৫।৩] সর্বব্যাপিনী।

অস্মৈ— ইন্দ্রের জন্য। আধারে ইন্দ্রশক্তি আপ্যায়িত হচ্ছে অদিতির দ্বারা।

ঘৃতবৎ— জ্যোতির্ময় প্রাণ [তু. 'ঘৃতবৎ পয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ' ১।২২।১৪; 'পয়ো ঘৃতবৎ বিদথেষু ১।৬৪।৬ ; 'ঘৃতবৎ পদং বেঃ' ৩।৪।৬ ; 'হব্যং ঘৃতবৎ' ৩।৫৯।১, ৭।৪৭।৩ ; 'ঘৃতবৎ হবিঃ ১০।১৪।১৪ ; 'ঘৃতবৎ পয়ঃ মধুমন্নো অর্চত' ১০।৬৪।৯ ; 'ঘৃতবৎ পয়ঃ' ১০।৬৫।৮]।

জেন্যা— জয়ন্তী। 'জেন্যা যোষা' = জয়ন্তী মেয়ে, সূর্যা ১।১১৯।৫। এখানে জয়ন্তী বাক্ বা আলো (গৌঃ)। বাক্ পরমা প্রকৃতি বা ইন্দ্রমাতা অদিতি। এই অদিতিই বিশ্বমূল কামধেনু। কিরণ-যূথেরা (উস্রিয়াঃ) তাঁরই বিচ্ছুরণ। অতএব 'জেন্যা গৌঃ' = প্রধান ধেনু।

মূর্ধন্যলোকে বিশ্বপ্রাণের আলোর ঝড় বয় যখন, বজ্রসত্ত্ব তখনই হন বৃত্রঘাতী, আঁধারের মায়া নির্মূল হয় তাঁর বীর্যে। আমার আহুতি আর অগ্নিসামের ছন্দে তিনিই

তখন কিরণমালাকে উজান বইয়ে দেন। তাদের সাড়া পেয়ে লোকোত্তর হতে নেমে আসে অদিতির জয়ন্তী-দীপ্তি, পরাবাণীর জ্যোতির্ময় আশ্বাস—আধারের সকল ছেয়ে। সেই কামকলাই তখন ইন্দ্রচেতনাকে প্লাবিত করেন আলোঝলমল প্রাণের বন্যায়, তার মধ্যে নির্ঝরিত করেন অমৃতের স্বাদু নির্ঝর :

মরুতেরা জন্মালেই তিনি বৃত্রঘাতী; সেই ইন্দ্রই আমার আহুতিতে,

আমার অগ্নিসামে উজান বওয়ান কিরণধেনুদের ;

নিখিলব্যাপিনী অদিতি তাঁরই তরে জ্যোতির্ময় প্রাণের ধারা আনেন বয়ে—

অমৃতের আস্বাদ নির্ঝরিত করেন সেই জয়ন্তী কামধেনু।।

১২

পিত্রে চিচ্ চক্রুঃ সদনং সম্ অস্মৈ
মহি ত্বিষীমৎ সুকৃতো বি হি খ্যন্।
বিষ্কভ্নন্তঃ স্কম্ভনেনা জনিত্রী
আসীনা ঊর্ধ্বং রভসং বি মিন্বন্।।

পিত্রে— পিতা বলতে সাধারণত বোঝায় পরমপিতাকে। এখানে ইন্দ্রই পরমপিতা। ঋগ্বেদে ইন্দ্র পরমেশ্বর ; পুরাণের যুগে বিষ্ণু আর রুদ্রের যে-স্থান, বেদে ইন্দ্রের সেই স্থান। ইন্দ্রের বিশেষণগুলি একত্র করলে বৈদিক ঋষির ঈশ্বরানুভবের ছবিটি পাওয়া যাবে। যারা ইন্দ্রকে মানে না (অনিন্দ্রাঃ), তারা অদেবাঃ বা নাস্তিক। তারাই পরে মুনি বা বৌদ্ধ—অধ্যাত্মসাধনায় বুদ্ধিবাদী।

সদনম্— আসন। লোকোত্তর দিব্যধামে দেবতার জন্য আসন রচিত হল। সেইখানে দেবতার অনুভব সাক্ষী হয়ে রইল সমস্ত লোকব্যবহারের।

মহি ত্বিষীমৎ— তাঁর বিপুল জ্যোতির্ময় আবির্ভাবকে।

সুকৃতঃ— সাধনসম্পত্তিশালী অঙ্গিরারা।

হি বি খ্যন্— যখন দেখতে পেল। দেবতার আলো-কে দেখতে পেয়ে মূর্ধন্য চেতনায় তাকে ধারণ করল।

বিষ্কভ্নন্তঃ— [বি + স্কভ্ (ঠেকা দেওয়া) + শতৃ + জস্] ঠেকিয়ে রেখে। দ্যুলোক আর ভূলোককে আলাদা রাখা অধ্যাত্মসাধনার একটা দিক। সাংখ্যের বিবেকের মূল এইখানে।

স্কম্ভনেন— ঠেকনা দিয়ে। এই স্কম্ভন চেতনার দৃঢ় ঋজুতা। পরের চরণেই ভাবটি স্পষ্ট হয়েছে। [তু. 'রজসী অজরেভিঃ স্কম্ভনেভিঃ সমানৃচে' ১।১৬০।৪ ; অয়ং (সোমঃ) মহান্ মহতা স্কম্ভনেনোদ্ দ্যাম্ অস্তভ্ণাৎ বৃষভো মরুত্বান্ ৬।৪৭।৫ ; উপদ্যাং স্কম্ভয়ুঃ স্কম্ভনেনা (ইন্দ্রাসোমৌ) ৬।৭২।২ ; মহীং চিদ্দ্যাম্ অতনোৎ সূর্যেণ চাস্কম্ভ চিৎ কম্ভনেন স্কভীয়ান্ (ইন্দ্রঃ) ১০।১১১।৫] স্কম্ভ = স্তম্ভ = লিঙ্গ = মেরুবাহিনী ঊর্ধ্বশিখা।

জনিত্রী— বিশ্বের জনক-জননীকে। দ্যুলোক ভূলোককে।

আসীনাঃ— যোগাসনে বসে। গীতার 'সম শিরঃ কায় গ্রীব'কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঊর্ধ্বং রভসম্— ['রভস্' < √ রভ্ ‖ রহ্ ‖ রংহ ‖ লংঘ (ছুটে যাওয়া) ; আর-একটি √ রভ্ আছে = লভ, রম্ভ, লম্ভ (ধরা, স্থির থাকা)। একই ধাতুর বিপরীত অর্থ বিরল নয়] ঊর্ধ্ব স্রোত। তু. 'অগ্নিঃ অশ্বে রভস্বদভী রভস্বাঁ এহ গম্যাঃ' ১০।৩।৭। চেতনার ঊর্ধ্বস্রোতকে (তন্ত্রের ভাষায় মহাবায়ুকে বা কুণ্ডলিনীকে) দ্যুলোক বা মূর্ধন্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করল সাধকেরা।

বি মিন্বন্— [√ মি (অচল প্রতিষ্ঠ করা) + লঙ্ অন্ অল্লোকাচ্ছান্দসঃ] প্রতিষ্ঠিত করল।

অগ্নিসাধকের যোগদৃষ্টিতে ঝলমলিয়ে উঠল অলখের বিপুল প্রভাস, এতদিনের অতন্দ্র সাধনা সফল হল। এই জোতিরাকাশকেই তারা তখন ধরে রাখতে চাইল মূর্ধন্য চেতনায় প্রত্ন-পিতার নিত্য আসন রূপে। ... এই সাধকেরা স্থিতপ্রজ্ঞ, নিত্য যোগাসীন। আধারের কন্দরে যে অগ্নি-উৎস, তাকে ঊর্ধ্বস্রোতা করে' সহস্রারে প্রতিষ্ঠিত করল তারা ; পৃথিবীর অচল প্রতিষ্ঠা আর দ্যুলোকের ভাস্বর অতিষ্ঠা—দুয়ের মাঝে তাদের ঊর্ধ্ববাহিনী ঋজুচেতনা হল অগ্নিস্তম্ভের মত :

এই পরম-পিতার জন্য তারা করল আসন রচনা সুকৌশলে, —

বিপুল আলোর ছটাকে সুকর্মারা যখন দেখতে পেল ;
ঠেকিয়ে রেখে ঠেকনা দিয়ে বিশ্বের জনক আর জননীকে

আসীন থেকেই ঊর্ধ্ব স্রোতকে করল তারা প্রতিষ্ঠিত দ্যুলোকে।।

১৩

মহী যদি ধিষণা শিশ্নথে ধাৎ
সদ্যোবৃধং বিভ্বং রোদস্যোঃ।
গিরো যস্মিন্ অনবদ্যাঃ সমীচীর্
বিশ্বা ইন্দ্রায় তবিষীর্ অনুত্তাঃ।।

ধিষণা— [< √ ধী (ষ) (ধ্যানকরা) ; তু. 'অমাত্রং ত্বা (ইন্দ্রং) ধিষণা তিত্বিষে মহী ১।১০২।৭ ; 'মহী চিদ্ধি ধিষণা হর্যদ্ ওজসা' ১০।৯৬।১০] বিপুল ধ্যানচেতনা ; পতঞ্জলির ভাষায় ধ্যানচিত্তের তীব্র সংবেগ। এই সংবেগ যখন ('যদি') আধারে আবির্ভূত ইন্দ্রশক্তিকে।

শিশ্নথে ধাৎ— ['শিশ্নথ' < √ শ্নথ (বিদ্ধ করা), —বেধ, বিদারণ ; অনন্য প্রয়োগ]। বিদারণের জন্য নিহিত বা নিযুক্ত করল। কার বিদারণ?

রোদস্যোঃ— প্রাণভূমির দুটি উপান্তের। দ্যুলোক আর ভূলোককে পৃথক্ করা হয়েছিল আগে (ঋ. ১২) ; এখন আবার সমরস চেতনার অনুপ্রবেশ দ্বারা তাদের একাকার করা হচ্ছে। দ্যুলোক-ভূলোকে ভাবনার এই অনুপ্রবেশটি ঘটাবেন ইন্দ্র, —আমাদের ধ্যানচিত্তের সংবেগে।

সদ্যোবৃধং বিভ্বম্— আধারে আবির্ভূত হয়েই তাকে মহাবৈপুল্যে ছেয়ে ফেলেন যিনি। (উহ্য) ইন্দ্রের বিশেষণ।

গিরঃ যস্মিন্ অনবদ্যাঃ সমীচীঃ— নিখুঁত বোধনমন্ত্রেরা যাঁর মধ্যে এসে মিলেছে। এই বাক্যাংশটিকে বন্ধনীর মাঝে ধরতে হবে। একে ডিঙিয়ে ভাবের অনুবৃত্তি চলেছে।

সমীচীঃ— সঙ্গত, মিলিত।

তবিষীঃ— জ্যোতিঃশক্তি যত।

অনুত্তাঃ— [অ + √ নুদ্ (প্রেরণা দেওয়া, ঠেলা) + ক্ত; তু 'অনুত্তংবীর্যম্ ১।৮০।৭ ; অনুত্তং ক্ষত্রম্ ৭।৩৪।১১; অনুত্তমন্যুঃ ৮।৯৬।১৯ ; অনুত্তমন্যুম্ ৭।৩১।১২, ৮।৬।৩৫] অপ্রতিহত। ইন্দ্রের জ্যোতিঃ শক্তিরা অপ্রতিহত হল অর্থাৎ রুদ্রভূমির দুটি প্রান্তকে তারা বিদীর্ণ করল। ইন্দ্রকে বোধনমন্ত্রে আমরা জাগাই এইজন্যই।

আধারে বজ্রশক্তির আবির্ভাব হয় যখন, কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, —তার বীর্য বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তনুর অণুতে-অণুতে। অন্তরিক্ষে অধীর আবেগে কাঁপছে সে-শক্তি: আমাদেরই ধ্যানচিত্তের তীব্র সংবেগ তাকে প্রযোজিত করে ঊর্ধ্বে—দ্যুলোকের তুঙ্গতার পানে, প্রযোজিত করে অধে—ভূলোকের গহনে। তার ঈষিকা বিদ্ধ ও অপাবৃত করে দ্যুলোক-ভূলোকের রহস্য, এপার আর ওপার একাকার হয়ে যায় চেতনায় তখন। ইন্দ্রের জ্যোতিঃশক্তিরা তখনই অপ্রতিহত বীর্যে ক্রিয়াপর হয় এই আধারে। এমনি করে ইন্দ্রই হন আমাদের ব্যাপ্তিচেতনার

সাধক এবং ধারক। তাই আমাদের যত বোধনমন্ত্র অত্রুটিত ছন্দে-লয়ে ছুটে যায় তাঁর পানে :

বিপুল ধ্যানসংবেগ যখন দুটি রুদ্রভূমির বিদারণে
নিয়োজিত করল সদ্য-বেড়ে-চলা সব ঠাঁই ছড়িয়ে-পড়া ইন্দ্রকে,—
বোধনমন্ত্রেরা তাঁরই মাঝে নিখুঁত ভাবে হয় সম্মিলিত—
তখন ইন্দ্রের যত জ্যোতিঃশক্তিরা হন অপ্রতিহত।।

১৪

মহ্য আ তে সখ্যং বশ্মি শক্তীর্
আ বৃত্রঘ্নে নিযুতো যন্তি পূর্বীঃ।
মহি স্তোত্রম্ অব আ গন্ম সূরের্
অস্মাকং সু মঘবন্ বোধি গোপাঃ।।

আ বশ্মি— [√ বশ্ (চাওয়া) + লট্ মি] চাইছি।

মহি সখ্যম্— বিপুল সখ্য, পূর্ণ সাযুজ্য—যাতে তোমার সঙ্গে নিঃশেষে এক হয়ে যেতে পারি। তাইতে তোমার শক্তিও আসবে আমার মধ্যে।

নিযুতঃ— [নি (গভীরে) + √ যু (ৎ) (ধারণা করা ; তু. 'যো-নি' 'যো-স্' 'যো-ষা') + ০ , যা ভিতরে ধারণ করে, নাড়ী] নিযুতেরা বায়ুর বাহন। অতএব নিযুৎ = বায়ুর সঞ্চরণ মার্গ বা নাড়ী] । 'পূর্বীঃ নিযুতঃ' নাড়ীর

ভরা স্রোত। তারা বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের কাছে আসছে ; অর্থাৎ হৃদয়ের নাড়ীরা (হৃদয়স্য নাড্যঃ) দ্যুলোকে ইন্দ্রচেতনায় বা আদিত্যে সঙ্গত হচ্ছে।

স্তোত্রম্, অবঃ— আমাদের সঙ্গীত আর তাঁর প্রসাদ। দুইই আমরা পেয়েছি ; আমাদের গান দিয়ে তাঁর হৃদয় জয় করেছি।

সূরেঃ— আদিত্যবর্ণ সেই দেবতার। 'সূরি' আর 'মঘবন্'—ইন্দ্রের দুটি বিশেষণ একসঙ্গে। সাধকের মাঝে 'ব্রহ্ম' আর 'ক্ষত্র', আলো আর শক্তি—দুইই ফোটে ইন্দ্রচেতনার বিকাশে।

হে বজ্রসত্ত্ব, আমি চাই তোমার সাযুজ্য—আলোর পারাবারে তারার নিমজ্জনে কূলহারা ব্যাপ্তির প্রশান্তি। সেই শুভ্রতার গঙ্গোত্রী হতেই আবার চাই বজ্রশক্তির অবন্ধ্য নির্ঝরণ। আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে চিন্ময় বিদ্যুতের ভরা জোয়ার উত্তরবাহিনী হয়ে বয়ে চলেছে ঐ তিমিরবিদার মহেশ্বরেরই পানে। ...আমাদের আকাশে সহস্ররশ্মি সূর্যের প্রভাস তুমি, তুমি অধৃষ্য বীর্যের বজ্রকূট। আলো-ঝলমল আমাদের গানের সুর, তাকে ঘিরে তোমার প্রসাদের সৌম্য মাধুরী ; হে দেবতা, আমাদের অন্তরের দীপ অনির্বাণ হোক্ তোমার শিবময় অনুধ্যানে :

বিপুল তোমার সখ্যকে অন্তরে চাই—চাই তোমার শক্তির পসরা ;

বৃত্রঘাতীর পানে ছুটে আসছে অন্তর্বহা নাড়ীর ভরাস্রোত।

আলোঝলমল ভক্তের সঙ্গীত আর দেবতার প্রসাদ — দুইই পেয়েছি আমরা

আদিত্যবর্ণ তোমার কাছ থেকে, —

আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, হে শক্তিমান, হও আমাদের আলোর রাখাল।।

১৫

মহি ক্ষেত্রং পুরু শ্চন্দ্রং বিবিদ্বান্
আদ্ ইৎ সখিভ্যশ্ চরথং সম ঐরৎ।
ইন্দ্রো নৃভির্ অজনদ্ দীদ্যানঃ
সাকং সূর্যম্ উষসং গাতুম্ অগ্নিম্।।

ক্ষেত্রং— [√ ক্ষি (বাস করা, আধিপত্য করা) + ত্র। তু. 'সনৎ ক্ষেত্রং সনৎ সূর্যং সনদ্ অপঃ (ইন্দ্রঃ) ১।১০০।১৮ ; যাভির্নরং ক্ষেত্রস্য সাতা তনয়স্য জিন্বথঃ (অশ্বিদ্বয়) ১।১১২।২২ ; ক্ষেত্রমিব বি মমুস্তেজনেন (ঋভবঃ) ১।১১০।৫ ; ক্ষেত্রস্য পতিনা, পতে, পতিঃ। ৪।৫৭।১-৩, ৭।৩৫।১০, আ সূর্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ ক্ষেত্রং যদ্ অস্য ৫।৪৫।৯ ; হিরণ্যদন্তং শুচিবর্ণম্ আবাদ্ ক্ষেত্রাদপশ্যম ৫।২।৩ ; ক্ষেত্রাদ পশ্যং সনুতশ্চরন্তম্ ৫।২।৪ ; হিরণ্যনির্ণিগ্, ভদ্রে ক্ষেত্রে নিমিতা ৫।৬২।৭; ক্ষেত্রাদ্ আ বিপ্রং জনথো বিপন্যয়া ১।১১৯।৭ ; অগব্যূতি ক্ষেত্রমাগন্ম দেবা ৬।৪৭।২০ ; মা ত্বৎ ক্ষেত্রাণি অরণানি গন্ম ৬।৬১।১৪ ; বি চক্রমে পৃথিবীম্ এষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণু র্মনুষে দশস্যন্ ৭।১০০।৪; ক্ষেত্রবিদ্ ধি দিশ আহ বিপৃচ্ছতে ৯।৭০।৯ ; জয়ন্ ক্ষেত্রম্ অভ্যর্ষা জয়ন্নপঃ উরুং নো গাতুং কৃণু সোমঃ ৯।৮৫।৪ ; শং নঃ ক্ষেত্রম্ ৯।৯১।৬ ; ক্ষেত্রবিত্তরো মনুষো বি বো মদে ১০।২৫।৮ ; অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্য প্রাট্ স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ ১০।৩২।৭] পৃথিবী (= জড়ত্ব,) আধার, সমর্থ আধার যা আবাদ করলে সোনা ফলবে। মোটের উপর ক্ষেত্র = আধার। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হলেন ক্ষেত্রপতি ৫।৬২।৭। আত্মভব হলেন ক্ষেত্রবিৎ (তু. গীতার 'ক্ষেত্রজ্ঞ')। সাধকের আধার জোতির্ময় ('মহি') পুরন্ত বা নিখুঁত ('পুরু') ও আনন্দময় ('শ্চন্দ্রং') হওয়া চাই। এমনিতর আধারকে চিনে এবং বেছে নিয়ে ('বিবিদ্বান্') দেবতা তাঁর শক্তি ঢালেন।

চরথম্— [তু. কৃধী ন উর্ধ্বাশ্চরথায় জীবসে ১।৩৬।১৪ , স্থাণুশ্চরথং ভরতে পতত্রিণঃ ১।৫৮।৫, স্থাতুশ্চরথম্ অক্তূন্ ব্যর্নোৎ ১।৬৮।১ ; পশূঞ্চ স্থাতুশ্চরথং চ পাহি ১।৭২।৬ ; অধীলহং বৎসং চরথায় মাতা ৪।১৮।১০ ; পুনর্যুবানা চরথায় ভক্ষথ ৪।৩৬।৩, ১০।৩৯।৪, প্রবোধয়ন্তীঃ চরথায় জীবম্ ৪।৫১।৫ ; পুরুত্রা চরথং দধে ৮।৩৬।৮; প্র ণঃ পূষা চরথম্ অবতু ১০।৯২।১৩] চলাফেরা, জঙ্গমতা, চলবার শক্তি, স্ফুরত্তা (dynamism) তু. ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'চরৈব'— রোহিতের প্রতি ইন্দ্রের অনুশাসন।

নৃভিঃ— মরুদ্গণকে সঙ্গে নিয়ে। আধারে বজ্রশক্তি মুক্তি দিল বিশ্বপ্রাণের আলোকে।

সাকং— 'নৃভিঃ'র সঙ্গে অন্বয়।

সূর্যম্ উষস্ং গাতুম্ অগ্নিম্— প্রথমে দেবযানের পথ ('গাতুম') দেখা দিল। তারপর সেই পথে বইল আগুনের স্রোত, ফুটল প্রাতিভদীপ্তির আলো, ঝলমলিয়ে উঠল আদিত্যচেতনা।

তিনি বিশ্ববন্ধু, সবাইকে ভালবাসেন ; তবু আধার চিনে ঢালেন শক্তির ধারা। যে-আধার শুদ্ধসত্ত্ব, নিটোল, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় গড়া, তাকেই তিনি বেছে নেন, তারই মধ্যে সঞ্চারিত করেন বজ্রবাণীর প্রৈতি। তাঁর আবির্ভাবে আধার দীপ্ত হয় দ্যুলোকের দ্যুতিতে, মূর্ধন্যচেতনায় বয়ে যায় বিশ্বপ্রাণের আলোর ঝড়। তখন আঁধার চিরে ফোটে দেবযানের বিদ্যুৎসরণি, তার বুকে ছুটে চলে দুর্বার অভীপ্সার অগ্নিস্রোত, —যার পর্যবসান প্রাতিভদীপ্তির উন্মেষে, নির্গ্রন্থ চেতনার সূর্যোদয়ে :

ঝলমল প্রশস্ত আধার—নিটোল, জ্যোৎস্নায় নাওয়া ; তাকে চিনে

তবেই বন্ধুদের মাঝে চলবার বীর্য ঢাললেন তিনি।

ইন্দ্র বীর মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে রচলেন তাঁর দীপ্তিতে

দেবযানের পথ আর অগ্নি, উষা ও সূর্যের আলো।।

১৬

অপশ্ চিদ্ এষ বিভ্বো দমূনাঃ
প্র সধ্রীচীর অসৃজদ্ বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ।
মধ্বঃ পুনানাঃ কবিভিঃ পবিত্রৈর্
দ্যুভির্ হিন্বন্তি অক্তুভির্ ধনুত্রীঃ।।

অপঃ— দিব্য প্রাণের স্রোত। সপ্তধারায় তা নেমে আসে দ্যুলোক হতে।

বিভ্বঃ দমূনা— তিনি সব হয়েছেন (বি-ভূঃ), অতএব তিনি সর্বব্যাপী ; অথচ ভালবেসে বাসা বেঁধেছেন এই আধারে।

সধ্রীচীঃ— [অপঃ এর বিশেষণ] এক সঙ্গে মিলেছে যারা। এক-একটি ভুবনে প্রাণের এক-একটি আপ্যায়নী ধারা। প্রাকৃত চেতনা তাদের খবর রাখে না। অচিত্তির আড়াল ভেঙ্গে বজ্রসত্ত্ব চেতনায় তাদের বইয়ে দেন। সপ্তবেণীর যুক্তধারায় তারা তখন নেমে আসে আমাদের মাঝে। ভুবনে-ভুবনে, শক্তিতে-শক্তিতে, তখন অনুভূত হয় সৌষম্যের ছন্দ। হৃদয়ে খেলে যায় আনন্দের ঢেউ। জলবালারা তাই।

বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ— [ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ; তু. অহমেতা মনবে বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ সুগা অপশ্চকার বজ্রবাহুঃ, ১।১৬৫।৮ ; বাজা: বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ ৮।৮১।৯ ; রয়িং নৃবন্তং বাতাপ্যং বিশ্বশ্চন্দ্রম্ ৯।৯৩।৫ ; বৃহতীরিযো বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ ১০।১৩৪।৩] নিখিল বিশ্বের আনন্দের উৎস (সা)।

মধ্বঃ— মধুর ধারা, রস চেতনার সৌম্যধারা। রসচেতনা জীবের মধ্যে স্বাভাবিক। তাই নিয়ে সে বেঁচে আছে। (তৈত্তিরীয়)। কিন্তু প্রাকৃত আধারে তা আবিল। মহাপ্রাণের আবেশে তা পরিশুদ্ধ হয়।

কবিভিঃ পবিত্রৈঃ— [তু. ক্রতুং পুনানঃ কবিভিঃ পবিত্রৈঃ ৩।১।৫ ; ত্রিভিঃ পবিত্রৈঃ অপুপোৎ = হ্যকম ৩।২৬।৮ ; মধ্বঃ পুনন্তি ধারয়া পবিত্রৈঃ

৩।৩৬।৭। 'পবিত্রৈঃ প্' সর্বত্র ধাত্বর্থক করণের উদাহরণ] এই 'পবিত্র' বা শুদ্ধির সাধন কারা? সায়ণ বলেন, অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য ; অর্থাৎ ভূলোক, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের অন্তর্যামী ব্যাপ্তিচৈতন্য। রসচেতনা শুদ্ধ হয়, যখন তার বিষয়ের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বচেতনায়। অন্তরে তখন ফোটে চিন্ময়ী শিবদৃষ্টি। তাই 'পবিত্রেরা' কবি।

দ্যুভিঃ অক্তুভিঃ— [তু. ১।৩৪।৮ ; ১।১১২।২৫] দিনে-রাতে, সবসময়।

হিন্বন্তি— জলবালারা শিরায়-শিরায় মধুর ধারা ছোটায়।

ধনুত্রীঃ— [√ ধন্ (ছুটে চলা) + উ - ত্র + ঈ ; তু. স্বসারো দশ ধীতয়ে ধনুত্রীঃ ৯।৯৩।১] ধাবমানা, চঞ্চলা। অপ-এর বিশেষণ। তারা নিষ্ক্রিয় নয়, আধারে শুদ্ধ রস-চেতনার তরঙ্গ তুলে চলেছে তারা দিনরাত।

নিখিল বিশ্বে পুরুরূপ হয়ে ছড়িয়ে আছেন তিনি, আবার এই আধারের গভীরে তাঁর অধিষ্ঠান আনন্দঘন প্রেমের ঠাকুর হয়ে। অচিত্তির পাষাণ প্রাচীর ভেঙ্গে তিনি বইয়ে দিলেন বিশ্বপ্রাণের মুক্তধারা, ভুবনে-ভুবনে হিল্লোলিত আনন্দ মন্দাকিনীর যুক্তবেণী। আমার অন্তরে সে-ধারা আজ নিত্য নির্ঝরিত ; দিন নাই, রাত নাই—শিরায়-শিবায় অনুভব করি তার ঢেউ-এর মাতন, ভুবনব্যাপী প্রজ্ঞাজ্যোতির অভিষেকে সে পুণ্য করে চলেছে আমার চেতনার কূলে-কূলে বইয়ে-দেওয়া রসের ধারা :

ইনি বিশ্বরূপ, অথচ ভালবেসেছেন এই ঘরটিকে। প্রাণের ধারাদের

সম্মিলিত করে বইয়ে দিলেন তিনি বিশ্বের আনন্দনির্ঝর রূপে।

তারা রসচেতনাকে পুণ্য করে চলেছে দিব্যদর্শী প্রজ্ঞানঘনতার পুণ্য সাধন দিয়ে—

দিনে আর রাতে বইয়ে দিয়েছে তাদের খরস্রোতা হয়ে।।

১৭

অনু কৃষ্ণে বসুধিতী জিহাতে
উভে সূর্যস্য মংহনা যজত্রে।
পরি যৎ তে মহিমানং বৃজধ্যৈ
সখায় ইন্দ্র কাম্যা ঋজিপ্যাঃ।।

কৃষ্ণে বসুধিতী— [তু. অনু কৃষ্ণে বসুধিতী যেমাতে বিশ্বপেশসা ৪।৪৮।৩ ; 'বসুধিতি' অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ ১।১৮১।১ , অগ্নির ১।১২৮।৮ ; আলোর পসরা ৪।৮।২, ৭।৯০।৩ (শ্বেতং বসুধিতিম্)] যারা 'কৃষ্ণ' বা রহস্যে ঢাকা অথচ জ্যোতির্গর্ভ। অহোরাত্রের বিশেষণ। সাধারণত রাত কালো আর দিন আলো। কিন্তু গীতা বলছেন, সংযমীর বেলায় এ-নিয়ম পালটে যায়। আবার মিত্রের আলোতে বরুণের রহস্য ঢাকা পড়ে, বরুণের আঁধারে উন্মুক্ত হয় অলখের জ্যোতিরিঙ্গিত। অতএব দিন আর রাত দুইই রহস্যময়, দুয়েরই বুকে আলো আছে।

অনুজিহাতে— [< √ হা (চলা)] অনুগমন করে, অনুসরণ করে। কর্ম —

সূর্যস্য মংহনা— ['মংহনা' = মংহনানি < √ মহ ‖ মংহ (আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়া) + অন = মহিমা (আলোর ঝলক); তু. তুভ্যং হ ক্ষা অণু ক্ষত্রং মংহনা মন্যত দ্যৌঃ ৪।১৭।১, স্পার্হা দেবস্য মংহনেব ধেনোঃ ৪।১।৬ ; ত্বং নো অগ্নে অদ্ভুত ক্রত্বা দক্ষস্য মংহনা ৫।১০।২ ; অধা হ্যগ্নেঃ সুবীর্যস্য মংহনা ৫।১৬।৪ ; স্বস্য দক্ষস্য মংহনা ৫।১৮।২ ; তরন্ত ইয মংহনা ৫।৬১।১০ ; ত্বং হ দিবো দুহিত র্যা হ দেবী পূর্বহূতৌ মংহনা দর্শতা ভূঃ ৬।৬৪।৫ ; বিশ্বে যদ্ বাং মংহনা মন্দমানাঃ ক্ষাত্রং দেবাসো অদধুঃ ৬।৬৭।৫ ; উচ্ছন্তী যাং কৃণোষি মংহনা মহি (উষঃ) ৭।৮১।৪; অভি দ্রোণানি ধাবতি ইন্দুরিন্দ্রায় মংহনা ৯।৩৭।৬ ; তোজিষ্ঠা অপো মংহনা পরব্যত ৯।৭০।২ ; ক্রাণা যদস্য পিতরা মংহনেষ্ঠা

১০।৬১।১; ত্বাং হূমহে গ্রাবাণং নাশ্বপৃষ্ঠং মংহনা ৮।২৬।২৪] সূর্যের জ্যোতির্মহিমাকে বা কিরণমালাকে। এ-সূর্য দিন-রাতের ওপারে নিত্যদীপ্ত। তু. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষদ; নিরস্ততমসো ন দিবা না রাত্রিঃ—শ্বেতাশ্বতর।

পরি বৃজধ্যৈ— [তু. ২।৩৩।১৪, ৬।২৮।৭, ৭।৮৪।২, ২।২৭।৫, ৮।৪৫।১০] পরিবর্জন করতে, এড়িয়ে যেতে, পাল্লা না দিতে। ইন্দ্রের মহিমার সঙ্গে মরুতেরা পাল্লা দিতে চান না, তাই তাকে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু এ-অর্থ কষ্ট কল্পিত।

কাম্যাঃ সখায়ঃ — তোমার প্রিয় সখারা, মরুতেরা।

ঋজিপ্যাঃ— [তু. পি শ্যেনঃ পরাবতঃ সোমং ভরৎ ৪।২৬।৬, বৃষন্ ঋজীপিন্ (ইন্দ্র) ৮।৩৩।১২, ঋজিপ্য ঈম্ ইন্দ্রাবতো ন ভুজ্যুং ৪।২৭।৪ ; তুরং স্তীষু তুরয়ন ঋজিপ্যো অধি ভ্রুবোঃ কিরতে বেণুম্ ৪।৩৮।৭ ; ঋজিপ্যং শ্যেনং প্রুষিতস্পুমাশুং ৪।৩৮।২, অনু যদ্ গাবঃ স্ফুরান্ ঋজিপ্যং ৬।৬৭।১১ ; ঋজিপ্যাসো ন বযুনেষু (মরুতঃ) ২।৩৪।৪ ; ঋজ্ + আনি < √ আপ্ (= আ √ অপ্) ছুটে চলা, পাওয়া] সোজা ছুটে চলেন যাঁরা। ঋকের শেষাংশটুকু অস্পষ্ট। মরুতেরা সোজা ছুটে চলেন, তোমার মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। তোমার নির্দেশকে তাঁরা মেনে চলেন। 'পরিবৃজধ্যৈ' যদি হয় 'ঘিরে থাকতে'—তাহলে অর্থ কিন্তু স্পষ্ট হয়। অন্যত্র পরিবর্জন = কুণ্ডলী রচনা করা, আলাদা করা, বর্জন করা।

হে বজ্রসত্ত্ব, আঁধারের বাধাকে বিদীর্ণ করে আপন মহিমায় তুমি প্রকট হও যখন, তখন তোমাকে ঘিরতে ছুটে আসে দ্যুলোকের উপান্ত হতে বিশ্বপ্রাণের আলোর ঝড়। এই ঝড়ের দেবতারা তোমার বজ্রসিদ্ধির নিত্যসঙ্গী, তাঁরা তোমার প্রিয়। তারপর, তোমার লোকোত্তর আদিত্যদ্যুতির অনির্বাণ প্রভাকে ঘিরে চলে দিন আর রাত্রির আবর্তন। তারা রহস্যময়, অথচ আলোর পশরা তাদের বুকে। এই মধুচ্ছন্দা কালও যে আমাদের সাধনার সহায় :

রহস্যে কালো অথচ জ্যোতির নিধান দিন আর রাত্রি আবর্তিত হয়

উভয়েই সূর্যের জ্যোতির্মহিমার ছন্দে, তারাও আমাদের সাধনার অঙ্গ।

এদিকে তোমার মহিমাকে ঘিরবেন বলে,

হে ইন্দ্র, তোমার প্রিয় সখারা সোজা ছুটে আসেন যে।।

১৮

পতি র্ভব বৃত্রহন্ত্ সূনৃতানাং

গিরাং বিশ্বায়ুর্ বৃষভো বয়োধাঃ।

আ নো গহি সখ্যেভিঃ শিবেভির্

মহান্ মহীভির্ ঊতিভিঃ সরণ্যন্।।

সূনৃতানাম্—['সূনর' 'সূনরী' || ভা. 'সুন্দর' 'সুন্দরী'। তাই থেকে বিশেষণ সুন্দৃত > সুনৃত] যা সুন্দর এবং কল্যাণময় তাই সূনৃত। গিরাং এর বিশেষণ।

বিশ্বায়ুঃ— 'আয়ু' [< √ই (চলা)] চলবার শক্তি, প্রাণ-শক্তি। অতএব বিশ্বায়ুঃ বিশ্বপ্রাণ বা প্রকৃতির সমষ্টি জঙ্গমশক্তি [তু. বিশ্বায়ু পোষসম্ ১।৭৯।৯, ৬।৫৯।৯ ;] বিশ্বায়ু বেপসম্ ৮।৪৩।২৫]। ইন্দ্র নিজেই বিশ্বপ্রাণ।

বয়োধাঃ— আমাদের মধ্যে তারুণ্যকে নিহিত করেন যিনি।

সখ্যেভিঃ শিবেভিঃ— তোমার সুমঙ্গল সাযুজ্য নিয়ে। তিনি আর আমি এক হয়ে যাওয়াই তাঁর 'সখ্য' বা সাযুজ্য। এই অদ্বৈতসিদ্ধি শান্ত এবং শিবময়। এটি সমাধির অবস্থা। আবার ব্যুত্থানে দেখি, তিনি ঘিরে আছেন।

মহীভিঃ ঊতিভিঃ— তাঁর বিপুল জ্যোতিঃশক্তির পরিবেষ দিয়ে। তিনি ঘিরে থেকেও সরণ্যন্।

সরণ্যন্— নিত্যাভিসারী ; চেতনার গভীরে নিত্য তাঁর আনাগোনা। দ্র. ৩।১।১৯।

এই-যে সুন্দর বোধনমন্ত্র আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত, তুমিই তার উৎস, তুমিই হও তার দিশারী, হে তিমিরবিদার বজ্রসত্ত্ব! তুমিই যে বিশ্বের প্রাণস্পন্দ, আধারে দ্যুলোকের আনন্দনির্ঝর, অম্লান তারুণ্যের নিশ্চিত আশ্বাস। এসো দেবতা, এসো আমাদের কাছে তোমার শিবময় সাযুজ্যের নৈঃশব্দ্য নিয়ে—এসো বিপুল জ্যোতির নিত্য অভিসারে, আমাদের আকাশে-বাতাসে তোমার অভয় সান্নিধ্যের তরঙ্গ তুলে :

অধিপতি হও, হে বৃত্রঘাতী, আমাদের সুন্দর

এই বোধন বাণীর ; তুমি বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন, তুমি শক্তির নির্ঝর, তুমি তারুণ্যের বিধাতা।

আমাদের কাছে এসো শিবময় সখ্য নিয়ে—

এসো বিপুল হয়ে, বিপুল আলোর পরিবেষ নিয়ে নিত্য-অভিসারী।।

১৯

তম্ অঙ্গিরস্বন্ন মসা সপর্যন্

নব্যং কৃণোমি সন্যসে পুরাজাম্।

দ্রুহো বি যাহি বহুলা অদেবীঃ

স্বশ্ চ নো মঘবন , সাতয়ে ধাঃ।।

অঙ্গিরস্বৎ— অঙ্গিরার মত। অঙ্গিরাই দ্যুলোকের আগুনকে মর্ত্যে নামিয়েছিলেন, তাই তিনি অগ্নিসাধকের আদর্শ। তাঁরই মতন করে' নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে দেবতার আরাধনা করছি।

পুরা-জাংনব্যং কৃণোমি—যিনি পুরাতন, তিনি নিত্য আবির্ভূত, তাঁকে নতুন করে গড়ছি আমার মধ্যে। তু. 'নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি-সাধ্যতা'। দেবতা ভাবময় ; ভাবমাত্রই নিত্য, কেননা তা বিকারহীন অতএব কালাতীত। অভাব কালের জগতে; সেইখানে ভাব ফোটাতে গিয়ে সাধকের প্রাণে জাগে নিত্য-নতুনের রসানুভূতি।

সন্যসে— [√ সন্ (ছিনিয়ে আনা, চরমে পৌঁছান) + ই-অসে (তুমর্থে)। তু.তম্ উত্বা নূনম্ ঈমহে নব্যং সন্যসে ৮।২৪।২৬ ; তৎ পু নো নব্যং সন্যসে ৮।৬৭।১৮] আঁধারের বুক থেকে আলো ছিনিয়ে আনব বলে, চরম লক্ষ্যে পৌঁছব বলে। এই লক্ষ্য 'স্বঃ' (চতুর্থচরণ)।

পুরাজাম্— [তু. তং বো ধিয়া পরময়া পুরাজাম্ অজরম্ ইন্দ্রম্ অভ্যনূষ্যর্কৈঃ ৬।৩৮।৩] সবার আগে জন্মেছেন যিনি, পুরাতন, নিত্য।

অদেবীঃ দ্রুহঃ— আলোর বিরোধী আঁধারের শক্তিদের। তাদের।

বি যাহি— তাড়িয়ে দাও, তবেই 'স্বর' বা নিত্যজ্যোতিঃ ফুটবে।

সাতয়ে ধাঃ— অলখের আলো আমরা যাতে পাই তাই কর।

হে বজ্রসত্ত্ব, অঙ্গিরার মত আমিও আজ নিজেকে লুটিয়ে দিলাম তোমার মাঝে। ভুবনের ওপারে তোমার যে চিন্ময়ী নিত্য দীপ্তি, তাকে আজ নতুন করে ফুটিয়ে তুলতে চাই আমার মধ্যে—সেই বজ্রের আলোকে আমার চিরকালের চাওয়াকে আজ সফল করব বলে। আঁকে-পাঁকে আসছে ঐ-যে আলোর শত্রুরা। হটিয়ে দাও, নির্মূল কর তাদের তোমার অপরাজিতা শক্তিতে, আলোর প্রসাদকে সহজ কর আমাদের কাছে :

তাঁকে অঙ্গিরার মত সব লুটিয়ে করছি পূজা—

নতুন করে গড়ছি সেই পুরাতনকে অলখের আলো পাব বলে।

হটিয়ে দাও যত ভিড় আলোর বিদ্রোহীদের—

আর পরমজ্যোতিকে আমাদের পাবার তরে উন্মুক্ত কর, হে শক্তিধর।।

২০

মিহঃ পাবকাঃ প্রততা অভূবন্ত্
স্বস্তি নঃ পিপৃহি পারম্ আসাম্
ইন্দ্র ত্বং রথিরঃ পাহি নো রিষো
মক্ষূ-মক্ষূ কৃণুহি গোজিতো নঃ।।

মিহঃ পাবকাঃ— [< √ মিহ্ (বর্ষণ করা) ; তু. Lat. mingere 'to pass water' Gk. omekhein 'to urinate' , মেঘ, মেহ। Ludwig-এর প্রস্তাবিত পাঠান্তর 'মিহঃ পাপীকাঃ ; কিন্তু ব্যাকরণ সম্মত কি?] অন্তঃশোধন জ্যোতির্বাষ্প (দ্র. ২।৩০।৩)। শ্বেতাশ্বতরের নীহার। তার ওপারে ফুটে আছে আদিত্যের নিত্যদীপ্তি।

পারং পিপৃহি — [ক্রিয়া আর কর্মে ধাতুসাম্য] পার করে নিয়ে যাও। এই মেঘলোকেও বৃত্রের ছলনার অভাব নাই। আলোর মেঘ কালো হতে কতক্ষণ? অপ্সরাচেতনার বিভ্রমকে তাই এত ভয়।

রথিরঃ— রথে আসীন। আমাদের আধারই তাঁর রথ।

মক্ষূ-মক্ষূ— খুব তাড়াতাড়ি।

গোজিতঃ— অন্ধকারের কবল হতে আলো-কে ছিনিয়ে এনেছে যারা।

আমাদের অন্তরিক্ষচেতনা ছেয়ে গেছে আজ পুঞ্জ-পুঞ্জ আলোর নীহারিকায়—চিত্ত আজ পুণ্য, আধার ধন্য। তবু এই অপ্সরাচেতনার বিভ্রমে আমরা পথ হারাতে চাই না—এই মেঘলোকের ওপারে আমাদের নিয়ে যাও তুমি প্রমাদের সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। হে বজ্রসত্ত্ব, এই আধারেই আসীন তুমি, জ্বালাও বজ্রের আলো, অদিব্যশক্তির গুপ্তঘাত হতে বাঁচাও আমাদের। ... আর-যে বিলম্ব সয় না, আমরা অধীর...দাও তোমার বজ্রশক্তির প্রসাদ, ওপারের আলো-কে ছিনিয়ে আন বৃত্রের কবল হতে :

অন্তঃ-শোধন জ্যোতির্বাষ্পে ছেয়ে আছে ঐ ;
অবাধে আমাদের নিয়ে যাও ওপারে তাদের।
হে ইন্দ্র, তুমি রথাসীন, বাঁচাও আমাদের অপঘাত হতে ;
অবিলম্বে—এই এখনি কর আমাদের আলোকজয়ী।।

২১

অদেদিষ্ট বৃত্রহা গোপতির্ গা
অন্তঃ কৃষ্ণাঁ অরুষৈর ধামভির্ গাৎ।
প্র সূনৃতা দিশমান ঋতেন
দুরশ্চ বিশ্বা অবৃণোদ্ অপ স্বাঃ।।

অদেদিষ্ট— [< দিশ্ (নির্দেশ দেওয়া, দেখিয়ে দেওয়া) ; তু 'তস্য এষ আদেশঃ' (কেনোপনিষদ)] চোখের সামনে ধরলেন, প্রত্যক্ষ করালেন।

কৃষ্ণান্ অন্তঃ— কালোদের ভিতরে। অবিদ্যাশক্তিরা কাল।

অরুষৈঃ ধামভিঃ— অরুণ আলো নিয়ে। 'ধাম' = স্বপ্রতিষ্ঠা, শক্তি, জ্যোতি।

সূনৃতাঃ— ['গাঃ' উহ্য (সা.)] আলোর মাধুরী। সে-মাধুরী ছুটল ঋতের ছন্দে (ঋতেন)।

বিশ্বাঃ স্বাঃ দুরঃ— তাঁর নিজের যত দুয়ার। সব আলোর দুয়ার খুলে দিলেন। উপনিষদে এদের বলা হয়েছে লোকদ্বার। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে রাজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য এবং সাম্রাজ্য (ছান্দোগ্যোপনিষদ)।

তিমিরবিদার তিনি—তিনি জ্যোতির অধীশ্বর ; আমাদের প্রবুদ্ধচেতনায় ফুটিয়ে তুললেন আলোর ঝলক। কত-যে কালো পুঞ্জিত হয়েছিল আধারের গভীরে ; তাঁর বজ্রের অবিচল রক্ত-দীপ্তিতে তাদের চিরে-চিরে আলোর পথ রচে চললেন তিনি। তাঁরই দেশনায় জীবন হল ঋতচ্ছন্দে সুষম, ফুটল গোপন আলোর সুমঙ্গল মাধুরী। অতল চিদাকাশের গভীর হতে গভীরে একে-একে অপাবৃত করলেন তিনি তাঁর যত জ্যোতির দুয়ার :

অনাবৃত করলেন আমাদের কাছে বৃত্রঘাতী জ্যোতিরীশ্বর তাঁর কিরণযূথকে, —

কালোর গভীরে অরুণ জ্যোতিদের নিয়ে চললেন তিনি।

সুন্দরীদের ফুটিয়ে চললেন ঋতের ছন্দে,

যত তাঁর আপন দুয়ার, সব করলেন অপাবৃত।।

২২

শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।

শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সংজিতং ধনানাম্।।

(দ্রঃ ৩।৩০।২২)

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা

দ্বাত্রিংশ সূক্ত

১

ইন্দ্র, সোমং সোমপতে পিবেমং
মাধ্যন্দিনং সবনং চারু যৎ তে।
প্র-প্রুথ্য শিপ্রে মঘবন্ ঋজীষিন্
বি-মুচ্যা হরী ইহ মাদয়স্ব।।

সোমপতে— [তু. ১।৭৬।৩ ; সোমংসোমপতে পিব ৫।৪০।১, ৮।২১।৩ । সর্বত্রই ইন্দ্রের বিশেষণ] বেদের তিনটি প্রধান দেবতা—অগ্নি, ইন্দ্র, সোম। অগ্নি পৃথিবীতে, ইন্দ্র অন্তরিক্ষে, সোম দ্যুলোকে। সোম তন্ত্রের ষোড়শী, উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ। ইন্দ্র এই আনন্দের ভান্ডারী। বজ্রের আঘাতে অবিদ্যার আবরণকে বিদীর্ণ করে তিনি আধারে মুক্ত করেন বিশ্বপ্রাণের ধারা, নামিয়ে আনেন সৌম্যসুধার প্লাবন। সোমরস পান করলে আমরা অমর হই। কিন্তু তার জন্য এখানকার রস ছাড়তে হবে। দ্যুলোকের সোম নেমে এসেছে পৃথিবীতেও [নিরুক্তে সোম ভূস্থান দেবতা]। এখানকার আগুন যেমন ওখানে আছে, তেমনি দিব্য সোমও রূপান্তরিত হয়েছে পার্থিব সোমে। এই দেহ—বিশেষ করে তার সুষুম্নাকাণ্ডই সোমলতা। অদ্রিযোগে তাকে ছেঁচতে হবে। সামনের চেতনাকে (Visceral Consciousness) কে পরিণত করতে হবে পেছনের চেতনাতে (Spinal Consciousness)। তারপর চক্রে-চক্রে চলবে সোমের অভিষব —পাষাণসংহত

ইচ্ছাশক্তির আকুঞ্চনে। যে-কোনও বিষয়ের আনন্দ তখন রূপান্তরিত হবে ব্রহ্মানন্দে। তখন আস্বাদ করছি বিষয়কে নয়—মহাশক্তিকে। তন্ত্রে সোম তাই ষোড়শী। ইন্দ্র এই ষোড়শীর ভর্তা। তিনি মহেশ্বর।

ইমং— এই-যে প্রাকৃত রসচেতনা আমাদের মধ্যে আছে, যাকে নিঙ্‌ড়ে পরিশুদ্ধ করে উজান বইয়ে দেওয়াই আমাদের সাধনা।

মাধ্যন্দিনং সবনম্— দুপুর বেলায় ছেঁচা রস। [মাধ্যন্দিনে সবনে জাতবেদঃ পুরোল্‌াশমিহ জুযস্ব ৩।২৮।৪ ; ৩।৩২।৩ ; মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য ধানাঃ পুরোল্‌াশম্ ইন্দ্র কৃষ্ণ কৃষ্‌ব ৩।৫৮।৫ ; প্রাতঃ সুতম্ অপিবো হর্যস্ব, মাধ্যন্দিনং সবনং কেবলং তে ৪।৩৫।৭ ; মাধ্যন্দিনে সবনে মৎসদ্ ইন্দ্রঃ ৫।৪০।৪ ; মাধ্যন্দিনে সবনে আ বৃষস্ব (ইন্দ্র) ৬।৪৭।৬; মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্যস্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ৮।৩৭।১-৬ ; মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য দধ্নঃ পিবেন্দ্র বজ্রিন্ ১০।১৭৯।৩] আঁধার চিরে সূর্যের উদয়, সেই হতে সাধনার শুরু। সূর্য এলো মাথার উপরে। তখন একটা দারুণ সংকট। সূর্য আরও উজিয়ে যাবে, না ঢলে পড়বে? বাইরের সূর্য ঢলে পড়ে, অস্তে যায়, আবার ওঠে। এই আবর্তন সংসারে। কিন্তু চিন্ময় সূর্য মধ্যগগনে এসে বজ্রের দীপ্তিতে জ্বলে ওঠে উপরপানে। জীবনের মধ্যাহ্নে জরার আভাস দেখা দেয়, মৃত্যুর ছায়া পড়ে। তাদের ঠেলে উজান বইতে হবে। সহায় কে? বজ্রসত্ত্ব।

চারু— [√ কন্‌ || চন্ (ভালবাসা, চাওয়া) + রু ; তু. Lat. *Cárus* dear beloved ; O. Ir. + *Caraim* I love ; Ital. *Carezza*. Fr- *Caresse* Eng. *Caress,* charity] কাম্য, রমণীয়, মনোহর।

প্র-প্রুথ্য— [< √ প্রতথ্ (Snort)। তু. অপ প্রোথ দুন্দুভে দুচ্ছুনা ইতঃ ৬।৪৭।৩০ ; (প্রোথদ্ অশ্বো ন' যবসেহবিষ্যন্ ৭।৩।২ ; শৃণ্ব এষাং প্রোথথো অর্বতাম্ ইব ১০।৯৪।৬ ; ইনো ন প্রোথমানো যবসে বৃষা ১০।১১৫।২ ; ইন্দুং প্রোথন্তং প্রবপন্তম অর্ণবম্ ১০।১১৫।৩। ভাষায়, প্রোথিত করা = পোঁতা ; ∴ মাটিতে ঠোকা, চালনা করা, also

তু. শশ্বদ ইন্দ্রঃ প্রোপ্রুথদ্‌ভির্ জিগায় নানদদ্ভিঃ শাশ্বসদ্‌ভির্ ধনানি ১।৩০।১৬] গভীরে চালনা করে'।

শিপ্রে— [তু. Lat. *Caper* 'he-goat', Gk. *Kapros* 'Wild boar' কপৃৎ 'পুরুষাঙ্গ'] হনু, চোয়াল—যা দৃঢ়তা ও বীর্যের পরিচায়ক। 'প্র-প্রুথ্য শিপ্রে'—দুটি চোয়ালকে দৃঢ়বদ্ধ করে, অটুট সংকল্প নিয়ে। সংকল্প বৃত্র সংহারের। [বি ষ্যশ্ব শিপ্রে, বি সৃজস্ব ধেনে ১।১০১।১০; আহনূ হরিবঃ শূর শিপ্রে (Strong) ৫।৩৬।২ ; পীত্বী শিপ্রে অবেপয়ঃ ৮।৭৬।১০ ; শিপ্রে বাজায় হরিণী দবিধ্বতঃ ১০।৯৬।৯।]

ঋজীষিন্— [< 'ঋজীষা (তু. 'মনীষা') < √ ঋজ্ + √ ঈষ্ তীরের মত সোজা চলা। ঋজীষা আছে যাঁর, তিনি 'ঋজীষ' ১।৩২।৬ অথবা ঋজীষী। ব্রাহ্মণে 'ঋজীষ' সোমের ছিবড়া ; বস্তুত অংশু বা আঁশ, যার রহস্যার্থ কিরণ] তীরের মত সোজা চলেন যিনি, ঋজু ঈষা বা প্রেষণা যাঁর। তীরগামী। এই ক্ষিপ্রগতিই বৃত্রের আবরণকে অকস্মাৎ বিদীর্ণ করে। পতঞ্জলির ভাষায় তীব্রসংবেগ।

বিমুচ্য হরী— দুটি জ্যোতিরশ্বের বাঁধন আলগা করে দিয়ে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এর নাম 'প্রযত্নশৈথিল্য' —যা আসে সংবেগের পর। তখন শুধু অনন্তের মধ্যে বিলাস ('ইহ মাদয়স্ব')।

হে বজ্রসত্ত্ব, সত্তার গভীরে রসচেতনার তুমিই উৎস, তুমিই দিশারী। তার নির্মল ধারা ভ্রূমধ্য বিদীর্ণ করে' এল মাথার উপরে, এল আনন্দে টলমল হয়ে। আর তাকে নেমে যেতে দিও না—মহাসঙ্কর্ষণে উজিয়ে দাও তাকে শূন্যতার নিথরে। ...এসো এই আধারে, জালন্ধর বন্ধে সঙ্কল্প তোমার নিশ্চল হোক্ আমার অনুভবে ; এসো বজ্রবীর্যের আধার, এসো তিমিরবিদার তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ—এসো এই উদ্যত আধারে। তারপর তোমার তীব্র সংবেগকে শিথিল করে অনায়াস আনন্দে এলিয়ে পড় এর অণুতে-অণুতে :

হে ইন্দ্র, রসচেতনার হে অধীশ্বর, পান কর এই সোমের ধারা—

মধ্যদিনে নিঙ্ড়ে-দেওয়া সুচারু ধারা এই-যে তোমার তরে।

দৃঢ়নিবদ্ধ করে দুটি চোয়াল, হে শক্তিধর, হে ঋজু-সংবেগী,

এসো—শিথিল করে দাও জ্যোতিরশ্ব দুটিকে, এই আধারে হও আনন্দে মাতাল।।

২

গবাশিরং মন্থিনম্ ইন্দ্র শুক্রং
পিবা সোমংররিমা তে মদায়।
ব্রহ্মকৃতা মারুতেনা গণেন
সজোষা রুদ্রৈস্ তৃপদ্ আ বৃষস্ব।।

গবাশিরম্—[তু. গবাশিরঃ সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ ১।১৩৭।১ ; দধ্যাশিরঃ ২; গবাশিরো যবাশিরো ভজামহে ১।১৮৭।৯ ; শুক্রস্যাদ্য গবাশির ইন্দ্রবায়ূ নিযুত্বতঃ পিবতম্ ২।৪১।৩ ; আ গহি সোমমিন্দ্র গবাশিরম্ ৩।৪২।১ ; ইমম্ ইন্দ্র গবাশিরং যবাশিরং চ নঃ পিব ৭ ; সং শুক্রাসঃ সং শুচয়ঃ সং গবাশিরঃ সোমাঃ ৮।৫২।১০ ; পিব শুচিং সোমং গবাশিরম্ ৮।১০১।১০ ; সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ ৯।৬৪।২৮] 'গো' বা গব্য মেশানো। সোমরসের সঙ্গে যবের ছাতু, গোরুর দুধ বা দই মেশালে সোম হয় যথাক্রমে যবাশীঃ, গবাশীঃ এবং দধ্যাশীঃ। যব তারুণ্যের, দুধ শুদ্ধসত্ত্বের এবং দই বিজ্ঞানঘনতার প্রতীক। এই সঙ্গে তু. বৈষ্ণবের কারুণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত দিয়ে স্নান। এটি ভক্তির সাধনায় যে-আনন্দ পাওয়া যায়, তার বিবৃতি। বৈদিক সোম

মুখ্যত জ্ঞানের আনন্দ। আগে তারুণ্য, তারপর সত্ত্বশুদ্ধি, তারপর ধ্রুবাস্মৃতি—উপনিষদের এই ধারার তা অনুগামী।

মন্থিনম্— [অনন্য প্রয়োগ। তু. 'শুক্রা গৃভ্ণীত মন্থিনা,' গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্ ৯।৪৬।৪] মন্থযুক্ত। 'মন্থ' নিশ্চয়ই আগুন, কেননা আগুনের সম্পর্কেই এই ধাতুর প্রয়োগ। অগ্নির মন্থন আর সোমের সবন—এই দুটি মূল বৈদিক সাধনা। মন্থনজাত অগ্নিই 'মন্থ' (তু. মন্থন্ত ইন্দ্রং শং হৃদে ১০।৮৬।১৫)। আমাদের রসচেতনায় থাকবে শুদ্ধসত্ত্বের দীপ্তি আর আগুনের তাপ। ভালবাসা হবে শুভ্র এবং আগুন ঢালা।

শুক্রম্— উজ্জ্বল। 'শুক্র' এবং শুচি সোমের সাধারণ বিশেষণ।

ররিমা— [< √ রা (দেওয়া)] আমরা দিয়েছি।

ব্রহ্মকৃতা মারুতেন গণেন— [তু. অগ্নে যাহি দেবাঁ অচ্ছা ব্রহ্মকৃতা গণেন ৭।৯।৫] 'ব্রহ্ম বা বৃহতের চেতনাকে সৃষ্টি করে যে দিব্যপ্রাণের সমূহ। কেনোপনিষদে এই ব্রহ্মাই যক্ষ, ইন্দ্র হৈমবতী উমার কাছ থেকে যাঁর স্বরূপের পরিচয় পেলেন। কুণ্ঠিত জড় প্রাণ যখন উদার ও জ্যোতির্ময় হয়, তখনই ভূমার উপলব্ধি সম্ভব।

রুদ্রৈঃ— মরুদ্‌গণ দ্যুলোকের উপান্তে, রুদ্রেরা অন্তরিক্ষে। বৃহদারণ্যকের মতে, রুদ্রেরা ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রবীর্য। রুদ্রগণ হতে মরুদ্‌গণের উৎপত্তি, তাই মরুতেরা রুদ্রিয় বা রুদ্রপুত্র (২।৩৪।১০, ৩।২৬।৫, ১।৩৮।৭, ৫।৫৭।৭, ৫৮।৭...)। বোঝাচ্ছে ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধি বা মর্ত্যপ্রাণের দিব্যপ্রাণে রূপান্তর।

তৃপৎ— (ক্রি বিণ.) প্রাণ ভরে।

আ বৃষস্ব— [জঠর আ বৃষস্ব ১।১০৪।৯. ১০।৯৬।১৩ ; পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম্ ৩।৪০।২ ; সোমং সুতম্ আ বৃষস্বা। গভস্ত্যোঃ। ৩।৬০।৫ ; মাধ্যন্দিনে সবনে আবৃষস্ব ৬।৪৭।৬ ; আবৃষস্ব মহামহে ৮।২৪।১০ ; আবৃষস্ব সুতস্য অন্ধসঃ ৮।৬১।৩ ; পিব মধবস্তৃপদ্ ইন্দ্রা বৃষস্ব ১০।১১৩।১] ঢাল। কোথায়? তোমার মাঝে, অতএব আমারও মাঝে। কেননা তুমি আছ আমাতে।

হে বজ্রসত্ত্ব, সুষুম্নকাণ্ডকে মন্থন করে এই-যে জেগেছে অগ্নিস্রোতা সোমের ধারা— শুভ্র, শুচি, শুদ্ধসত্ত্বের স্নিগ্ধতায় জ্যোৎস্নাময় ; তাকে আমরা আজ তোমায় দিলাম—এই দেহের সুধাপাত্রে পান করে তায় মাতাল হও! ঢাল—ঢাল এই হৃদয় ছেঁচা রসের ধারা তোমার মাঝে, তোমার তৃষ্ণা মেটাও, হে-দেবতা। ঐ আসবের উন্মাদনায় ঋতের ছন্দে আজ সংহত হোক তোমার মাঝে অন্তরিক্ষচারী প্রাণের উত্তালতা আর দ্যুলোকসঞ্চারী আলোর ঝড় বৃহতের চিন্ময় আবেশ নিয়ে :

হে ইন্দ্র, আলোমাখানো মন্থনজাত শুভ্র-শুচি

এই সোমের ধারা পান কর, —আমরা দিয়েছি তোমায় মাতাল হবে বলে।

বৃহতের চেতনাকে সৃষ্টি করেন জ্যোতির্ময় প্রাণের গণ, —তাঁদের

আর রুদ্রগণের সাথে আনন্দে সুষম হয়ে তৃপ্তি ভরে ঢাল ঐ ধারা তোমার মাঝে।।

৩

যে তে শুষ্মং যে তবিষীম্ অবর্ধন্

অর্চন্ত ইন্দ্র মরুতস্ ত ওজঃ।

মাধ্যন্দিনে সবনে বজ্রহস্ত

পিবা রুদ্রেভিঃ সগণঃ সুশিপ্র।।

শুষ্মং তবিষীম্— দুইই বোঝায় শক্তিকে। কিন্তু একটি শক্তি প্রাণের, আর-একটি আলোর। একটি বজ্র, আর-একটি বিদ্যুৎ।

অর্চন্তঃ তে ওজঃ— তোমার বজ্রশক্তিকে জ্বালিয়ে তুলে। এই বজ্রশক্তিই অবিদ্যার আঁধারকে বিদীর্ণ করে। কিন্তু তার জন্য চাই বিশ্বপ্রাণের চিন্ময় আবেশ। প্রাণকে বৃহৎ ও জোতির্ময় না করলে অবিদ্যা দূর হয় না।

পিব রুদ্রেভিঃ (= রুদ্রৈঃ) সগণঃ— আগের ঋক্ দ্রষ্টব্য। একদিকে অন্তরিক্ষচারী প্রাণ, আর-একদিকে দিব্যপ্রাণ। ইন্দ্র দুয়ের মাঝামাঝি। রসচেতনার ধারা মাথার উপরে এলে পর তাতে হৃদয়, ভ্রূমধ্য আর শক্তিচক্র এই তিনটি প্রাণকেন্দ্রই আপ্যায়িত হয়।

হে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়ের সুষম্ আপ্যায়নে আমার আকাশে আজ উদ্বুদ্ধ হয়েছে চিন্ময় প্রাণের বিভূতিরা। তোমার তিমিরবিদার বজ্রশক্তিতে উপ্‌চে তুলেছে তারা ইচ্ছার দুর্বার সংবেগ আর সন্ধানী চেতনার বিদ্যুৎ—সে-শক্তির শিখা ঐ যে লেলিহান হয়ে উঠেছে দ্যুলোকের পানে। বোধির সূর্য এল মূর্ধন্য-চেতনার শিখরে—এল সেখানে রস-চেতনার উজান ধারা। হে বজ্রধর, দুর্ধর্ষ অথচ সুমঙ্গল তোমার বীর্য—এস, সে-ধারার নীচে নামবার পথকে রুখে দাঁড়াও! আধার পূর্ণ হোক্ সৌম্যসুধায় ; তার মাধুরী নন্দিত করুক তোমায়, নন্দিত করুক আমার অন্তরিক্ষে আর দ্যুলোকে সঞ্চরমাণ প্রাণের হোতাদের :

যারা তোমার প্রাণোচ্ছ্বাসকে বাড়িয়েছে, যারা তোমার আলোর বীর্যকে উপচে তুলেছে,

সেই মরুতেরা উৎশিখ করেছে, হে ইন্দ্র তোমার বজ্রশক্তিকে।

মধ্যদিনের এই সবনে, হে বজ্রহস্ত,

পান কর রুদ্র আর মরুদ্-গণের সঙ্গে সুধার ধারা, হে সুমঙ্গল বীর্যের আধার।।

৪

ত'ইন্ = ন্ব্ = অস্য মধুমদ্ = বিবিপ্র'

ইন্দ্রস্য শর্ধো = মরুতো = য' আসন্।

যেভির্ বৃত্রস্যেষিতো বিবেদা

হ্মর্মণো মন্যমানস্য মর্ম।।

তে— সেই মরুতেরা।

মধুমৎ শর্ধঃ— [অনুরূপ প্রয়োগ: মারুতং শর্ধঃ, যাতুমতীনাং শর্ধঃ ১।১৩৩।৩; দিব্যং শর্ধঃ ১।১৩৯।১ ; ৩।৪।১৯, ৭।৪৪।৫ ; নরাং শর্ধঃ ২।১।৫ ; প্রথমংশর্ধঃ ৪।১।১২—ইত্যাদি। প্রথম প্রয়োগটিই বেশী] সৌম্য মধু-র বীর্য, সোমপানজনিত দুর্ধর্ষ বীর্য। ইন্দ্রের বীর্য অনায়াস, কেননা পরিণাম সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয়। তাই বৃত্রের বাধাকে তিনি আঘাত করেন আনন্দে। মনে পড়ে মহিষাসুর বধের (?) সময় দেবীর মধুপানের কথা—মহিষমর্দিনীর মুখে স্মিত হাস্যের কথা। শুভ্র নির্মল রসচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে' তবে বাধার সঙ্গে লড়াই করতে হবে—এই হল সাধকের আদর্শ। চিন্ময় প্রাণই ইন্দ্রের মধ্যে এই আনন্দের বীর্যকে জাগায়।

বিবিপ্রে— [√ বিপ্ (কাঁপা) + লিট্ এ] কাঁপিয়ে তুলেছে, জাগিয়ে তুলেছে। [ধাতুর এই রূপটি অনন্য] ।

যে আসন্—যাঁরা আছেনই। মরুতেরা ইন্দ্রের নিত্যসঙ্গী ; অথবা চিন্ময় প্রাণভূমির সত্তা নিত্য; সে আছে বলেই তার আকর্ষণে আমাদের উত্তরায়ণের অভিযান শুরু হয়।

যেভির্(= যৈ) ইষিতঃ— যাদের প্রেরণায় বা প্রেষণায়। ইন্দ্রের বিশেষণ।

অমর্মণঃ মন্যমানস্য বৃত্রস্য মর্ম—বৃত্র সেই অবিদ্যাশক্তি যা আমাদের মধ্যে দেবতার আলোকে আড়াল করে রেখেছে। আমাদের প্রাণকে সে জরাগ্রস্ত করে, চেতনাকে মৃত্যুতে করে নির্বাপিত। এই বৃত্রের একটি মর্মস্থান আছে, সাংখ্যের পরিভাষায় যাকে বলা যায় অন্ধতামিস্র বা মহামোহ। বৃত্র মনে করে, সে 'অমর্মা' অর্থাৎ তার এই মর্মস্থানের খবর কেউ রাখে না, অবিদ্যার বীজকে নিঃশেষে কেউ নির্মূল করতে পারে না। বৃত্র যদি 'মার' বা মৃত্যুর শক্তি, মরুদ্গণ তাহলে অজর অমর চিন্ময় প্রাণশক্তি। সে-শক্তিই শুদ্ধ মনশ্চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে অবিদ্যার মূলকে খুঁজে বার

করতে। ইন্দ্র তাকে খুঁজে পান, তাঁর বজ্র অন্ধকারের মর্মকে বিদীর্ণ করে।

দ্যুলোকের উপান্তে আছে চিন্ময় প্রাণের নিত্যধাম—এক মহাজ্যোতির টলমল পারাবার। শুদ্ধ মনের মধ্যে অবিদ্যার আঁধারকে জয় করবার প্রেরণা আসে সেইখান থেকে। জ্যোতির্ময় প্রাণের দেবতারাই বজ্রসত্ত্বের মাঝে জাগিয়ে তোলেন সব-গেরানো সেই বীর্যের ঝড়, যা জেগেছে উদ্বুদ্ধ নির্মল রসচেতনার গহন হতে। সেই ঝড়ের মাঝে চমকে ওঠে সন্ধানী চেতনার বিদ্যুৎ, তার দীর্ঘ বিসর্পী তীক্ষ্ণ শিখা অবিদ্যার গুহাগ্রন্থিকে বিকীর্ণ করে' আনে অজর অমর দিব্যজীবনের আশ্বাস :

তাঁরাই তো এই ইন্দ্রের মধুময় বীর্যকে জাগিয়ে তুললেন—

জাগিয়ে তুললেন ইন্দ্রের সব-গেরানো বীর্যকে মরুতেরা — যাঁরা রয়েছেন নিত্য বিরাজমান ;

যাঁদের দ্বারা প্রেষিত হয়ে ইন্দ্র জানলেন বৃত্রের

মর্ম। তার মর্মস্থানকে কেউ জানে না —এই সে মনে করেছিল কিন্তু।

৫

মনুষ্বদ্ ইন্দ্র সবনং জুষাণঃ

পিবা সোমং শশ্বতে বীর্যায়।

স আ ববৃৎস্ব হর্যশ্ব যজ্ঞৈঃ

সরণ্যুভির্ অপো অর্ণা সিসর্ষি।।

মনুষ্বৎ— [তু. মনুষ্‌বৎ অগ্নে, অঙ্গিরস্বৎ অঙ্গিরো যযাতিবৎ...অচ্ছযাহি (১।৩১।১৭) এখানে মনু, অঙ্গিরা, যযাতি সবই সাধকের নাম। মনুষ্বৎ ধীমহি ১।৪৪।১১] মনুষের মত। মনুষ্ প্রবুদ্ধমনা সাধক। সোমপানের আনন্দ যেমন মানুষের, তেমনি দেবতার। আনন্দ আস্বাদনের উদ্দেশ্যই অন্তরে দেবতাকে জাগানো। একই সুধাপাত্রে চুমুক দিচ্ছেন দেবতা আর মানুষ দুইই।

শশ্বতে বীর্যায়— চিরন্তন অপরাজিত বীর্যলাভের জন্য, —যে-বীর্য ইন্দ্র-সাধককে 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' করবে।

আ ববৃৎস্ব—[√ বৃৎ (ঘুরে আসা) + লোট্ স্ব] কাছে এস।

যজ্ঞৈঃ— যাঁরা যজনীয়, আমাদের সাধনার ধন, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে। তাঁরা কে? —মরুদ্‌গণ। সংসারের উজানে প্রাণযমুনার তাঁরা অমৃতপ্রবাহ। বাঁশি বাজছে ঐখান থেকে।

সরণ্যুভিঃ— [√ সৃ (সরা, বয়ে চলা) > সরণ্য (তু. অরণ্য্ < √ ঋ. জরণ্যুঃ ১০।৬১।২৩, তপস্য < তপ্ বিপণ্যু < বিপ্ ইত্যাদি) + উ + ভিস্। তু. সরণ্যুভিঃ ফলিগম্ ইন্দ্র শক্র বলং রবেণ দরয়ো দশগ্বৈঃ ১।৬২।৪ ; সরণ্যু দেবী, উষার নাম ১০।১৭।২ ; দ্র. নিরুক্ত] যাঁরা ছুটে চলেন, ধাবমান।

অর্ণা— (= অর্ণানি, অকারান্ত প্রয়োগ তু. ৩।২২।৩ ; ৫।৩২।৮)— ঢেউ-এর সারি। আলোর প্লাবন (অপঃ) আর আলোর ঢেউ—তমঃশক্তি যাদের আড়াল করে রেখেছিল।

সিসর্ষি— [√ সৃ + লট্ সি, অন্তর্নিহিত অর্থ] সরাও, মুক্ত কর।

হে দেবতা, এই যে নিঙ্‌ড়ে দিয়েছি উর্ধ্বস্রোতা সোমের ধারা, এই যে আমার প্রবুদ্ধ চেতনায় জ্বলে উঠেছে তোমারই আলো। জীবনের সুধাপাত্র আজ তোমার অধরের স্পর্শ পাক, আমার আনন্দে ঝিকিয়ে উঠুক তোমার আনন্দ—মৃত্যুজিৎ বীর্যের আবির্ভাব হোক্ তোমার এই সৌম্যমধু-র আস্বাদনে। এসো হিরণ্যদ্যুতি শক্তির রথে

এই আধারে—সঙ্গে এনো আমার চিরন্তন কামনার ধন সেই চিন্ময় প্রাণের ক্ষিপ্র ধারা। পাথর চাপা রয়েছে আলোর উৎস মুখে। তাকে বিদীর্ণ কর, হে বজ্রসত্ত্ব, —আন প্লাবন, আন তরঙ্গের দোলা :

প্রবুদ্ধমনা মানুষের সঙ্গে, হে ইন্দ্র, সোমের সবনে নন্দিত হও—
পান কর তার ধারা শাশ্বত বীর্যের তরে।
তুমি কাছে এসো, হিরণ্যবাহন, যজনীয়দের সঙ্গে নিয়ে—
খরস্রোতাদের সাথে তুমিই তো প্লাবন বহাও—জাগাও ঢেউএর দোলা।।

৬

ত্বম্ অপো যদ = ধ বৃত্রং জঘন্বাঁ
অত্যাঁ ইব প্রাসৃজঃ সর্তবাজৌ।
শয়ানম্ ইন্দ্র চরতা বধেন
বব্রিবাংসং পরি দেবীর্ অদেবম্।।

[বৃত্রবধ— প্রাণের মুক্তি]

জঘন্বান্— [হন্ + ক্বসু। ১।৩২।১১] হত্যা করেছ, আঘাত হেনেছ (বৃত্রকে)।

অত্যান্— [√ অত্ (চলা, ছোটা) + য (কর্তায়) + ২ব ; ১।৫৬।১ ; তু. উপান্তে অশ্বাঁ অত্যাঁ ইবাজিষু ২।৩৪।৩ ; সেখানে অত্য = দ্রুতগামী, অশ্বের বিশেষণ]

আজৌ— [নিরুক্ত, সংগ্রাম, G. race < √ অজ্ (ছোটানো)? ; ছান্দোগ্য— Goal] ঘোড়দৌড়।

শয়ানম্ (বৃত্রম্)— বৃত্র যখন লড়ছে, তখন তার প্রকৃতি রাজসিক ; যখন সে শুয়ে আছে, তখন তামসিক। বেদান্তী বলেন অবিদ্যার বিক্ষেপ আর আবরণ। এখানেও শয়ান বৃত্রকে বলা হয়েছ 'বব্রিবান্'—সব ঢেকে আছে। শয়ানের সঙ্গে তুলনীয় পতঞ্জলির 'আ-শয়' অথবা সূক্ষ্ম সংস্কার। ইন্দ্র বৃত্রের এই সূক্ষ্মতম সংস্কারকে নষ্ট করছেন।

চরতা বধেন— সঞ্চরমাণ প্রহরণ অর্থাৎ বিদ্যুৎ দিয়ে। প্রশান্ত চিত্তে যে-আলো ফোটে, তার গভীরে অনুপ্রবেশ করবার শক্তি আছে। উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে অগ্র্যাবুদ্ধি। অবচেতনার গভীর বৃত্তিগুলি তাতেই ধরা পড়ে। অগ্র্যাবুদ্ধির এই মর্মভেদী শক্তিকে এখানে তুলনা করা হচ্ছে বিদ্যুতের সঙ্গে। ভ্রূমধ্যে চেতনাকে গুটিয়ে এনে তারপর সন্ধানী আলোর ঝলক ফেলতে হবে নীচের কেন্দ্রগুলির গভীরে।

বব্রিবাংসম্— [√ বৃ (আবরণ করা) + ক্বসু, ২-এ] চারদিক থেকে ('পরি') ঢেকে আছে যে আলোর ধারাদের (দেবীঃ)। নিজে সে 'অদেব' অর্থাৎ অন্ধকার।

আধারের গভীরে, আমাদের অবচেতনায় আছে জ্যোতির্ময় প্রাণের শতধারা। অবিদ্যার অন্ধকারায় তারা বন্দী হয়ে আছে, নিশ্চল হয়ে আছে জড়ত্বের পাষাণচাপে। হে বজ্রসত্ত্ব, আমার ভ্রূমধ্য হতে তুরঙ্গগতিতে ছুটল তোমার অগ্র্যাবুদ্ধির সন্ধানী-বিদ্যুৎ—তার সূচীমুখ বিদীর্ণ করল অবিদ্যার মর্মগ্রন্থিকে, প্রাণের ভোগবতী ধারা অজস্র আলোর প্লাবনে মুক্তি পেল :

তুমি যখন বৃত্রকে আঘাত হানলে, প্রাণের ধারাদের
তুরঙ্গের মত মুক্তি দিলে ছুটে চলতে লক্ষ্যের পানে।
বৃত্র শয়ান ছিল, হে বজ্রসত্ত্ব ; চলন্ত প্রহরণ দিয়ে হানলে তাকে
চারদিক হতে ঘিরে ছিল যে জোতির্ময়ীদের—আঁধার হয়ে।।

৭

যজাম ইন্ = নমসা বৃদ্ধম্ ইন্দ্রং
বৃহন্তম্ ঋষ্বম্ অজরং যুবানম্।
যস্য প্রিয়ে মমতুর্ যজ্ঞিয়স্য
ন রোদসী মহিমানং মমাতে।।

[অজর, অমেয়, বৃহৎ, বিশ্বোত্তীর্ণ]

নমসা বৃদ্ধম্— আমাদের প্রণতিতে যাঁর বৃদ্ধি বা উপচয়। আমার অহংকে যত ছোট করব, তাঁকে ততই বৃহৎ করে পাব।

ঋষ্বম্— [√ ঋষ্ (তীক্ষ্ণ হওয়া) + ব, ২-এ] সূক্ষ্মাগ্র, অতএব বিশ্বোত্তীর্ণ। 'বৃহন্তম্' বোঝাচ্ছে বিশ্বময় ব্যাপ্তিকে।

অজরং যুবানম্— জরাহীন নিত্য তরুণ তিনি। তারুণ্য সমস্ত দেবতারই লক্ষণ। দেহ আর মন বা চেতনা যদি সুরে বাঁধা থাকে, তাহলে দেহ জরাগ্রস্ত না হওয়াই স্বাভাবিক। মনের তারুণ্য দেহের বার্ধক্যেও অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। তারুণ্য তাই ইন্দ্রশক্তির ধর্ম। অতএব উপনিষদের ঋষির প্রার্থনা—'আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় আপ্যায়িত হোক্'। মস্তিষ্ককোষগুলি চিরতরুণ থাকে নাকি। সৌম্য-চেতনাকে ঐখানে ধারণা করতে পারলে বলি-পলি রহিত হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রিয়ে রোদসী— দ্যুলোক-ভূলোক তাঁর লীলাভূমি, তাই প্রিয় ; তিনি আনন্দরূপে সর্বত্র।

ন মমতুঃ, ন মমাতে— কোনও দিন পার পায়নি (তাঁর মহিমার), পাবেও না।

নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে তাঁর আরাধনা আমাদের, তাইতে তিনি ষোড়শকল পূর্ণতায় হৃদয়ে জাগেন... বৃহৎ হয়ে ছড়িয়ে পড়েন বিশ্বময়, উজিয়ে যান মূর্ধন্যচেতনার ওপারে, উচ্ছল তারুণ্যে নন্দিত হন প্রাণের কূলে-কূলে। এই-যে তাঁর উপচে চলা,

তার কূল পায় না কেউ ; তাঁর আনন্দনিকেতন এই-যে ভূলোক আর ঐ-যে দ্যুলোক, তাঁর মহিমাকে তারাও তো বেড়ে পায়নি, পাবেও না কোনওদিন। ...অথচ আমাদের চির আরাধনার ধন যে তিনি :

ইন্দ্রের আরাধনা করি আমরা—প্রণতি দিয়ে উপচে তুলেছি যাঁকে কলায়-কলায় :

বৃহৎ তিনি, তুঙ্গতায় সূক্ষ্মতম—জরাহীন যুবা তিনি।

তিনি সাধনার ধন: তাঁর প্রিয় এই দ্যুলোক-ভূলোক বেড়ে পায়নি

তাঁর মহিমাকে—পাবেও না।।

৮

ইন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি
ব্রতানি দেবা ন মিনন্তি বিশ্বে।
দাধার যঃ পৃথিবীং দ্যাম্ উতেমাং
জজান সূর্যম্ উষসং সুদংসাঃ।।

[সুকর্মা, সুব্রত, রোদসীর ধর্তা, উষা-সূর্যের জনক]

কর্ম সুকৃতা পুরূণি—[= পুরূণি কর্মাণি সুকৃতানি] তাঁর সব কাজই নিখুঁত। কর্ম সামান্যবাচী, ব্রতানি বিশেষবাচী। ব্রতে তাঁর ইচ্ছাশক্তির বিশেষ প্রকাশ। জড়লোকে বা চেতনলোকে সর্বত্রই তাঁর কর্ম চলছে সামান্যসম্পদরূপে ; কিন্তু চেতনায় বিশেষ রূপে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর ব্রত। চিৎশক্তির সমস্ত ক্রিয়াকে একটি বিশেষ অর্থে সমর্পণ করা সেই ব্রতের বৈশিষ্ট্য। অতএব, 'বিশ্বদেবেরা তাঁর ব্রতকে লঙ্ঘন করেন না।' এই ব্রতই তন্ত্রের অনুগ্রহ শক্তি। পঞ্চকৃত্যকারী শিব ; তাঁর

তিনটি ক্রিয়া (সৃষ্টি, স্থিতি, লয়) প্রাকৃত, তিরোধান ও অনুগ্রহরূপ দুটি ক্রিয়া অপ্রাকৃত। এই শেষের দুটিই ব্রতের পর্যায়ে পড়বে।

দাধার পৃথিবীং দ্যাম্—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মূলাধারে পৃথিবী, 'শিরসি সহস্রারে' দ্যুলোক। অতএব ইন্দ্রচেতনা দুয়ের মধ্যে সুষুম্নকাণ্ডবাহিনী—তন্ত্রের ভাষায় বজ্রনাড়ীসঞ্চারিণী। মূলাধার আর সহস্রারের মধ্যে ফোটে উষা—স্বাধিষ্ঠানে, সূর্য—বিশুদ্ধে। সাংখ্যযোগের ভাষায় ফোটে প্রাতিভ-সংবিৎ এবং বিজ্ঞান।

সুদংসাঃ— [তু. পুরুদংশাঃ ৩।১।২৩] সুমঙ্গল লীলা যাঁর, অথবা অনায়াস যাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছামাত্রে সব-কিছু করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ অথচ অনায়াস ব্রত হল আমাদের মধ্যে আলো ফোটানো।

বজ্রসত্ত্ব জীবন শিল্পী, —নৈপুণ্যের তাঁর তুলনা নাই। বিশ্বভুবনের প্রত্যেকটি কাজ তাঁর ঋতের ছন্দে নিখুঁত। সবচেয়ে আশ্চর্য তাঁর চিন্ময় জগতের লীলা—যেখানে তাঁর সত্যসঙ্কল্পের বৃন্তে এসে মেলে চিৎশক্তির সকল ধারা, জীবনকে গড়ে তোলে সহস্রদল পদ্মের মত। সেইখানে তাঁর সুষুম্নসঞ্চারী বজ্রশক্তি দ্যুলোক আর ভূলোকের মাঝে হয় আনন্দের সেতু, আর অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে চিদাকাশে ফোটায় প্রাতিভসংবিতের উষা, ফোটায় বিজ্ঞানের সৌরদীপ্তি:

ইন্দ্রের যত কাজ, সবই-যে নিখুঁত ;

তাঁর স্ব-তন্ত্র সঙ্কল্পকে বিশ্বের জ্যোতিঃশক্তিরা লঙ্ঘন করেন না।

ধরে আছেন তিনি পৃথিবীকে, আর এই দ্যুলোককে...

জন্ম দিয়েছেন সূর্যকে আর উষাকে লীলাময়।।

৯

অদ্রোঘ ! সত্যং তব তন্ = মহিত্বং

সদ্যো যজ্ = জাতো অপিবো হ সোমম্।

ন দ্যাব 'ইন্দ্র তবসস্ ত' ওজো।

ন + হা ন মাসাঃ শরদো বরন্ত।।

[সদ্যোজাতের কালাতীত দীপ্তি]

অদ্রোঘ— আমাদের প্রতি দ্রোহ বা বিদ্বেষবুদ্ধি যাঁর নাই, প্রসন্ন। তু. আশুতোষ।

সদ্যোজাতঃ— জন্ম মাত্রই। ইন্দ্রচেতনার আবির্ভাব মাত্রই যদি রসের ধারা উজান বইতে থাকে, তাহলে তাঁর সেই মহিমাই অনুত্তম। (তৈত্তিরীয় সংহিতায় এবং তন্ত্রে 'সদ্যোজাত' শিবের এক নাম ; পঞ্চমুখের একটি মুখ সদ্যোজাত।] তীব্রতম শক্তিপাতের ফলেই এমনটি হওয়া সম্ভব। তু. তন্ত্রের শাম্ভবোপায়।

দ্যাবঃ অহা— [= দ্যাবঃ অহানি] 'দ্যাবঃ' দিন, 'অহা' তাহলে রাত্রি। দিন, রাত, মাস বা বৎসর কিছুই তোমার বজ্রশক্তিকে সংবৃত করে না। **এই হল 'সদ্যোজাতের' মহিমা। তাঁর শক্তি সহজ বলেই অক্ষয়। একেই বলে অসাধনে পাওয়া। কৃচ্ছ্রতায় যে-পাওয়া, তার মেয়াদ হয় একদিন, নয়তো একমাস, নয়তো একবছর। কিন্তু এ-পাওয়া কালাতীত নিত্যের দেশের পাওয়া।**

হে দেবতা, প্রসন্ন হয়েছ, সহজ হয়েছ তুমি। আমার উন্মুখ চেতনায় অতর্কিত তোমার আবির্ভাব এক মুহূর্তেই এ কোন-সুধার ধারা উজান বইয়ে দিল! সত্তার অণুতে-অণুতে তোমার বজ্রশক্তির বিচ্ছুরণ—অকারণ, অবারণ! দিনের আলো মিলিয়ে যায়, রাতের আঁধার গড়িয়ে চলে—মাসের পর মাস যায়, শরতের পর

শরৎ—তবুও যে আমার আধারে অনির্বাণ তোমার বজ্রের দীপ্তি। হে দেবতা, এই তোমার সত্য! এই তোমার মহিমা :

হে অদ্রোহী! সত্য তোমার সেই মহিমা—
সদ্যোজাত হয়ে যখন পান করলে সোমের ধারা
হে ইন্দ্র, নিত্য উপচীয়মান তুমি, তোমার বজ্রতেজকে—না দিনের আলো
না রাতের আঁধার, না মাস, না শরৎ, সংবৃত করল!

১০

ত্বং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্র
মদায় সোমং পরমে ব্যোমন্।
যদ্ = ধদ্যাবাপৃথিবীর্ আবিবেশীর্
অথ ভবঃ পূর্ব্যঃ কারুধায়াঃ।।

[পরমে ব্যোমন্‌হতে সদ্যোজাতের সাযুজ্য ও কবিচোদনা]

সদ্যোজ্যাতঃ পরমে ব্যোমন্— পরম ব্যোম তন্ত্রের সহস্রার, বৌদ্ধের মহাশূন্য। এইখানে ইন্দ্রচেতনার অতর্কিত উন্মেষ হতে পারে একমাত্র তীব্রতম শক্তিপাতের ফলে। কেনোপনিষদে এর বর্ণনা আছে। ইন্দ্র কাছে যেতেই যক্ষ অন্তর্হিত হলেন আর মহাশূন্যে ফুটল বহুশোভমানা হৈমবতী উমার রূপ! অগ্নি বা বায়ুর মত ইন্দ্রকে পরীক্ষা দিতে হয়নি; তাই ইন্দ্র ব্রহ্মকে 'নেদিষ্ঠং পস্পর্শ।' রূপক ভেঙ্গে ঋষি আবার বললেন, তাঁকে পাওয়া কেমন জান? যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল, আবার মিলিয়ে গেল। চকিতের প্রকাশ, কিন্তু চেতনায় অক্ষয় হয়ে রইল।

যদ্ হদ্যাবাপৃথিবীঃ আবিবেশীঃ—তারপর সে সিদ্ধচেতনা নেমে এলো দ্যুলোকে, এলো পৃথিবীতে। **এই হল অবতরণের রহস্য।** পরম-ব্যোম মহাশূন্য, আর দ্যুলোক আলো-ঝলমল শুদ্ধসত্ত্বের ভূমি।

কারুধায়াঃ— [কারু + √ ধা (ধারণ করা, পোষণ করা) + অস্, ১-এ. । তু. ৬।২৪।২ ত্বমসি প্রদিবঃকারুধায়াঃ ৬।৪৪।১২, ১৫ ; ৬।২১।৮ । সর্বত্র ইন্দ্রের বিশেষণ।] কারু বা গায়কের বিধাতা, সুরশিল্পীর জীবন দেবতা, তার সঙ্গীতের উৎস। **আগে পরমব্যোমে চিৎশক্তির অরোরা, তারপর দ্যুলোকে-ভূলোকে চিদাবেশ—তারপর কবির কণ্ঠে নতুন উষার সঙ্গীত। প্রবক্তার সৃষ্টি হয় এই রীতিতে।**

যে মহাশূন্যে অপর্ণাচেতনার বিদ্যুৎ-নিমেষ, সেই সব-খোয়ানো নৈঃশব্দ্যের মাঝে অতর্কিত তোমার আবির্ভাব, হে বজ্রসত্ত্ব। রোমাঞ্চিত আকাশ চমকে উঠ্ল : তার বুকে থৈ-থৈ করছে তোমার পানোন্মত্ত আনন্দের জ্যোছনার সায়র। ... তারপর, তোমার চিদ্‌বীর্য নেমে এল দ্যুলোকের জ্যোতিরঙ্গনে, অনুষিক্ত হল শ্যামলী পৃথ্বীর তনুর অণুতে-অণুতে। তুমি এলে, নেমে এলে মর্ত্যের কবির হৃদয়ে—তার কণ্ঠে ফোটালে প্রথম উষার বন্দনাগান :

তুমি সদ্যোজাত হয়ে পান করলে, হে বজ্রসত্ত্ব,

উন্মাদন সোমের ধারা ঐ পরম ব্যোমে।

যখন দ্যুলোক আর ভূলোকে আবিষ্ট হলে, —

তখন তুমিই হলে সবার আগে সুরশিল্পীতে নিহিত সঙ্গীতনির্ঝর।।

১১

অহন্ন = অহিং পরিশয়ানম্ অর্ণ
ওজায়মানং তুবিজাত তব্যান্।
ন তে মহিত্বম্ অনু ভূদ্ অধ দ্যৌর্
যদ্ অন্যয়া স্ফিগ্যা ক্ষাম্ অবস্থাঃ।।

[অহিহত্যা—নটরাজ]

অর্ণঃ পরিশয়ানম্ অহিম্— প্রাণতরঙ্গের মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে যে-অহি। এই অহি স্পষ্টতই তন্ত্রের কুণ্ডলিনী। সে-ই জাগলে হয় 'অহির্বুধ্ন্যঃ'—মূলাধারের সাপ। শক্তি ঘুমিয়ে থাকলে অবিদ্যা, জাগলেই বিদ্যা। এই অহিকে ইন্দ্র আঘাত করেন (অহন্) চরণ দিয়ে; তাহলেই চতুর্থ ছত্রের অর্থ সঙ্গত হয়। অহির ফণাতে নৃত্য স্মরণ করিয়ে দেয় কালীয়দমনের ছবি। কালীয়ের বিষ সবার চেতনাকে আচ্ছন্ন করত। অবিদ্যার আবরণ শক্তি।

ওজায়মানম্— বীর্যের প্রকাশ করছে যে-অহি। অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তি। অবচেতনা হতে সাপ বেরিয়ে আসে, তারপর শুরু হয় তার সঙ্গে লড়াই। দেবতার লড়াই নৃত্যের ছন্দে ; তার দুটি ছবি—একটিতে নট শ্রীকৃষ্ণ, আর-একটিতে শিব।

দ্যৌঃতে মহিত্বং ন অনু ভূৎ— দ্যুলোকে তোমার মহিমার অনুরূপ হল না, অর্থাৎ তোমার মহিমা দ্যুলোককেও ছাপিয়ে গেল।

অন্যয়া স্ফিগ্যা— স্ফিগী = কটি, উরু। চরণের উপলক্ষণ। একটি চরণ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, আর-একটি চরণ নৃত্যের উল্লাসে উল্লসিত—যেমন দেখা যায় নটরাজের মূর্তিতে। এটি বাম চরণ। তু. 'সব্যাম্ অনু স্ফিগ্যং বাবসে বৃষা'—বাম চরণে আচ্ছাদন করে রইলে তুমি বীর্যের নির্ঝর হয়ে (৮।৪।৮)। এখানেও।

ক্ষাম অবস্থাঃ— পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রইলে। কালীয়দমন আর নটরাজের নৃত্যের মূল এইখানে পাওয়া যাচ্ছে। ইন্দ্র 'নৃতু' বা নট বলে উল্লিখিত অনেক জায়গায়।

তরঙ্গায়িত অবচেতনার গভীরে অবিদ্যার অন্ধশক্তি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে সাপের মত। তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে চেতনা আচ্ছন্ন, তারই মধ্যে চলে আত্মজাগরণের কৃচ্ছ্রমন্থর তপস্যা—তিলে-তিলে ঘটে বীর্যের উপচয়। তার চরম পর্বে বজ্রচকিত তোমার আবির্ভাব, হে বজ্রসত্ত্ব। তোমার চরণের আঘাতে বৃত্রশক্তি ফণা ধরে ওঠে, —শুরু হয় আলো আর আঁধারের লড়াই। তোমার সংগ্রাম নৃত্যের ছন্দে, হে নটরাজ। ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত একটি চরণের ছায়ায় পৃথিবী আশ্বস্ত, দ্যুলোক পরাস্ত তোমার অমেয় জ্যোতির বৈপুল্যে :

হানলে তুমি অহিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল যে ঢেউএর মাঝে—
হানলে বীর্যায়মানকে, হে বীর্যজাত, আধারে বলীয়ান্ হয়ে।
তোমার মহিমাকে আঁটতে পারল না তো ঐ দ্যুলোক—
যখন আর-একটি উদ্যত চরণে পৃথিবীকে কাঁপালে তুমি।।

১২

যজ্ঞো হি ত ইন্দ্র বর্ধনো ভূদ্
উত প্রিয়ঃ সুতসোমো মিয়েধঃ।
যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অব যজ্ঞিয়ঃ সন্
যজ্ঞস্ তে বজ্রম্ অহিহত্য আবৎ।।

[যজ্ঞরহস্য]

যজ্ঞঃ— উৎসর্গের সাধনা, যার মূল কথা 'রিক্ততা'। দেবতাকে সব দিয়ে নিঃস্ব হতে হবে, তবে জীবন আলোয় ভরে উঠবে। রিক্ততাতেই শুদ্ধসত্ত্বের উপচয়। এই রিক্ততাই আত্মযোগীর বৈরাগ্য। সুতরাং যজ্ঞে বা কর্মে আর সন্ন্যাসে কোনও তফাৎ নাই।

মিয়েধঃ— [= মেধ্যঃ < মেধা > √ মিধ্ (অনুপ্রবিষ্ট হওয়া)। তু. অয়ং যজ্ঞো দেবয়া অয়ং মিয়েধঃ ১।১৭৭।৪ ; অগ্নিং হোতারং প্র বৃণে মিয়েধে ৩।১৯।১ ; ৩।১৯।৫ ; ৭।১।১৭ আসানেভি র্যজমানো মিয়েধৈঃ দেবানাং জন্ম বসূয়ুর্ববন্দ ৬।৫১।১২ ; দেবতমঃ মিয়েধঃ ১০।৭০।২] সত্যাবগাহী একাগ্রভাবনা দ্র. ৩।১৯।১। তার মধ্যে যদি রসচেতনার উজান ধারা বয় তবে তাই হয় দেবতার প্রিয়।

যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অব— তোমার রিক্ততার আবেশ দিয়ে আমার রিক্ততার সাধনাকে অটুট রাখ। রিক্ততা আমাদের সাধ্য, কিন্তু দেবতার পক্ষে তা সিদ্ধ। দেবতা স্বভাবতই রিক্ত অতএব পূর্ণ—আকাশের মত।

অহিহত্যে—অহিকে হানবার সময়। যজ্ঞ তখন বজ্রশক্তিকে অটুট রাখবে। রিক্ততাই যথার্থ বজ্রশক্তি ; তু. শূন্যতা বজ্র উচ্যতে।

হে বজ্রসত্ত্ব, আমার সব-খোয়ানো রিক্ততাতেই ফুটল তোমার ষোড়শকল মহিমা—আমার স্বরূপশূন্য সমাধিভাবনাই রসের ধারাকে উজান বইয়ে তোমায় করল নন্দিত। আমার রিক্ত আকাশে পূর্ণতার ইন্দু তুমি—এই রিক্ততাকে অটুট কর, তোমারই রিক্ততার আবেশে। সে অকিঞ্চন রিক্ততাই বজ্র হয়ে বিদীর্ণ করুক অন্ধশক্তির কুণ্ডলীকে:

যজ্ঞই যে তোমার, হে বজ্রসত্ত্ব, উপচয়ের কারণ হল —

আবার তোমার প্রিয় হল সৌম্যসুধা নির্ঝরণ আমার একাগ্রভাবনা।

যজ্ঞ দিয়ে যজ্ঞকে অটুট কর যজ্ঞিয় হয়ে—

যজ্ঞই তোমার বজ্রকে অহিহত্যায় অটুট্ করুক।।

১৩

যজ্ঞে নে ন্দ্রম্ অবসা চক্রে অর্বাগ্

ঐনং সুম্নায় নব্যসে ববৃত্যাম্।

যঃ স্তোমেভির্ বাবৃধে পূর্ব্যেভির্

যো মধ্যমেভির্ উত নূতনেভিঃ।।

[তাঁর গান চিরন্তন]

যজ্ঞেন অবসা— আমার উৎসর্গের সাধনায় এবং তাঁর প্রসাদে তাঁকে আমি নামিয়ে এনেছি (অর্বাক্ চক্রে)।

নব্যসে সুম্নায়— সৌম্যসুধার নতুন ধারায় ভাসব বলে। তু. 'প্র ণঃ পূর্বস্মৈ সুবিতায় বোচত মক্ষূ সুম্নায় নব্যসে' ৮।২৭।১০।

পূর্ব্যেভিঃ মধ্যমেভিঃ নূতনেভিঃ—প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে আর নতুন যুগে—তিন যুগেই তাঁর গান গেয়ে এসেছে সাধকেরা।

আমার রিক্ত হৃদয়ের আকাশে ফুটল তাঁর আলোর প্রসাদ— দেবতাকে আমি নামিয়ে আনলাম এইখানে। আজ তাঁর দৃষ্টি ফিরাই আমার পানে—এই আধারে বয়ে যাক সৌম্যসুধার নতুন জোয়ার। তাঁর গান, —সে তো আজকের নয়। সেই আদি যুগে, মধ্যযুগে আর এই যুগে কবির হৃদয়ে গানের সুরে উপচে চলেছে তাঁর সত্ত্বধারা,—সে তো আজ নয় :

আমার উৎসর্গে আর তাঁর প্রসাদে ইন্দ্রকে এনেছি নামিয়ে, —

এই দিকে তাঁর মোড় ফেরাতে চাই নতুন সৌম্যসুধার তরে।

তিনি উপচে চলেছেন পূর্বতন

মধ্যতন আর এই-যে নূতন সুরের লীলায়।

১৪

বিবেষ যন্ = মা ধিষণা জজান

স্তবৈ পুরা পার্যাদ্ ইন্দ্রম্ অহ্নঃ।

অংহসো যত্র পীপরদ্ যথা নো

নাবেব যান্তম্ উভয়ে হবন্তে।।

[শেষের দিনের নেয়ে]

বিবেষ— [√ বিষ্ (ছেয়ে থাকা, to be active (G) + লিট অ ; তু. যো ভূয়িষ্ঠং নাসত্যাভ্যাং বিবেষ ৫।৭৭।৪ ; তনূনপাৎ...অন্যস্য ইবেহ তন্বা বিবেষ ২।৩৫।১৩ ; ভীমো বিবেষ আয়ুধেভির্ অপাংসি ৭।২১।৪ ; যাভি র্বিবেষ হর্যস্ব ধীভিঃ ৭।৩৭।৫ ; যো অস্য পারে রজসো বিবেষ ১০।২৭।৭ ; বিশ্বং বিবেষ্টি দ্রবিণমুপক্ষু ১০।৬১।১২ । জরাবোধ তদ্ বিবিড়্ঢি ১।২৭।১০ ; তদ্ বিবিড়্ঢি যৎ ত ইন্দ্রো জুজোষৎ ৮।৯৬।১২ ; চেতিয়ে তোলা (to stir up) এই অর্থটাই খাটে বলে মনে হয়। বিষ্ণু তাহলে সবিতা, প্রচোদয়িতা] চেতিয়ে তুলেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। কে?

ধিষণা— ধ্যানচেতনা দ্র. ৩।৩১।১৩ Divine afflatus.

জজান— উৎপন্নকরল (স্তব)। দেবতার প্রেরণাই আমায় সঙ্গীতমুখর করে তুলল।

স্তবৈঃ — যেন স্তব করতে পারি। আজ যে সঙ্গীত হৃদয়ে জাগল, তা যেন শেষের দিন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত থাকে।

পার্যাদ্ অহ্নঃপুরা— [তু. পার্যে দিবি ৬।১৭।১৪, ২৩।২।, ৩৩।৫, ৪০।৫, ৭।৩২।১৪, ২১, ৮৩।৫, ৯।১।৭ ; পার্যে অহন্ ৬।২৬।১ ; পার্যে ধনে ৮।৯২।৯ ;] শেষের দিনের আগ পর্যন্ত। শেষের দিন, তু. Last day of Judgement, কিয়ামৎ।

যত্র— যেদিন।

পীপরৎ— [√ পৃ (পার করা) + লেট দ্] যেন পার করে নেন।

নাবেব যান্তম্ উভয়ে হবন্তে—নৌকায় করে যে চলেছে দু'তীর হতে তাকে সবাই ডাকে। ইন্দ্র নাবিক—এপার হতে ওপারে নিয়ে যাবেন। সবাই তাঁকে ডাকে। এপার থেকে ওপারে যেতে চায় মানুষ ; কিন্তু ওপার থেকে এপারে আসতে চায় কারা? —দেবতারা। অগ্নি যেমন ভূলোক-দ্যুলোকের মধ্যে দূত, ইন্দ্রও তেমনি দু'পারের মধ্যে 'নেয়ে'।

আজ আমার কণ্ঠে ফুটেছে গান, ধ্যানচেতনার তীব্র সংবেগ সুরের ধারায় গলে পড়ছে। এ-ধারা অনিরুদ্ধ হোক্—হৃদয়ের প্রদ্যোতে উজ্জ্বল সেই শেষের দিনটি পর্যন্ত যেন বজ্রসত্ত্বকে ডেকে যেতে পারি। সেদিন যেন সে নিপুণ নাবিক আমাদের পার করে নিয়ে যান এখানকার এই ক্লিষ্ট চেতনার আবর্ত হতে তাঁর অনিবাধ বৈপুল্যের স্বাচ্ছন্দ্যে। চিন্ময় প্রাণের স্রোতে ভেসে চলেছে তাঁর তরণি—মানুষ আর দেবতা দু'কূল হতে ডাকছে তাঁকে :

চেতিয়ে তুলল আমাকে যখন ধ্যানচেতনার সংবেগ, সুরকে সে জন্ম দিল।

যেন গেয়ে যেতে পারি শেষের দিনের আগ পর্যন্ত ইন্দ্রের গান—

ক্লিষ্টতা হতে সেদিন পার করেন যেন আমাদের তিনি :

নায়ে চলেছেন তিনি ; দু'কূল থেকেই ডাকছে তাঁকে।।

১৫

আপূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহা

সেক্তেব কোশং সিসিচে পিবধ্যে।

সম্ উ প্রিয়া আববৃত্রন্ মদায়

প্রদক্ষিণিদ্ অভি সোমাস ইন্দ্রম্।।

[আমি সুধাপাত্র]

কলশঃ— [কখনও মনুষ্য-আধার সোমপাত্র, কখনও-বা দেবতা। তু. সমুদ্রং স্থঃ কলশঃ সোমধানঃ ৬।১৯।৬ ; আবার এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম্...অয়ং চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি ১০।৩২।৯, —যদিও কলশ সম্বোধন এখানে কাকে করা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। ইন্দ্র সুধাপাত্র—এও হতে পারে] (সোমরসে পূর্ণ এই) আধার।

সেক্তা— [অনন্য প্রয়োগ] যে জল সেচন করে, ভিস্তি।

কোশ— মশক। আধার অর্থ উপনিষদে প্রসিদ্ধ।

সিসিচে— আমি সেচন করেছি অর্থাৎ সোমরসে ভরেছি—তুমি পান করবে বলে।

সম্ আববৃত্রন্— [সম্ + আ = √ বৃৎ (ঘুরিয়ে আনা) + লঙ অন্] সমাবর্তিত করল, ঘুরিয়ে আনল।

প্রিয়াঃ সোমাসঃ— আমার হৃদয়ের সোম তাঁর প্রিয়, কেননা আমি যে তাঁর। তিনি যে আমার।

প্রদক্ষিণিৎ— [তু. প্রদক্ষিণিৎ অভি গৃণন্তি কারবঃ ২।৪৩।১ ; প্রদক্ষিণিদ্ দেবতাতিং

উরাণঃ ৩।১৯।২, ৪।৬।৩ ; প্রদক্ষিণিৎ মরুতাং স্তোমম্ ঋধ্যাম্ ৫।৬০।১ ; শুষ্ণং পরি প্রদক্ষিণিদ্ বিশ্বায়বে নি শিশ্নথঃ ১০।২২।১৪]
ডান দিকে থেকে অর্থাৎ সুকৌশলে। স্মরণীয়, যোগঃ কর্মসু কৌশলম্; যুদ্ধের উপায় কৌশল্য।

পরিপূত সৌম্যসুধায় এই-যে এবার পূর্ণ করেছি দেহের পাত্রখানি ; হে দেবতা, তুমি এসো। —তুমি পান করবে বলেই না আমার এই আয়োজন।... জানি, এই আধারের সৌম্য-সুধাই তাঁর প্রিয়—কী করে তাঁর মন ভোলাতে হয়, তা সে জানে। তাই আনন্দে তিনি ছুটে আসেন এইখানে—এই হৃদয়ের নিকুঞ্জবিতানে:

আপূর্ণ তাঁর কলশ ; আসুন তিনি!

সেক্তার মত মশককে পূর্ণ করেছি—তিনি পান করবেন বলে।

তাঁর প্রিয় এই সোমের ধারা—টেনে এনেছে তাঁকে মাতাল করতে—
সুকৌশলে টেনে এনেছে সোমের ধারারা ইন্দ্রকে।।

১৬

ন ত্বা গভীরঃ পুরুহূত সিন্ধুর্
ন + দ্রয়ঃ পরি ষন্তো বরন্ত।
ইত্থা সখিভ্য ইষিতো যদ্ ইন্দ্রা
২২ দৃলহং চিদ্ অরুজো গব্যম্ উর্বম্।।

[আলোর আড়াল ভাঙলে]

সিন্ধুঃ— প্লাবন। প্রাণের প্রতীক। গভীর সিন্ধু হল অবচেতন প্রাণ—আলো লুকিয়ে আছে সেইখানে।

পরিষন্তঃ অদ্রয়ঃ—চারদিকে ঘিরে আছে যে নিরেট পাষাণ। জড়ত্বের প্রতীক। আলো আড়াল হয়ে আছে অবচেতনা আর অচেতনার দ্বারা।

ইত্থা ইষিতঃ— এমনি করে সাধনবীর্যের দ্বারা প্রেরিত হয়ে, আমাদের রসচেতনার শুদ্ধ সংবেগের প্রেষণায়। ইন্দ্র বাধাকে ভাঙেন আনন্দে, কেননা কোনও বাধাই তাঁর কাছে বাধা নয়।

সখিভ্যঃ— বন্ধুদের জন্য। যারা তাঁকে চায়, তিনি তাদেরই বন্ধু ; তাদের আলোর আবরণকেই দীর্ণ করেন তিনি।

গব্যম্ উর্বম্— [তু. বিদদ্ গব্যং সরমা দৃঢ়হম্ উর্বম ১।৭২।৮ ; উর্বং গব্যম্ পরিষদন্তো অগ্মন্ ৪।২।১৭ ; গব্যং চিদ্ উর্বম অপিধান বন্তম্ ৫।২৯।১২ ; উগ্র তর্দ উর্বং গব্যম্ ৬।১৭।১ ; গব্যং চিদ্ উর্বম উশিজো বি বব্রুঃ ৭।৯০।৪] আলোর বৈপুল্য, যা 'দৃঢ়' বা কঠিন অবরোধে রুদ্ধ হয়ে আছে।

আঁধারের সঙ্কোচ কোথাও রাখবেনা বলেই পূর্ণতার সাধক তোমায় ডাকে, হে বজ্রসত্ত্ব! এই আধারেই লুকিয়ে আছে দেবজ্যোতির মহাবৈপুল্য—তাকে ঘিরে আছে জড়ত্বের নিরেট প্রাকার, অবচেতন প্রাণের গভীর প্লাবনের তলায় সে নিমজ্জিত। কিন্তু পরিশুদ্ধ রসচেতনার সৌম্য বীর্যে তোমায় যারা আধারে জাগিয়েছে, তাদের হয়ে অচেতনা আর অবচেতনার মূঢ়তা ও চাঞ্চল্যকে গুঁড়িয়ে দাও তুমি—বাঁধভাঙা আলোর বন্যা আনো আধারে :

হে পুরুহূত, তোমায় গভীর সিন্ধু

আর ঘিরে-থাকা পাষাণেরা তো আটকে রাখল না—

এমনি করে বন্ধুদের প্রেষণায় যখন, হে বজ্রসত্ত্ব,

কঠিন অবরোধ ভেঙ্গে ফেললে আলোর বৈপুল্যের।।

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা

ত্রয়স্ত্রিংশ সূক্ত

নদ্যঃ বিশ্বামিত্রঃ

ভূমিকা

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে নদীর কথোপকথন সূক্তটির বিষয়বস্তু। এই প্রসঙ্গে সায়ণ একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন। 'বিশ্বামিত্র' সুদাস রাজার পুরোহিত হয়েছিলেন। দক্ষিণার ধনসম্পদ নিয়ে ফেরবার পথে বিপাশা আর শতদ্রুর (বৈদিক নাম 'বিপাশ' আর 'শুতুদ্রী') সঙ্গমে পোঁছে দেখলেন, নদীর জল গভীর, পার হওয়া যায় না। সঙ্গে লোকজন অনেক ছিল। সবাই যাতে নির্বিঘ্নে নদী পার হতে পারে, তার জন্য প্রথম তৃচ্‌টি উচ্চারণ করলেন নদী দুটির উদ্দেশে। নদীরা জবাব দিল—এমনি করে আলাপ শুরু হয়ে গেল। [দ্র. নি. ২।২৪] ।

আখ্যায়িকার মধ্যে সরস কবিকল্পনা ছাড়া অযৌক্তিক কিছুই নাই। মনে করতে পারি, বিশ্বামিত্র একটি 'তীর্থ' (ford) আবিষ্কার করবার চেষ্টায় ছিলেন। অগস্ত্যের মত তিনিও সন্ধিৎসু। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আর অভিজ্ঞতার কথা কবির ভাষায় বর্ণনা করে গেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, সূক্তটির বিনিয়োগ 'লৌকিক'। ঋগ্বেদের স্বল্প সংখ্যক লৌকিক কবিতার মধ্যে এটি একটি। কবিত্বের স্ফুরণে অন্যান্য লৌকিক কবিতার মত এটিও মনে একটা মুগ্ধ বিস্ময়ের ছাপ রেখে যায়। এটির ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন, অনুবাদই যথেষ্ট।

নদীর একটি অলৌকিক অর্থ আছে, সূক্তটিতে জায়গায়-জায়গায় তার ছায়া পড়েছে। ঋষি কবির মানস-পরিমণ্ডলের সঙ্গে তা বেমানান হয়নি। তু. ১০।৭৫।

১

প্র পর্বতানাম্ উশতী উপস্থাদ্
অশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে।
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে
বিপাট্ ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে।

পর্বতানাম্ উপস্থাদ— পাহাড়দের কোল থেকে। যেখানে নদী দুটির সঙ্গম সেখানে কিন্তু পাহাড় নাই। তবু পাহাড় হতে সমুদ্র পর্যন্ত নদীর সম্পূর্ণ ধারাটির ছবি ঋষির মনে জেগে উঠেছে। নদী জলের ধারা, প্রাণের ধারা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাই আমার দেহ যদি পৃথিবী, তাহলে নদী হল নাড়ী, [নদীর সাধারণ নাম 'সরস্বতী' (নি ঘ. ১।১৩) ; আবার সরস্বতী আর নাড়ী দুইই বাকের নাম (নিঘ ১।১১)। বাক্ ব্রহ্মশক্তি; সরস্বতী চিৎশক্তির প্রবাহ—পুরাণে ব্রহ্মাণী। সরস্বতী সূক্ত দ্র. (৬।১১)]। এই নাড়ীতে বইছে প্রাণের স্রোত—ব্যক্তিচেতনা হতে বিশ্বচেতনার দিকে যখন তখন উজান, আবার বিশ্বচেতনা হতে ব্যক্তিচেতনায় যখন তখন ভাটি। দুয়েরই উৎস পর্বত অর্থাৎ অদ্রির বেষ্টনী। ইন্দ্রের বজ্র তার বাধাকে বিদীর্ণ করে, একথা একটু পরে নদীরাই বলছে। উভয়েরই গতি সমুদ্রে—উজান ধারা পৌঁছয় চিৎসমুদ্রে, আর ভাটার ধারা হৃদ্যসমুদ্রে। নদী আর নাড়ী তন্ত্রে পুরাণে একার্থক। বেদে আছে সপ্তসিন্ধুর কথা, সপ্ত অপের কথা, সপ্তলোকের কথা ; আজও স্নানমন্ত্রে সাতটি নদীকে আমরা আবাহন করি।

উশতী— (সমুদ্রের জন্য) উতলা।

বিষিতে— [বি + √ সি (বাঁধা) + ক্ত + আ-১দ্বি] বন্ধনমুক্ত।

হাসমানে— [তু. মরুতাং পৃৎসুতি হার্দমানা ১।১৬৯।২, নাবাজিনং বাজিনা হাসয়ন্তি ৩।৫৩।২৩ ; কৃশং ন হাসুরঘ্ন্যাঃ ৮।৭৫।৮ ; এষ সূর্যেণ

হাসতে পবমানো অধিদ্যবি ৯।২৭।৫ ; অপেদু হাসতে তমঃ ১০।১২৭।৩ ; মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভিঃ ১০।১২৮।৫ ; (√ হা (স্) (ছুটে চলা, সামনে ছোটা ; রেষারেষি করা)] পরস্পর রেষারেষি করে ছুটে চলেছে।

গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে— শুভ্র দুটি গাভীমাতা বাছুরদের চাটতে-চাটতে যেন চলেছে। নদীর ফেনা জিভের মত। অশ্বের উপমা স্বভাবতই নদীর বেগ ও শক্তিকে মনে করে ; আর গাইয়ের উপমা তার স্নেহ ও বিগলিত মাধুর্যকে মনে করে। 'গো' আলোর প্রতীক ; তাই শুভ্র গাভীর উল্লেখ।

বিপাট্ ছুতুদ্রী— বিপাশ এবং শুতুদ্রী। কূল ভেঙে বাঁধনহারা হয়ে চলে বলে বিপাশ (আধুনিক নাম বিয়াস্) ; তাড়াতাড়ি (আশু = শু ?) ছোটে বলে শুতুদ্রী [< √ তুদ্ (ছোটানো), (আধুনিক নাম Sutlej)। বর্তমান অমৃতসরের দক্ষিণ পূর্বে দুয়ের সঙ্গম। এইটিই কি আদি যুক্তবেণী ?

উতলা তারা, পাহাড়দের কোল হতে

বাঁধনহারা দুটি তুরঙ্গের মত রেষারেষি করে ছুটে চলেছে, —

শুভ্র দুটি গাভীমাতা যেন—লেহন করছে বাছুরদের:

বিপাশা আর শতদ্রু জলের খরস্রোত নিয়ে বয়ে চলেছে।।

২

ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে

অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।

সমারাণে ঊর্মিভিঃ পিন্বমানে

অন্যা বাম্ অন্যাম্ অপ্যেতি শুভ্রে।।

ইন্দ্রেষিতে, প্রসবং ভিক্ষমাণে— ইন্দ্রের প্রেষণা তোমাদের গতির মূলে, তোমরা চাও তাঁর প্রচোদনা ('প্রসবং')। ইন্দ্রই রুদ্ধপ্রাণের অবরোধ ভাঙেন।

সম্‌-আরাণে— [সম্ + √ ঋ (চলা) + কানচ্] গলাগলি হয়ে ছুটে চলেছ।

ইন্দ্রের প্রেষণায় চলেছ, তারই প্রণোদন চাইছ তোমরা—

সমুদ্রের পানে রথীর মত চলেছ ;

চলেছ গলাগলি, ঢেউএ-ঢেউএ ফুলে উঠেছ, —

দুজনার একজন আর-একজনকে জড়িয়ে ধরছ শুভ্র হয়ে !

৩

অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাম্ অয়াসং
বিপাশম্ উর্বীং সুভগাম্ অগন্ম।
বৎসমিব মাতরা সংরিহাণে
সমানং যোনিম্ অনু সঞ্চরন্তী।।

সিন্ধুং — নদীর সাধারণ নাম, যেমন অনার্য ভাষায় গাঙ্ > গঙ্গা।
মাতৃতমাম্— নদীর প্রতি এভাব আজও আছে। [তু. সরস্বতী সূক্ত]
সুভগা— সুমঙ্গলা। 'ভগ' আবেশজনিত আনন্দ।
যোনিম্— সঙ্গমস্থল, সমুদ্র।

প্রবাহিনী শতদ্রুর কাছে এসেছি—অমন মা আর হবে না—

বিশালা কল্যাণী বিপাশার কাছে আমরা এসেছি।

সন্তানকে যেন মায়েরা স্নেহে লেহন করছে :

একই সঙ্গমস্থলের পানে ছুটে চলেছে দুজনায়।।

৪

এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা

অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ।

ন বর্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ

কিংযুর্ বিপ্রো নদ্যো জোহবীতি।।

[নদীরা :]

এনা— এলেন।

ন বর্তবে— কেউ বারণ করতে পারবে না।

প্রসবঃ— সামনে ছোটবার ঝোঁক।

সর্গতক্তঃ— [তু. সর্গ প্রতক্তঃ সিন্ধুর্ণ ক্ষোদঃ ঈং বরাতে ১।৬৫।৩। 'সর্গ', স্রোত, প্রবাহ ; তার দ্বারা 'তক্তঃ' প্রেরিত, প্রচোদিত < √ তক্ (ছুটে চলা) : তু. তকৎ ইত্যাদি...] প্রবাহদ্বয় দ্বারা প্রেরিত হয়ে।

কিং যুঃ— [কিম্ + ইচ্ছার্থে য + উ, ১-এ] কী চায়?

এই যে আমরা জলের তোড়ে ফুলে উঠেছি—

দেবতার-রচা সঙ্গমের পানে চলেছি।

কেউ ঠেকাবে না আমাদের প্রবাহের প্রেরণায় এই ঝোঁককে ;

কি চায় এ-ভাবুক—নদীদের ডাকছে যে!

৫

রমধ্বং মে বচসে সোম্যায়

ঋতাবরীর্ উপ মুহূর্তম্ এবৈঃ

প্র সিন্ধুম্ অচ্ছা বৃহতী মনীষা

অবস্যুর্ অহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ।।

[বিশ্বামিত্র :]

উপরমধ্বম্— উপরত হও, থাম তোমরা।

সোম্যায় বচসে— মধুক্ষরা এই বাণীতে।

ঋতাবরীঃ— তোমরা ঋতময়ী। প্রাণের মুক্তপ্রবাহ সব অনৃতকে ভাসিয়ে নেয়।

এবৈঃ — চলন হতে। পঞ্চম্যর্থে তৃতীয়া (সা)।

বৃহতী মনীষা— মনের কূলছাপানো ঝলক দিয়ে—যা কাব্যের উৎস।

অবস্যুঃ— আমি প্রসাদ চাই তোমাদের।

থাম তোমরা আমার এই সুধাক্ষরা বাণীতে—

হে ঋতাবরী, একটি মুহূর্ত থাম চলন হতে।

শতদ্রুর ধারাকে আমার কূলছাপানো এই মনের উচ্ছলনে

প্রসাদ যেচে ডাকছি আমি কুশিকের ছেলে।।

৬

ইন্দ্রো অস্মাঁ অরদদ্ বজ্রবাহুর্

অপাহন্ বৃত্রং পরিধিং নদীনাম্।

দেবো ঽনয়ৎ সবিতা সুপাণিস্

তস্য বয়ং প্রসবে যাম উর্বীঃ।।

[নদীরা:]

পরিধিং— ঘিরে আছে যে। প্রাণের ধারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে জড়ত্বের পাষাণকারায়।

অনয়ৎ— আমাদের নিয়ে চলেছিলেন, নেতা হয়েছিলেন। সবিতার অধ্যাত্মপ্রেরণা—শক্তিপাতের সঙ্গে তুলনীয়।

উর্বীঃ— বিপুলা হয়ে। ক্ষীণ ধারা ক্রমে পরিণত হয় দুকূল ছাপানো প্লাবনে।

ইন্দ্র আমাদের গতি রচলেন বজ্রবাহু হয়ে, —

আঘাত হেনে সরিয়ে দিলেন বৃত্রকে—ঘিরে ছিল যে নদীদের;

জ্যোতির্ময় সবিতা আমাদের নেতা হলেন, —কল্যাণপাণি তিনি,—

আমরা তাঁরই প্রেষণায় চলেছি বিপুলা হয়ে।।

৭

প্রবাচ্যং শশ্বধা বীর্যং তদ্
ইন্দ্রস্য কর্ম যদ্ অহিং বিবৃশ্চৎ।
বি বজ্রেণ পরিষদো জঘানা
২২ যন্ = আপো ঽয়নম্ ইচ্ছমানাঃ।।

[বিশ্বামিত্রঃ]

শশ্বধা— চিরকাল।

বিবৃশ্চৎ— টুকরো-টুকরো করেছিলেন।

পরিষদঃ— চারদিকে ঘিরে আছে যারা।

অয়নম্— গতি, মুক্ত প্রবাহ।

হ্যাঁ, মুক্তকণ্ঠে বলতে হবে চিরকাল সেই বীর্যকাহিনী—
ইন্দ্রের সেই কর্ম, —যখন অহিকে খণ্ড-খণ্ড করলেন ;
বজ্রের ঘায়ে চূর্ণ করলেন যারা চারদিকে ছিল, —
চলল ধারারা—চলবার তরে উতলা হয়ে।।

৮

এতদ্ বচো জরিতর্ মা পি মৃষ্ঠা
আ যৎ তে ঘোষান্ উত্তরা যুগানি।
উক্‌থেষু কারো প্রতি নো জুষস্ব
মা নো নি কঃ পুরুষত্রা নমস্ তে।।

[নদীরাঃ]

জরিতঃ— হে গায়ক, হে কবি।

মা অপি মৃষ্ঠাঃ— ভুলে যেও না। আমাদের মুক্তধারার কথা মনে রেখো।

ঘোষান্— ঘোষণা করবে। তোমার এই বাণী, ভাবী যুগেও ঘোষিত হবে।

উক্থেষু— বাণীর সাধনায়।

প্রতি জুষস্ব— আমাদের সেবা কর। গান গাইবে যখন, আমাদের কথাও গেও।

মা নি কঃ— খাটো করো না।

পুরুষত্র— লোকের মাঝে। 'আমরা যে মুক্ত ধারায় বইতে চাই—একথা স্বীকার কর। আমরা যদি অবরুদ্ধ থাকি, সে আমাদের দোষ নয়—তার জন্য দায়ী অচিতির অন্ধ পাষাণ। আমরা যে কল্যাণী, এই কথাই মনে রেখো'।

এই কথাটি, ওগো কবি, মুছে ফেলো না মন থেকে—

তোমার বাণীই যে ঘোষিত হবে উত্তরকালের দ্বারা।

তোমার বাণীর সাধনায়, হে কবি, আমাদেরও ঠাঁই দিও আদর করে'—

আমাদের খাটো করো না লোকের মাঝে। তোমায় নমস্কার।।

৯

ও যু স্বসারঃ কারবে শৃণোত
যযৌ বো দূরাদ্ অনসা রথেন।
নি যূ নমধ্বং ভবতা সুপারা
অধোঅক্ষা সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ।।

[বিশ্বামিত্রঃ]

ও— নিরর্থক অব্যয়।

অনসা রথেন— গরুর আর ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে।

অধোঅক্ষা — অক্ষ বা চক্রদণ্ডের নীচে আছে যারা। নদীর জল ছাপিয়ে অক্ষের উপরে যেন না ওঠে।

স্রোত্যাভিঃ— স্রোত নিয়ে।

ওগো বোনেরা, কবির কথা শোন তবে, —

এসেছে সে তোমাদের কাছে দূর হতে—গোযান আর রথ নিয়ে।

অনেকখানি নেমে যাও—পার হতে কষ্ট না হয় যেন ;

অক্ষের নীচে থাক, ওগো নদীরা, স্রোতের বেগ নিয়ে।।

১০

আ তে কারো শৃণবামা বচাংসি
যযাথ দূরাদ্ অনসা রথেন।
নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা
মর্যায়েব কন্যা শশ্বচৈ তে।।

[নদীরা :]

নি নংসৈ— আমি শুয়ে পড়ব।

পীপ্যানা— স্তন্যদাত্রী।

মর্যায়— যুবার কাছে।

শশ্বচৈ— [অনন্য প্রয়োগ। ভাষ্যকার বলেন, ধাতুটি স্বজ্। সম্ভবত সচ্ এবং শ্বজ্ দুয়ের মিশ্রণ। সকারের ‘শ’ হওয়া কিন্তু মাগধী প্রাকৃতের কথা স্মরণ

করিয়ে দেয়। বিশ্বামিত্র কি পূর্বদেশের? স্রোতকে "স্রোতিয়া" বলা এও বিহারী-ধরন। √ শ্বচ্ (আলিঙ্গন করা) + লোট ঐ] জড়িয়ে ধরি।

তোমার কথা, হে কবি, শুনব আমরা, —

এসেছ দূর থেকে গোযান আর রথ নিয়ে।

তোমার কাছে নুয়ে পড়ছি আমি—যেন স্তন দিতে মায়ের মত ;

বঁধুকে যেমন কুমারী মেয়ে জড়িয়ে ধরে, তেমনি জড়িয়ে ধরি তোমাকে।।

১১

যদ্ অঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সন্তরেযুঃ
গব্যন্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজূতঃ।
অর্ষাদ্ অহ প্রসবঃ সর্গতক্তঃ
আ বো বৃণে সুমতিং যজ্ঞিয়ানাম্।।

[বিশ্বামিত্র:]

গব্যন্— আলোর সন্ধানী।

গ্রামঃ — দল।

ইষিতঃ ইন্দ্রজূতঃ— তোমরা যেমন ইন্দ্রের প্রেরণায় বয়ে চলেছ, আমরাও তেমনি পার হতে এসেছি তাঁরই প্রেরণায়।

অর্ষাদ্— যেন ছুটে চলে।

যখন, ওগো বোন, তোমায় ভরতেরা পার হয়ে যাবে, —

আলোকসন্ধানীর দল তারা, ইন্দ্রের প্রেষণায় ছুটে চলেছে—

আবার ছুটে চলে যেন তোমার ধারা প্রবহণের প্রেরণায়।

চাই তোমাদের প্রসন্নতা—সাধনার ধন তোমরা।।

১২

অতারিষুর্ ভরতা গব্যবঃ সম্

অভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্।

প্র পিন্বধ্বম্ ইষয়ন্তীঃ সুরাধা

আ বক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাত শীভম্।।

ইষয়ন্তীঃ— ছুটে চলতে-চলতে।

সুরাধাঃ— সিদ্ধি যাদের অনায়াস, নিশ্চিত যারা সমুদ্রে পৌঁছবে।

বক্ষণাঃ— জল বইবার খাত।

শীভম্— [তু. প্র যাত শীভম্ অস্তভিঃ ১।৩৭।১৪ ; শীভং রাজন্ সুপথা যাহ্যর্বাঙ্ ১০।৪৪।২] তাড়াতাড়ি।

পার হয়ে গেল ভরতেরা—আলোর সন্ধানী তারা, —

পেল ভাবুক সাধক নদীদের প্রসন্নতা।

ফুলে ওঠ ছুটতে-ছুটতে! সিদ্ধি তোমাদের সুনিশ্চিত।

স্রোতের খাত আপূর্ণ কর—ছুটে চল তাড়াতাড়ি।।

১৩

উদ্ ব ঊর্মিঃ শম্যা হন্ত্ব

আপো যোক্ত্রাণি মুঞ্চত।

মাদুষ্কৃতৌ ব্যেনসা

হঘ্ন্যৌ শূনম্ আরতাম্।।

শম্যাঃ— [? যুগ্ম কণ্ঠ পার্শ্বাদিলগ্নাঃ রজ্জবঃ (সা)ঃ pins (G)] সাজের দড়িদড়া।

যোক্ত্রাণি— ঐ (সা)।

অদুষ্কৃতৌ— খারাপ কিছু করেনি যারা কোনও দিন।

ব্যেনসৌ— নিষ্পাপ।

অঘ্ন্যৌ— ষাঁড় দুটি। তখনই গোহত্যা অননুমোদিত ছিল।

শূনম্— রিক্ততা, সর্বনাশ, মৃত্যু, শূন্যতা।

তোমাদের ঢেউ-এর দোলা সাজের দড়িদড়াকে নাচিয়ে তুলুক, —

হে জলের ধারা, দড়িদড়াকে ভাসিয়ে নিও না।

কোন্ও অন্যায় করেনি ; নিষ্পাপ

এই দুটি ষাঁড়। তাঁদের যেন সর্বনাশ না হয়।।

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা

চতুস্ত্রিংশ সূক্ত

১

ইন্দ্রঃ পূর্ভিদ্ আতিরদ্ দাসম্ অর্কৈর্

বিদদ্ বসুর্ দয়মানো বি শত্রূন্।

ব্রহ্মজূতস্ তন্বা বাবৃধানো

ভূরিদাত্র আপৃণদ রোদসী উভে।।

পূর্ভিৎ— পুরাণে 'পুরন্দর'। অসুরদের তিনটি পুরী—আয়সী, রাজতী ও হিরণ্ময়ী। এই থেকে সাংখ্যের রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণ। প্রথম দুটি পুরী বেদান্তমতে অবিদ্যার 'আবরণ ও বিক্ষেপ'। হিরণ্ময়ী পুরী [চণ্ডীর শুম্ভ ও নিশুম্ভ] ভাল হলেও নীচের দুটির সঙ্গে তার যোগ রয়েছে, তাই তমঃ ও রজোগুণের ক্রিয়া তার মধ্যে মাঝে-মাঝে দেখা দেয়। [পতঞ্জলি বলবেন, বিক্ষিপ্ত ভূমির কথা।] তৃতীয় পুরীটিকে ভেদ করলে আমরা পাই শুদ্ধসত্ত্বের ভূমি—'বসু' বা স্বর্।

আতিরদ— [আ অতিরদ্] পার হয়ে গেলেন, অভিভূত করলেন।

দাসম্ অর্কৈঃ— তমোবৃত্তিকে বিদ্যুৎশিখা দিয়ে। 'দাস তমোবৃত্তি', 'দস্যু' রজোবৃত্তি।

বিদদ্বসুঃ— আলোকে খুঁজে পেয়েছেন যিনি। 'বসু' গভীরের আলো। [তু. অচ্ছা বিদদ্‌বসুং গিরঃ ১।৬।৬ ; বিদদ্‌বসুম্ ইন্দ্র ৮।৬৬।১ ; রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়াহস্ত্যা ভর ৫।৩৯।১ । সর্বত্র ইন্দ্রের বিশেষণ।]

বি দয়মানো— [প্রকরণ থেকে হিংসা বোঝাচ্ছে কিন্তু এ-প্রয়োগ বিরল। < √ দা? = দেওয়া, টুকরো-টুকরো করা] ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে।

ব্রহ্মজূতঃ— বৃহতের চেতনার দ্বারা প্রেরিত। আকাশেই বজ্র আর বিদ্যুতের খেলা। বিশাল বুদ্ধিই তীব্রসংবেগের বাহন ; অবশ্য এটি বেদান্ত মত। যিনি শিব, তিনিই রুদ্র। [তু. ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধস্ব ৭।১৯।১১]

তন্বা বাবৃধানঃ— আপনা হতে বিপুল হয়ে চলেছেন যিনি। অবশেষে ব্রহ্মাণ্ডই হল তাঁর শরীর। তাঁকে অনুভব করছি তখন সর্বব্যাপী রূপে।

ভূরি-দাত্রঃ— [অনন্য প্রয়োগ। কিন্তু 'ভূরিদাঃ' এবং 'ভূরি-দাবা'র অনেক প্রয়োগ আছে] অজস্র দেন যিনি, যাঁর দানে কার্পণ্য নাই।

অন্ধতমিস্রার গুরুভারে আচ্ছন্ন চেতনা, গৃহশত্রুর গুপ্তঘাতে বিভ্রান্ত। এলেন বজ্রসত্ত্ব—রুদ্ধপুরীর লৌহঅর্গল ভেঙ্গে পড়ল তাঁর বিদ্যুতের হানায়, আঁধারের গভীরে জ্বলে উঠ্‌ল হারানো স্যমন্তকের দীপ্তি, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল শত্রুর ছলনা। আমার স্তব্ধ হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে জাগল বৃহতের আবেশ—তারই সংবেগে অনুভব করলাম অন্তরের অন্তরিক্ষে তাঁর জ্যোতিঃশক্তির উপচয় ; আমার আকিঞ্চন্যের কুণ্ঠাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাঁর অজস্র দাক্ষিণ্যের প্লাবন, —আমার সব ভার উঠল দ্যুলোক-ভুলোকের উপান্ত ছাপিয়ে, উপচে রইল তাঁর সত্ত্বতনুর জ্যোতিরুচ্ছল বৈপুল্য:

বজ্রসত্ত্ব ভাঙলেন অন্ধ পুরীর অবরোধকে, নুইয়ে দিলেন সর্বনাশা আঁধারকে
বিদ্যুতের হানায়-হানায়।

গভীরে খুঁজে পেলেন আলোর শিখাকে—ছিন্নভিন্ন করে দিলেন শত্রুদের।

বৃহৎ চেতনার সংবেগে তনুর মহিমা তাঁর বেড়ে চলল ;

অজস্র তাঁর জ্যোতিঃশক্তির দান—পূর্ণ করে রইলেন রুদ্রভূমির দুটি উপান্তকে।।

২

মখস্য তে তবিষস্য প্র জূতিম্
ইয়র্মি বাচম্ ঋতায় ভূষন্।
ইন্দ্র ক্ষিতীনাম্ অসি মানুষীণাং
বিশাং দৈবীনাম্ উত পূর্বযাবা।।

[বাণীর প্রৈতিতে দেব-মানবের পুরোধা।]

মখস্য— [দ্র. ৩।৩১।৭ ; তু. ত্বং মখস্য দোধতঃ শিরোঽব ত্বচো ভরঃ ১০।১৭১।২] পরাক্রান্ত। বিশেষ্য প্রয়োগও আছে।

তবিষস্য— [তু. অহং হ্য গ্রস্তবিযস্তবিষ্মান্ ১।১৬৫।৬ ; স্বেন ভামেন তবিষো বভূবান্ ৮ ; ত্বেযো যয়িস্তবিষ এবয়ামরুৎ ৫।৮৭।৫ ; ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূ য ৮।৯৬।১৮ ; ইন্দ্রং গীর্ভি স্তবিষম্ আ 'বিবাস্ত' ৮।১৫।১; ইন্দ্রং হবন্তে তবিষং যতস্রুচঃ ৪৬।১২ ; যুক্তা রথেন 'তবিষং' যজত্রাঃ ৫৭।১ ; অগ্নিং যক্ষস্যাধ্যক্ষং তবিষং বৃহন্তম্ ১০।৮৮।১৩ ; তব ক্রত্বা তবিষস্য প্রচেতঃ (মন্যু) ১০।৮৩।৫ ; তা তে দাত্রাণি তবিষা সারস্বতি ৬।৬১।১ ; প্র বো মরুতস্তবিষ উদন্যবঃ ৬।৬১।১ ; যুধেব শক্রা তবিষানি কর্তন ১।১৬৬।১ ; মিথস্তুধ্যেব তবিষাণ্যাহিতা ৯ ; অস্মাদহং তবিষাদ্ ঈষমাণঃ ১।১৭১।৪ ; উগ্রম্ উগ্রাসস্তবিষান এনম্ ১০।৪৪।৩ ; < √ তূ (বেড়ে চলা) + (ই) ষ। প্রায় সর্বত্রই বিশেষণ প্রয়োগ। > 'ত্বিষ' শব্দের প্রয়োগও আছে। লৌকিক সংস্কৃতে = তেজ।] তেজস্বী। 'মখ' বজ্রের শক্তি, 'তবিষ' বিদ্যুতের।

জূতিম্— সংবেগ।

প্র ইয়র্মি— [প্র + √ ঋ + লট্ মি] প্রেরিত করছি।

বাচম্ ঋতায় ভূষন্— বাক্‌কে অমৃতের জন্য সমর্থ করে', বাণী ঋতম্ভরা যাতে হয়

তাই করে'। আমার বৃহৎ চেতনা যেমন তাঁর সংবেগ বাড়ায়, তেমনি আমার বাণীও। ব্রহ্ম আর বাক্ অবিনাভূত (১০।১১৪/৮)।

মানুষীণাং ক্ষিতীনাম্— [তু. ক্ষিতীরুচ্ছন্তী মানুষীরজিগঃ (উষা) ৬।৬৫।১ ; পঞ্চ ক্ষিতী র্মানুষীঃ বোধয়ন্তী ৭।৭৯।১] মনুষ্যজাতির।

দৈবীনাম্ বিশাম্— দেবসংঘের। তু. নৈনদ্ দেবাঁ আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ (ঈশো)।

তোমারই প্রেরণায়, হে দেবতা, ঋতম্ভরা বাণীর উল্লাস আমার হৃদয়ে। সেই বাণীর ছন্দে জাগাই তোমায়, তোমার তিমিরবিদার বজ্র আর বিদ্যুতের তীব্র সংবেগকে ছোটাই, হে পুরন্দর, উজানপানে। অলখের পথে মানুষ আর দেবতার নিত্য-অভিযান। কিন্তু তোমাকে পেরিয়ে কেউ নয়—তুমিই সবার পুরোধা, কেননা তোমারই বজ্র আঁধার কেটে সবার রচে পথ :

শক্তিমান তুমি, তুমি তেজস্বী ; তোমার সংবেগকে
প্রৈতি দিই আমি—বাণীকে আমার ঋতম্ভরা করে ;
হে বজ্রসত্ত্ব, তুমি মনুষ্যজাতির
আর দেবসংঘের যে পূর্বগামী।।

৩

ইন্দ্রো বৃত্রম্ অবৃণোচ্ ছর্ধনীতিঃ
প্র মায়িনাম্ অমিনাদ্ বর্পনীতিঃ।
অহন্ ব্যংসম্ উশধগ্ বনেষ্বা
আবি র্ধেনা অকৃণোদ্ রাম্যাণাম্।।

[অসুরবধ, কামনাদহন, দৈবীমায়া, জ্যোতির অভিসার]

বৃত্রম্ অবৃণোৎ— [বৃ ধাতুর উপর খেলা] সব যে আবৃত করে, তাকে আবৃত করলেন ইন্দ্র, আঁধারকে ঢাকলেন আলো দিয়ে।

শর্ধনীতিঃ— [অনন্যপ্রয়োগ। অনুরূপঃ বর্পনীতিঃ, বামনীতিঃ, সহস্রনীতিঃ, সুনীতিঃ, প্রণীতিঃ, অগ্রনীতি ; অসুনীতিঃ] দুর্ধর্ষ বীর্য যাঁর অভিযানে।

মায়িনাম্ প্র অমিনাৎ— [তু. পৃথুজ্রয়া অমিনাদ্ আয়ুর্দস্যোঃ ৩।৪৯।২ ; অমিনতী দৈব্যা ব্রতানী ১।৯২।১২ ইত্যাদি। অমিনাৎ < √মি ('হিংসায়াম্') ক্ষতিকরা, নষ্টকরা ইত্যাদি] মায়াবীদের ধ্বংস করলেন, তাদের মায়াকে খর্ব করলেন।

বর্পনীতিঃ— [অনন্য প্রয়োগ। বর্পঃ (তু. কৃষ্ণম্ অভ্বং মহি বর্পঃ করিক্রতঃ ১।১৪০।৫ ; অন্যদ্ বর্পঃ পিত্রোঃ কৃণ্বতে সচা বা ; রথোহ বাং ভূরি বর্পঃ করিক্রৎ ৩।৫৮।৯ বি যৎ তে চেতি অমৃতস্য বর্পঃ ৪।১৬।১৪; তিগ্মং চিদ্ এম মহি বর্পো অস্য ৬।৩।৪ ; অধি যদ্ বর্প ইত উতি ধত্থ ৭।৬৮।৬ ; মা বর্প অস্মদ্ অপ গূহ এতৎ ১০০।৬ ইত্যাদি, < √বৃ > বর্ণ, রূপ) ঝলমল রূপ, অদ্ভুত রূপ] অপরূপ মায়া যাঁর অভিযানে। আসুরী মায়াকে তিনি পরাভূত করলেন দৈবীমায়ায়।

উশধগ্— [উশধগ্ বনেষু ৩।৬।৭ ; উশধগ্ বনানি ৭।৭।২] বজ্রের আগুনে কামনাকে জ্বালিয়ে দেন যিনি।

ব্যংসম্— কন্ধকাটা অসুর। এর উল্লেখ : ১।৩২।৫, ১০১।২, ১০৩।২, ২।১৪।৫, ৩।৩৪।৩ ; ৪।১৮।৯। এর বিশেষণ, 'বৃত্রতর' (১।৩২।৪), 'দাস' (৪।১৮।৯)। যখন মাথা নাই, তখন অজ্ঞান শক্তি। কিন্তু তার কোন্ পর্যায় ঠিক ধরা যায় না। একবার সে ইন্দ্রকেও পেড়ে ফেলেছিল ৪।১৮।৯। সুতরাং অন্ধতামিস্র হওয়া সম্ভব, বিশেষত সে যদি 'বৃত্রতর' হয়ে থাকে।

ধেনাঃ— দ্র. ৩।১।৯। জ্যোতিঃ স্রাবিণী শক্তি।

রাম্যাণাম্— [তু. তিরস্তমো দদৃশে রাম্যাণাম্ ৭।৯।২ ; যা ভানুনা রুশতা

রাম্যাস্বজ্ঞায়ি তিরস্তমসশ্চিদক্তূন্ ৬।৬৫।১ ; স ইধান উষসো রাম্যা অনু ২।২।৮। < √ রম্ (থেমে যাওয়া), রাত্রি, যখন আলো আর গতির নিবৃত্তি] অন্ধকার রাত্রিদের।

অবিদ্যার আবরণে আচ্ছন্ন চেতনা ; তার প্রদোষচ্ছায়ায় ঐ অসুশক্তিরই ইন্দ্রজাল কত-যে বিভ্রম রচে চলেছে। এই অন্ধতার 'পরে তাঁর বজ্রের হানা অধৃষ্যবীর্যে ফোটায় কূলছাপানো আলোর পসরা, দৈবীমায়ার অপরূপ বর্ণচ্ছটা। বজ্রের দাহে কামনার বনে আগুন লাগে। অবচেতনার অন্ধপুরে অবিদ্যার কবন্ধকায়ার মর্মে বিদ্ধ হয় অগ্র্যাবুদ্ধির বিদ্যুৎশূল—নিস্পন্দ তমিস্রার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে উৎসারিত হয় জ্যোতিরুৎসের মুক্তধারা :

ইন্দ্র বৃত্রকে আচ্ছন্ন করলেন আলোর বন্যায়, —দুর্ধর্ষ বীর্য তাঁর অভিযানে ;

মায়াবীদের যত মায়া খর্ব করলেন, —কী ইন্দ্রজাল তাঁর অভিযানে।

হানলেন মরণ ব্যংসকে ; কামনাকে জ্বালিয়ে দিলেন মনের বনে-বনে ;

জ্যোতিঃপ্রবাহিনীদের উৎসারিত করলেন নিস্পন্দ নিশীথের বুক হতে।।

৪

ইন্দ্রঃ স্বর্ষা জনয়ন্ অহানি

জিগায় + শিগ্‌ভিঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ।

প্রা রোচয়ন্ মনবে কেতুম্ অহ্নাম্

অবিন্দজ্ জ্যোতির্ বৃহতে রণায়।।

[আলো ফোটান]

স্বর্ষা— [স্বর্ + √ সন্ + ০ ; দ্র. ১।৬১।৩] 'স্বর্' বা দ্যুলোকের প্রত্যন্তকে অধিকার করেন যিনি।

উশিগ্ ভিঃ— [< √ উশ্ + ইগ্ ; দ্র. ১।৬০।২] উতলা সাধকদের নিয়ে, তাদের বন্ধু হয়ে।

পৃতনাঃ— [< √ পৃ. ব্যাপ্রিয়ন্তে অত্র যোদ্ধারঃ ; ইতি '(সা)' ; < √ স্পৃধ্ > স্পৃৎ > পৃৎ + অন + আ] স্পর্ধিত বিরুদ্ধ শক্তিদের।

অভিষ্টিঃ— ['অভি + √ ইষ্ + তি' ; ভাষ্পরোঽপি ভবিতারং লক্ষয়তি (সা)। বস্তুত অভি + √ স্তি || স্থি || স্থা + ০ ; তু < Aryan base *Sta-Stg-*; তু. Eng. Still ; অভি উপসর্গের যোগে গত্যর্থক, যেমন উপ-স্থা, প্র-স্থা...] অভিগামী, আক্রমণকারী।

অহ্নাম্ কেতুম্— এরপর কেবলই যে দিনের আলো, তার আশ্বাস বয়ে আনে যে উষা—তাকে।

বৃহতে রণায়— বৃহৎ আনন্দের জন্য। এই আনন্দ ব্রহ্মের আনন্দ; তার পরিমাণ সম্বন্ধে জল্পনা আছে উপনিষদে।

অলখের আলোর তরে উতলা যারা, ইন্দ্র তাদের নিত্য সহচর। তাদেরই তরে স্পর্ধিত অদিব্যশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর অধৃষ্য অভিযান—অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে' থরে-থরে ফুটিয়ে চলে দিনের আলো, তুরীয়ের শাশ্বত দীপ্তিকে আবিষ্কার করে দ্যুলোকের প্রত্যন্তে। তাঁরই বজ্রশক্তি মনস্বী সাধকের সুচিরপ্রত্যাশী দৃষ্টির দিগন্তে ঝলসে তোলে অলখের অরোরা—আনে অনির্বাণ আলোর আশ্বাস। সে-আশ্বাস সত্য হয় : দ্যুলোকের তুঙ্গশৃঙ্গে মহাজ্যোতির বিস্ফারণে তাঁরই প্রেষণায় আধারে নামে আনন্দের বিপুল প্লাবন :

বজ্রসত্ত্ব ছিনিয়ে নেন স্বর্জ্যোতিকে ; ফুটিয়ে তুলে থরে-থরে দিনের আলো

জিনে নিয়েছেন উতলা সাধকদের সঙ্গে স্পর্ধিত বৃত্রশক্তিদের ক্ষিপ্র বেগে ;

ঝলমলিয়ে তুলেছেন মনস্বীর চোখে অনির্বাণ আলোর সূচনাকে—

পৌঁছেছেন জ্যোতির কূলে বৃহৎ আনন্দকে উৎসারিত করতে।।

৫

ইন্দ্রস্ তুজো বর্হণা আ বিবেশ
নৃবদ্ দধানো নর্যা পুরূণি।
অচেতয়দ্ ধিয় ইমা জরিত্রে
প্রেমং বর্ণম অতিরচ্ = ছুক্রম্ আসাম্।।

[তাঁর অনায়াস উর্ধ্বস্রোতা আলোর অভিযান]

তুজঃ— [< √ তুজ্ (প্রচোদিত করা, সামনে ঠেলা,), দ্র. 'duke'. । তু. অরেণবস্তুজ আ সদ্মন্ ধেনবঃ ১।১৫১।৫ ; গিরের্ভৃষ্টির্ন ভ্রাজতে তুজা শবঃ, ১।৫৬।৩, আ নস্তুজং রয়িং ভর ৩।৪৫।৪ ; য আযুক্ত তুজা গিরা ৫।১৭।৩ ; তা হি শ্রেষ্ঠা দেবতাতা তুজা ৬।৬৮।২ ; ভূর্ণিমশ্বং নয় তুজা ৮।১৭।১৫...] বেগশালী, ক্ষিপ্রচারী।

বর্হণাঃ— [শুধু এখানেই বহুবচন। তু. দ্যামনু সাবসা বর্হণা ভুবৎ ১।৫২।১১ ; বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হণা কৃতঃ ১।৫৪।৩ ; অতিষ্ঠিপো দিব আতাসু বর্হণা ১।৫৬।৫ ; রিণাতি পশ্বঃ সুধিতেব বর্হণা ১।১৬৬।৬ ; বরুণ মিত্র বর্হণা ৫।৭১।১ ; ত্বং তদুক্থম্ ইন্দ্র বর্হণা কঃ ৬।২৬।৫ ; তদ ব উক্থস্য বর্হণা ৬।৪৪।৬ ; অস্তৃণাদ্ বর্হণা বিপঃ ৮।৬৩।৭ ; পরি

সুবানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা ৯।১০।৪ ; দিবস্পৃষ্ঠং বর্হণা নির্ণিজে কৃতা ৯।৬৯।৫ ; উত ত্বোতাসো বর্হণা ১০।২২।৯ ; মধ্বা সংপৃক্তা কিতবস্য বর্হণা ১০।৩৪।৭ ; প্র যে দিবঃ পৃথিব্যা ন বর্হণা ১০।৭৭।৩ ; সুপায়াসো বসবঃ বর্হণাবৎ ৩।৩৯।৮ ; প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা ১।৫৪।৫ ; বৃহ ধাতুর দুটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে : বিপুল করা, শেষ করা। অধিকাংশ স্থানেই বৈপুল্য অর্থ খাটছে] বৈপুল্য, —যাকে অন্যত্র বলা হয়েছে উরুরনিবাধ ; অথবা উরুঃ লোকঃ ইত্যাদি ; চিৎশক্তির বিপুল প্রসার। অথচ তার সঙ্গে তুজ্ বা সংবেগের যোগ আছে। ঊর্ধ্বমুখী চেতনা তীব্রবেগে ছড়িয়ে পড়ছে—এই অনুভবই আসে।

পুরূণি নর্যা— (= নর্যাণি) — যত নরের কাজ, অশেষ বীর্য। আলো ছুটছে উপর পানে, কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে আধারে বীর্যের সঞ্চার হচ্ছে।

অচেতয়ৎ— চেতনায় ফুটিয়ে তুললেন।

ধিয়ঃ— ধ্যানের আলো। সায়ণ তুলনা করছেন, উষার সঙ্গে , দ্র. ভাষ্য ; তু ১।১৪৩।৭ ।

প্র অতিরৎ— বাড়িয়ে তুললেন। উষার আলো ক্রমে মধ্যাহ্ন -দীপ্তিতে পরিণত হল।

আঁধারের আড়াল ভাঙল—শুরু হল ঊর্ধ্বস্রোতা আলোর ক্ষিপ্র অভিযান। চেতনা গমকে-গমকে ছড়িয়ে পড়ল বিপুল হতে বিপুল হয়ে। তার পর্বে-পর্বে বজ্রসত্ত্বের আবেশ। আধারে শুধু আলো নয়, ফুটল বীর্যও—উত্তরায়ণের প্রত্যেক সন্ধিভূমিতে বজ্রসত্ত্বের তিমিরবিদার বীর্যের উল্লাস স্বপ্রতিষ্ঠায় অচল হল।...বিবশ সুরশিল্পীর চেতনায় তিনি ফুটিয়ে তুললেন অগ্র্যাধীর প্রান্তবিন্দুতে প্রাতিভসংবিতের উষার আলো। উষার পরে এল উষা, শুভ্র হতে শুভ্রতর হল তাদের দ্যুতি—তাঁরই প্রেষণায় ঝলমলিয়ে উঠল মাধ্যন্দিন দীপ্তির বিপুল পারাবারে :

ইন্দ্র চেতনার ক্ষিপ্রসঞ্চারী বৈপুল্যের মাঝে হলেন আবিষ্ট—

বীরের মতই আধারে নিহিত করলেন অনিঃশেষ বীর্য।

সুরশিল্পীর চেতনায় ফুটিয়ে তুললেন এই-যে ধ্যানের আলোক পসরা—

ক্রমে তাদের এই শুভ্র বর্ণকে তুললেন ঝলমলিয়ে।।

৬

মহো মহানি পনয়ন্ত্য অস্যে
ন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি
বৃজনেন বৃজিনান্ত্ = সংপিপেষ
মায়াভি র্দস্যূঁর্ অভিভূত্যোজাঃ।।

বৃজনেন— [তু. বিদ্যাম্ = ইষং বৃজনে্ জীরদানূম্ ১।১৬৫।১৫... ; প্রতীচীনং বৃজনং ৫।৪৪।১ ; অতিস্রসেম বৃজনং নাংহঃ ৬।১১।৬ ; তম্ অ নূনং বৃজনং... ৬।৩৫।৫ ; প্র যজ্ঞমম্মা বৃজনং তিরাতে ৭।৬১।৪; অশস্তিহা বৃজনং রক্ষমাণ : ৯।৮৭।২ ; বরিবঃ কৃণ্বন্ বৃজনস্য রাজা ৯।৯৭।১০; অস্মাকেন বৃজনেন = আজয়েয় ১০।৪২।১০ ; ৪৩।১০; ৪৪।১০ ইত্যাদি। < √ বৃজ্ (মোচড় দেওয়া, মোড় ফেরানো) > উর্জ্, রূপান্তরের শক্তি] শক্তি দিয়ে। [বৃজন = শক্তির সাধনা তু. ২।২।১]

বৃজিনাম্— [একই ধাতু হতে, কিন্তু ভিন্ন অর্থে] কুটিলদের। উল্‌টো মোচড় দিয়ে তাদের বাঁকাচালকে সোজা করলেন।

অভিভূত্যোজাঃ— যাঁর বজ্রশক্তি সবাইকে অভিভূত করে।

তিনি বিপুল, তিনি জ্যোতির্ময়। আঁধারের গ্রন্থিকে বিদীর্ণ করাই তাঁর কাজ—সে-কাজ করেন তিনি অনায়াসে, নিখুঁতভাবে। তাই তাঁর কীর্তিগাথায় ভক্তকণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে। অবিদ্যার কত গ্রন্থি চেতনার পর্বে-পর্বে ; কিন্তু তাঁর বজ্রবীর্য পরাভূত করে সকল বাধা, অন্ধশক্তির কুণ্ডলীকে বিদীর্ণ বিকীর্ণ করে জ্যোতিঃশক্তির বিস্ফোরণে, বিক্ষেপের সর্বনাশা অভিঘাতকে বিচূর্ণ বিলুপ্ত করে দৈবীমায়ার অনায়াস অথচ অবন্ধ্য ক্রতুতে ;

মহান্ এই ইন্দ্র। সাধকেরা গায় তাঁর বিপুল
কীর্তির কাহিনী—যা অনায়াস অথচ নিখুঁত।
রূপান্তরের শক্তিতে আঁধারের কুণ্ডলীদের চূর্ণ করলেন তিনি—
দৈবীমায়ায় পিস্ট করলেন দস্যুদের : সব-কিছুকে নুইয়ে দেয় তাঁর বজ্রবীর্য।।

৭

যুধেন্দ্রো মহ্না বরিবশ্ চকার
দেবেভ্যঃ সৎপতিশ্ চর্ষণী প্রাঃ।
বিবস্বতঃ সদনে অস্য তানি
বিপ্রা উক্থেভিঃ কবয়ো গৃণন্তি।।

মহ্না — [তু. ১।৫৫।১, ৫ (মহানি)। < মহন্ : : অহন্, ৩-এ] বিপুল, তুমুল।

বরিবস্— [√ বৃ (আবরণ করা, ছাওয়া) + (ই) বস্] বৈপুল্য, অবাধ অবকাশ। তু. উপনিষদের আকাশ। অন্যত্র পরম ব্যোম। চিৎশক্তির লীলা এই আকাশেই, আমাদের কুণ্ঠিত চেতনা এই খানেই মুক্তি চায়। [তু. যুবা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ১।৫৯।৫ ; অংহো রাজন্ বরিবঃপূরবে কঃ

১।৬৩।৭ ; অস্মভ্যম্ ইন্দ্র বরিবঃ সুগং কৃধি ১।১০২।৪ ; হন্তা বৃত্রং বরিবঃ পূরবে কঃ ৪।২১।১০, মর্ত্যায় ব্রহ্মণ্যতে সুষ্বয়ে বরিবো ধাৎ ৪।২৪।২... ইত্যাদি অনেক প্রয়োগ]

সৎপতিঃ— [বহু প্রয়োগ] পরম সত্যের বিধাতা। তু. স বা এনং নেদিষ্ঠং পস্পর্শ (কেন উপনিষৎ)।

চর্ষণী প্রাঃ—[চর্ষণি < √ চর্ + (স) নি, যে চলে ; সাধক। তাকে পূর্ণ করেন যিনি] সাধককে আনখশির ব্রহ্মজ্যোতিতে পূর্ণ করেন যিনি। [তু. আ চর্ষণিপ্রা বৃষভো জনানাম্ ১।১৭৭।১ ; আ বৃত্রহেন্দ্রশ্চর্ষণি প্রাঃ ১।১৮৬।৬ ইত্যাদি] 'সৎ'-এর সঙ্গে 'চর্ষণি'র প্রতিতুলনা লক্ষণীয়। সাধক 'চলেছে' সত্যের দিকে। ইন্দ্র তাকে শক্তিতে ও জ্যোতিতে আপূরিত করেন, এবং সত্যকে তার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করেন।

বিবস্বতঃ সদনে— [তু. ভজামহে গির ইন্দ্রায় সদনে বিবস্বতঃ ১।৫৩।১ ; বিবস্বত ঃ সদনে আ হি পিপ্রিয়ে ৩।৫১।৩ ; যস্মিন্ দেবা বিদথে মাদয়ন্তে বিবস্বতঃ সদনে ধায়য়ন্তে ১০।১২।৭ ; প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারু র্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ। প্র সপ্ত সপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ ...১০।৭৫।১। অগ্নি 'দূতঃ বিবস্বতঃ' ১।৫৮।১, ৪।৭।৪, ৮।৩৯।৩ কবি র্বিবস্বতঃ ৫।১১।৩ ; আ দূতো অগ্নিম্ অভবদ্ বিবস্বতঃ বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ ৬।৮।৪ ইত্যাদি। 'বিবস্বান' প্রথমত চিৎসূর্য বা পরমদেবতা ; তারপর তাঁর জ্যোতিতে দীপ্ত সাধক। প্রথম অর্থটিই অনেক জায়গায় খাটে] পরম জ্যোতির আসনে ; দীপ্তচেতাঃ সাধকের আধারে। দুটি অর্থই হতে পারে।

উক্থেভিঃ— স্ফুরিত বাক্ দিয়ে।

পরমব্যোমে ধ্রুব হয়ে আছে যে-সত্য, তারই পানে অভিযাত্রী সাধকের চেতনাকে জ্যোতিঃশক্তিতে আপূরিত করেন এই বজ্রসত্ত্ব—তার কাছে উদ্ঘাটিত করেন সেই সত্যের স্বরূপ। চলার পথে অনেক বাধা, অপ্রবুদ্ধ চেতনার অনেক কুণ্ঠা। যুযুৎসু ইন্দ্র

বিপুল বিক্রমে তাদের পরাভূত করেন, চিৎশক্তির মহাবৈপুল্যকে প্রসারিত করেন মূর্ধন্যভূমিতে। প্রবুদ্ধ আধারের সেই জ্যোতির্লোকে বজ্রসত্ত্বের এই জয়ন্তী কীর্তির কাহিনীই ভাববিহ্বল কবির কণ্ঠে ফোটে সিদ্ধবাণীর ঝঙ্কারে :

তুমুল সংগ্রামে ইন্দ্র অবাধ অবকাশকে সৃষ্টি করলেন

চিৎশক্তিরাজির স্ফুরণের জন্য : পরমার্থ-সতের ভর্তা তিনি, সত্য-পথিককে আপূরিত

করেন জ্যোতিঃশক্তিতে ;

জ্যোতির্ময়ের ধামে তাঁর এই বীর্যের কাহিনী

ভাববিহ্বল কবিরা সিদ্ধবাণীতে গান করেন।।

৮

সত্রাসাহং বরেণ্যং সহোদাং
সসবাংসং স্বর্ অপশ্চ দেবীঃ।
সসান যঃ পৃথিবীং দ্যাম্ উ তে মাম্
ইন্দ্রং মদন্ত্য অনু ধীরণাসঃ।।

সত্রা-সাহম্— ['স-ত্রা' ঃ তু. 'সত্রা বিশ্বং দধিষে কেবলং সহঃ' ১।৫৭।৬ ; একঃ সত্রা সূরো বস্ব ঈশে ১।৭১।৯ ; সত্রা চক্রাণো অমৃতানি বিশ্বা ১।৭২।১ ; সত্রা শংসং যজমানস্য তূতোৎ ২।২০।৭ ; গির ইন্দ্র তুভ্যং সত্রা দধিরে ৩।৫১।৬ ; সত্রা সোমা অভবন্নস্য বিশ্বে, সত্রা মদাসো বৃহতো মদিষ্ঠাঃ, সত্রাভবো বসুপতি র্বসূনাম্ ৪।১৭।৬ ইত্যাদি। ত্র বা ত্রা প্রত্যয় যদিও দেশবাচী, তবুও দেখা যাচ্ছে 'সত্রা' শব্দ কালবাচী, অর্থ 'সবসময়' 'চিরকাল'। এর সঙ্গে আর-আর সমস্ত পদ:

'সত্রাকরঃ' 'সত্রাচঃ' 'সত্রাজিৎ' 'সত্রাদাবন্' 'সত্রাহন্'] চিরকাল বাধাকে গুঁড়িয়ে চলেছেন যিনি।

সহোদাম্— সর্বাভিভাবী দুঃসাহস যিনি দেন।

স্বর্ দেবীঃ অপশ্চ— তুরীয় জ্যোতি আর দিব্য প্রাণের প্রবাহ।

ধী-রণাসঃ—[অনন্য প্রয়োগ। তু. সুতে রণম্ ১০।১০৪।৭] একাগ্রভাবনায় আনন্দ যাদের। তু. আধুনিক 'চিদানন্দ'।

বৃত্রের স্পর্ধাকে চিরকাল ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন তিনি, আমাদেরও আধারে ঢেলেছেন অরিন্দম বীর্য। হিরণ্ময়ী মায়ার ওপারে তুরীয়ের দীপ্তিকে নামিয়ে এনেছেন চেতনায়, এনেছেন জ্যোতির্ময় প্রাণের উচ্ছল বন্যা ; এই মর্ত্যের শ্যামশ্রী আর ঐ দ্যুলোকের নীলিমার বন্ধনীতে চিৎশক্তির যত রহস্য, তাদের এনে দিয়েছেন হাতের মুঠোয়। তাই তাঁকে বরণ করি জীবনের সুহৃৎ-রূপে। ধ্যানীর একাগ্রভাবনার আনন্দ অনুবর্ধন করে তাঁরই সৌম্য আনন্দের ছন্দকে :

চিরকাল বাধাকে গুঁড়িয়ে চলেন তিনি, তিনি বরেণ্য ; আধারে ঢালেন দুঃসাহস ;

ছিনিয়ে এনেছেন তুর্যদীপ্তি আর প্রাণের প্লাবন—আলোতে ঝলমল ;

হাতের মুঠোয় এনেছেন তিনি এই পৃথিবী আর ঐ দ্যুলোককে :

ইন্দ্রের আনন্দের ছন্দে ধ্যানীর ধ্যানের আনন্দ।।

৯

সসানা ত্যাঁ উত সূর্যং সসানে
(ই) ন্দ্রঃ সসান পুরুভোজসং গাম্।
হিরণ্যয়ম্ উত ভোগং সসান
হত্বী দস্যূন্ প্রা = (আ) র্যং বর্ণম্ আবৎ।।

[কি চাই, তার বর্ণনা]

অত্যান্— সূর্যের অশ্ব বা রশ্মি সমূহ। উপনিষদের মতে এই রশ্মিগুলির প্রত্যেকটি জীবহৃদয় হতে আদিত্যহৃদয় পর্যন্ত প্রসারিত। ইন্দ্র তাদের অধিকার করে সূর্যকে অধিকার করলেন। রশ্ম্যনুসারী গতির কথা উপনিষদে ও বেদান্তসূত্রেও আছে। এই গতি সাধকের, কিন্তু এখানে অন্তর্যামী ইন্দ্রে তা উপচরিত হয়েছে।

পুরুভোজসম্— [তু. ধেহি রত্নম্ উষো অশ্বাবৎ পুরুভোজো অস্মে ৭।৭৫।৮ ; পুনান অর্কং পুরুভোজসং নঃ ৭।৯।২ ; পুরুভোজসা (অশ্বিনৌ) ৮।২২।১৬ ; রসা অস্য পিন্বিরে দত্রাণি পুরুভোজসঃ ৮।৪৯।২ গিরিং ন পুরুভোজসম্ ৮।৮৮।২] সর্বধাত্রী। 'গাম' এর বিশেষণ। সূর্যের প্রতিতুলনায় 'গাম্' এখানে পৃথিবীকে বোঝাচ্ছে।

ভোগম্— [তু. যদা তে মর্তো অনু ভোগম্ আনল্ ১।১৬৩।৭ , ১০।৭।২ ; নব যদস্য নবতিং চ ভোগান (hoods ?) ৫।২৯।৬ ; অহেরিব ভোগৈঃ (hood) পর্যেতি বাহুং ৬।৭৫।১৪ ; নাহং বিন্দামি কিতবস্য ভোগম্ ১০।৩৪।৩ ; পুনঃ প্রাণম ইহ নো ধেহি ভোগম্ ১০।৫৯।৬ । এর চাইতে 'ভোজন' শব্দ বেশী চলত] 'হিরণ্ময় ভোগ' দ্যুলোকের ঐশ্বর্য। সূর্যের নীচে তার স্থান। তু. হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ ইত্যাদি।

আর্যং বর্ণম্— [তু. দাসং বর্ণমধরং গুহা কঃ ২।১২।৪ ; এ ছাড়া আর্যবর্ণ আর দাসবর্ণের উল্লেখ নাই তু. ৬।৩৩।৩] বর্ণ এখানে জাতিবাচী, কিন্তু জাতি ঠিক করা হচ্ছে গায়ের রং দিয়ে নয়, চরিত্র দিয়ে। দাসবর্ণ = তমোগুণী ; আর্যবর্ণ = সত্ত্বগুণী।

মর্ত্যের হৃদয়কে ছুঁয়ে আছে যে অমৃত-কিরণ, তিনিই তাকে আবিষ্কার করেছেন, সেই সূত্র ধরে তিনিই মূর্ধন্যচেতনায় ফুটিয়েছেন আদিত্যের দ্যুতি। অলখের সেই আলোতে জীবধাত্রী এই পৃথিবীকে তিনিই করেছেন কামদুঘা। অন্তরিক্ষের উজানে আছে যে হিরণ্ময়ী মায়ার উজ্জ্বল আনন্দ, তিনিই তাকে নামিয়ে এনেছেন আমাদের

চেতনায়। সর্বনাশা বিক্ষেপকে নির্মূল করে আর্যসাধকের হৃদয়ে তিনিই ফুটিয়েছেন তাঁর আলোর প্রসাদ :

পেয়েছেন তিনি চিন্ময় কিরণদের, — আবার সূর্যকেও পেয়েছেন ;
ইন্দ্র পেয়েছেন এই সর্বধাত্রী ধেনুকে।
তাছাড়া হিরণ্ময় ভোগও পেয়েছেন তিনি আমাদের তরে,—
মরণ হেনে দস্যুদের 'পরে, আর্যবর্ণকে দিয়েছেন আলোর প্রসাদ।।

১০

ইন্দ্র ওষধীর অসনোদ্ অহানি
বনস্পতীঁর্ অসনোদ্ অন্তরিক্ষম্।
বিভেদ বলং নুনুদে বিবাচো
(অ) থা = (অ) ভবদ্ দমিতা = অ ভি ক্রতূনাম্।।

ওষধীঃ— আলো লুকানো আছে যাদের মধ্যে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নিবহা নাড়ী।

অসনোদ্— পেলেন, আপন অধিকারে আনলেন, অতএব ব্যাপ্ত করলেন, ছাইলেন।

অহানি— দিনের আলো। প্রতিদিন উজ্জ্বল হল ইন্দ্রভাবনার দীপ্তিতে।

বনস্পতীন্— প্রতি আধারে বনস্পতি হল সুষুম্নাকাণ্ড—যা যাজ্ঞিকের পশুবন্ধন যূপ, আবার অধ্যাত্মচেতার অগ্নিস্তম্ভ।

অন্তরিক্ষম্— তার সীমা নাভি হতে ভ্রূমধ্য পর্যন্ত। নাভি অগ্নিস্থান, পৃথিবীর সীমা। ভ্রূমধ্যের ওপারে দ্যুলোক ; ইন্দ্র এরই উপান্তে।

বলম্— [< √ বৃ] আবরণ শক্তি, অবিদ্যার অন্ধকার।

নুনুদে— হটিয়ে দিলেন।

বিবাচঃ— [তু. অবোচন্ত চর্ষণয়ো বিবাচঃ ৬।৩১।১ ; ৬।৩৩।২; যো বাচা বিবাচো মৃধ্রবাচঃ...জঘান ১০।২৩।৫ ; অহম্ উগ্রা বিবাচনী ১০।১৫৯।২ ; সমর্থ ইষঃ স্তবর্তে বিবাচি ১।১৭৮।৪ ; পুরুতমং পুরূণাং স্তোতৃণাং বিবাচি ৬।৪৫।২৯ ; ইরজ্যন্ত যচ্ছুরুধো বিবাচি ৭।২৩।২ ; হবন্তে উ ত্বা হব্যং বিবাচি ৭।৩০।২ । দেখা যাচ্ছে 'বি' উপসর্গের 'বিরুদ্ধ' বা 'বিভিন্ন' এবং 'বিশেষ' দুটি অর্থই প্রসঙ্গ অনুসারে খাটছে] নানা ভাষায় কথা বলে যারা, যারা কোলাহল করে। এরা বিক্ষেপশক্তির অনুচর।

অভিক্রতূনাম— [অনন্য প্রয়োগ] যাদের 'ক্রতু' বা কিছু করবার সামর্থ্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে ; প্রবল আততায়ী।

এলো সিদ্ধির পরম লগ্ন। বজ্রসত্ত্বের আবেশ ছেয়ে গেল নাড়ীতে-নাড়ীতে অগ্নিস্রোতের মত, উচ্ছ্রিত হল সুষুম্নকাণ্ডের লেলিহান শিখায়—ছড়িয়ে পড়ল প্রাণের কুরুক্ষেত্রে, ফুটলো দিনের আলোর থরে-থরে। তাঁর বজ্রের হানায় ছিন্ন হল অবিদ্যার আবরণ, স্তব্ধ হল প্রমত্তচিত্তের কোলাহল। এমনি করে অবিদ্যার দুর্ধর্ষ বাহিনী লুটিয়ে পড়ল তাঁর কাছে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত :

ইন্দ্র নাড়ীতে-নাড়ীতে ছড়িয়ে পড়লেন—ছড়িয়ে পড়লেন দিনের আলোয়, —

বনস্পতিতে—বনস্পতি ব্যাপ্ত হলেন—ছড়িয়ে পড়লেন অন্তরিক্ষে ;

বিদীর্ণ করলেন বৃত্রের আবরণ, হটিয়ে দিলেন মুখরদের ;

এমনি করেই হলেন তিনি দমিতা—প্রবল আততায়ীদের।।

গায়ত্রী মন্ডল—ইন্দ্রদেবতা

পঞ্চত্রিংশ সূক্ত

১

তিষ্ঠা হরী রথ' আ যুজ্যমানা
যাহি বায়ুর্ ন নিযুতো ন অচ্ছ।
পিবাস্য্ (-ই) অন্ধো অভিসৃষ্টো অস্মে
ইন্দ্র স্বাহা ররিমা তে মদায়।।

সমস্তটি সূক্তের মধ্যে একটিমাত্র ভাব—একটি আকুল আহবান: 'ইন্দ্র, তুমি এসো—এই যে অমৃতের পাত্র সাজিয়ে রেখেছি তোমার তরে।' এই আবাহনের ব্যাকুলতাটুকুই প্রত্যেকটি মন্ত্রে থরথর করে কাঁপছে যেন। দেবতা আসেন রথে চড়ে, সে-রথের বাহন আছে। চিন্ময় দেবতা, প্রাণময় তাঁর বাহন, মৃন্ময় রথ। আমাদের মধ্যে আবিষ্ট হন যখন, এই দেহই হয় তাঁর রথ, ইন্দ্রিয়েরা হয় বাহন (ক.)। তাঁর সঙ্গে আছে মরুতেরা—আছে জ্যোতির্ময় প্রাণের ঝড়। আমার আকাশে মেঘ উঠেছে, শুনছি বজ্রের ঝঞ্কনা, দেখছি বিদ্যুতের ঝলক, আধার জুড়ে ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডব। দেবতা আসছেন ; আমার হৃদয়ের সোমপাত্র উন্মুখ হয়ে আছে তাঁর তৃষার্ত অধরের ছোঁয়ার তরে।

তিষ্ঠহরী— অধিষ্ঠিত হও জ্যোতির্ময় দুটি বাহনে। 'ঘোড়া দুটিতে চেপে বস', এ-অর্থ (Griffith) হয় না, দুটি ঘোড়াতে একসঙ্গে চাপা অসম্ভব ; আর ঘোড়ায় চাপলে রথ রয়েছে কিসের জন্য ? 'রথে ঘোড়া দুটিকে জুড়ছি কিন্তু আমিই'। পরের ঋক্ দ্রষ্টব্য।

বায়ুর্ন নিযুতঃ— বায়ু যেমন নিযুৎদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হন। নিযুতেরা বায়ুর বাহন (নিঘ. ১।১৫)। অনেক জায়গায় তাদের উল্লেখ ; তার মধ্যে লক্ষণীয়: সধ্রীচীনা নিযুতো বজ্র ১।১২১।৩ ; ১।১৩৪।২ ; এষাং (মরুতাং) নিযুতো পরমাঃ ১।১৬৭।২ ; নি যদ্ যুবেথে নিযুতঃ সুদানূ (মিত্রাবরুণ), উপ স্বধাভিঃ সৃজথঃ পুরন্ধিম্ ১।১৮০।৬ ; আ বৃত্রঘ্নে নিযুতঃ যন্তি পূর্বীঃ ৩।৩১।১৪ ; অস্মত্রা রায়ো নিযুতো সচন্তাম্ ৪।৪১।১০ ; পুরুস্পৃহো নিযুতঃ ৪।৪৭।৪ ; অধা নরো ন্যোহতে, অধা নিযুতো ওহতে, অধ পারাবতা ইতি ৫।৫২।১১, গিরো ব্রহ্মাণি নিযুতো ধবন্তে ৬।৪৭।১৪ ; দ্যুতদ্যামা নিযুতঃ পত্যমানঃ ৬।৪৯।৪ ; নিযুতঃ (অশ্বিদ্বয়ের) ৭।৭২।১ ; নিযুবানা নিযুতঃ স্পার্হা বীরা ৭।৯১।৫; প্র হ্যচ্ছা মনীষাঃ স্পার্হা যন্তি নিযুতঃ ১০।২৬।১ ; নবীয়সীং নিযুতং রায় ১।১৩৮।৩ ; শ্বেতঃ সিষক্তি নিযুতাম্ অভিশ্রীঃ ৭।৯১।৩ ইত্যাদি। মোটের উপর নিযুতেরা প্রাণশক্তির বাহন। তুলনীয়. দেহের নাড়ীজাল, যোগে যারা বায়ুর সঞ্চারমার্গ। আকাশে বিদ্যুতের শিরাজাল—তারাও মরুদ্গণের বাহন হতে পারে। লক্ষণীয়, নিযুতেরা শুধু বায়ুরই বাহন নয়। সুতরাং যে-কোনও দেবতার বেলায় চিৎশক্তির সঞ্চরণপথই নিযুৎ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাড়ী। [< √ যু (ধারণ করা) তু. যো-নি]।

পিবাসি— [লেট্] পান করো।

অন্ধঃ— ভোগবতী সোমধারা—যা অবচেতনার অন্ধপুরীতে বইছে।

অভিসৃষ্টঃ অস্মে— কেউ তাঁকে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে, অথবা তিনি নিজেই ছুটে এসেছেন।

ররিম— [√ রা (দেওয়া)] এই-যে দিয়েছি।

বজ্রসত্ত্ব, ঐ যে তোমার শুভ্রমেঘের রথ—তাতে জোড়া হয়েছে বজ্র আর বিদ্যুতের দুটি বাহন। তুমি আবিষ্ট হও ওদের মাঝে—ওরা সচল হোক্। এসো, ছুটে এসো

আমাদের গভীরে—মহাপ্রাণের সহস্রাংশু বিদ্যুৎবিসর্পের মত ছুটে এসো। এই-যে ভোগবতী সোমধারায় পূর্ণ করেছি জীবনের পাত্র ; এসো দেবতা, তৃষ্ণা মিটাও, নন্দিত হও...সব যে তোমায় দিয়েছি, মহেশ্বর:

অধিষ্ঠিত হও জ্যোতির্বাহন দুটিতে—তোমার রথে জোতা হয়েছে তাদের ;

এসো, বায়ুদেবতা যেমন আসেন তাঁর বাহনে, —এসো আমাদের পানে।

পান কর এই কৃষ্ণধারা ; ছুটে এসেছ তুমি আমাদের কাছে:

হে ইন্দ্র, স্বাগত! তোমাকে দিলাম এই সুধাপাত্র—তুমি মাতাল হবে, তাই।।

২

উপা (- অ = অ) জিরা পুরুহূতায় সপ্তী
হরী রথস্য ধূর্ষ্ব্ (- উ +) আ যুনজ্মি।
দ্রবদ্ = যথা সম্ভৃতং বিশ্চতশ্ চিদ্ =
উপে (- অ + ই) মং যজ্ঞম্ আ বহাত ইন্দ্রম্।।

সপ্তী— [< √ সপ্ < সৃপ্ (ছুটে চলা)] ধাবমান।

ধূর্ষু— বহুবচন কেন? অশ্বিদ্বয়ের রথ 'ত্রিবন্ধুর' অর্থাৎ তিন জায়গায় তার জোয়াল বাঁধতে হয়। দেহরথেরও তিনটি গ্রন্থি আছে—তার এক-এক জায়গায় প্রাণকে ধারণা করতে হয়।

বিশ্চতঃ চিৎ সম্ভৃতং— বিশ্বভুবন থেকে যাঁকে গুটিয়ে আনা হয়েছে। দেবতা ছড়িয়ে আছেন সব ঠাঁই। তাঁকে অনুভবযোগ্য করতে একটি জায়গায় তাঁকে গুটিয়ে আনতে হবে। যোগের ধারণা বা চিত্তের দেশবন্ধও তাই। এই

গুটিয়ে আনবার চেষ্টাতেই রূপাভাসের সৃষ্টি। তখনই দরকার হয় রথ আর বাহনের কল্পনা।

আ বহাতঃ— তোমরা দুটিতে যাতে বয়ে আনতে পার। একটি বাহন আমার প্রজ্ঞা, আর-একটি বীর্য—পতঞ্জলি মতে ; অথবা ধী এবং ওজঃ—বৈদিকমতে।

অমৃতে প্রাণকে পূর্ণ করবেন বলেই তাঁকে ডাকা। বলি : 'তুমি এসো। এই-যে আমার প্রজ্ঞা আর বীর্যকে বিদ্যুৎ আর বজ্রের ছন্দে জুড়েছি তোমার মায়া-রথের পর্বে-পর্বে। তুমি এসো'। অগ্নিশিখার মত লেলিহান, ক্ষিপ্রসঞ্চারী দুটি জ্যোতির্বাহন। তারা নিয়ে আসুক দেবতাকে এইখানে—যেখানে আমার উৎসর্গের আসনপাতা ; গুটিয়ে আনুক তাঁকে এই আধারে—বিশ্বময় ছড়িয়ে আছেন যিনি অধরা হয়ে :

তিনি 'পুরুহূত'। তাঁরই তরে লেলিহান, ক্ষিপ্রসঞ্চারী

দুটি জ্যোতির্বাহনকে রথের ধুরায়-ধুরায় জুড়েছি আমি।

ছুটে যেন নিয়ে আসে তাঁকে, —গুটিয়ে নিয়ে বিশ্বভুবন থেকে

এইখানে, এই উৎসর্গসাধনার কূলে বয়ে আনে যেন বজ্রসত্ত্বকে।

৩

উপো নয়স্ব বৃষণা তপুষ্পো (- আ)

(উ) তে (ঈ) ম্ অব ত্বং বৃষভ স্বধাবঃ।

গ্রসেতাম্ অশ্বা বি মুচে (চ+ই) হ শোণা

দিবে-দিবে সদৃশীর্ অদ্ধি ধানাঃ।।

বৃষণা— [বৃষণৌ] আধারে বীর্যাধান করবে যারা। আমার ওজঃ এবং ধী—কিন্তু তোমার বাহন হয়ে তারা পেয়েছে সৃষ্টির সামর্থ্য।

তপুষ্পো— [(-পৌ) অনন্য প্রয়োগ] তপঃশক্তিকে পান করে যারা, তপঃশক্তিতে যারা সংবর্ধিত। এইখানে দেবতার বাহনদের তাৎপর্য ফুটে উঠেছে। এখানে তারা আমাদেরই প্রাণশক্তির প্রতীক।

গ্রসেতাম্— তারা গ্রাস করুক। আধারের উপাদানকে রূপান্তরিত করুক জ্যোতিঃ শক্তিতে।

শোণা— [= - নৌ ; তু. ১।৬।২] লাল রং প্রাণশক্তির পরিচায়ক।

ধানাঃ— ভাজা যব। যব তারুণ্যের প্রতীক। তাকে ভাজলে বোঝাবে তপঃ শক্তিকে। এই 'ধানা'ই পঞ্চমকারের মুদ্রা বা মদের চাট। আগের ঋকে দেবতাকে দেওয়া হয়েছে সোমরস, —এই ঋকে ধানা ; অর্থাৎ তাঁকে দেওয়া হল হৃদয় ছেঁচা রস, আর তপঃপূত তারুণ্য। এই ধানা দিবে-দিবে সদৃশী অর্থাৎ বিকারহীন। তু. ৩।৫২।৫-৮ ; সেখানে 'সদৃশী ধানা'র আবার উল্লেখ পাই।

তোমার প্রসাদে উদ্বুদ্ধ আমারই তপঃশক্তিতে সংবর্ধিত এই দুটি জ্যোতির্বাহন—আজ তারা বন্ধ্যাত্ব ঘোচাল আমার আধারের। দেবতা, তুমিই হও তাদের দিশারী। আমাকে আবিষ্ট কর, তোমার জ্যোতিঃশক্তিতে আপ্লুত কর আমায়। জানি, তুমি নিত্যনির্ঝরিত, তবুও আপনাতে আপনি অটল। আমার সব-কিছু গ্রাস করুক ঐ জ্যোতির্ময় বাহন দুটি, তাদের স্ফুরন্ত প্রাণের রক্তচ্ছটা মুক্তি পাক এই আধারের অঙ্গনে। আর এই-যে আছে তোমার জন্য আমার তপঃপূত তারুণ্যের উপচার, আমার বিকারহীন প্রাণের নৈবেদ্য—তুমি তাকে গ্রহণ কর, দিনের পর দিন অমৃত কর তাকে তোমার প্রসাদে :

তুমিই নিয়ে এস দুটি জ্যোতির্বাহনকে— যারা শক্তির নির্ঝর, তপঃপ্রবাহকে করে পান;

আমাকেও জড়িয়ে থাক তুমি, হে বীর্যবর্ষী, আপনাতে-আপনি-অটল!

গ্রাস করুক অশ্বেরা আমার সব ; মুক্তি দাও এইখানে রাঙা দুটি বাহনকে ;

দিনের পর দিন একই 'ধানা' তোমার অন্ন হোক্।।

৪

ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি
হরী সখায়া সধমাদ আশূ।
স্থিরং রথং সুখম্ ইন্দ্রা (ন্দ্র = অ) ধিতিষ্ঠন্
প্রজানন্ বিদ্বাঁ উপ যাহি সোমম্।।

ব্রহ্মযুজা— [তু. হরী ব্রহ্মযুজা শগ্মা ৮।২।২৭ ; ব্রহ্মযুজা হরী কেশিনা ১৭।২ ; ব্রহ্মযুজো হরয়ঃ কেশিনঃ ৮।১।২৪ ; বৃষণো বৃষভাস ইন্দ্র ব্রহ্মযুজো বৃষ রথা সো অত্যাঃ ১।১৭৭।২ : সর্বত্রই ইন্দ্রের অশ্বসম্বন্ধে প্রযুক্ত। অনুরূপ আর দুটি বিশেষণ মনোযুজ (১।১৪।৬ ; ১।৫১।১০ ; ৪।৪৮।৪ (বায়ুর) ; ৫।৭৫।৬ (অশ্বিদ্বয়ের) : ধীকে মনোযুজ বলা হয়েছে ৮।১৩।২৬, ৯।১০০।৩ ; আর বচোযুজ (১।৭।২ ; ২০।২ ; ৬।২০।৯ ; ৮।৪৫।৩৯ ; ৮।৯৮।৯)] (রথে) বৃহৎ চেতনার দ্বারা জোড়া হয়েছে যে-দুটি ইন্দ্র শক্তি। ইন্দ্রশক্তি বা ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়নের কথা আছে উপনিষদের শান্তিপাঠে। সে আপ্যায়ন সম্ভব তিন উপায়ে, বাক্ মন ও ব্রহ্মের সাধনায়। যোগের ভাষায় জপ, ধ্যান ও ব্রহ্মভাবনার দ্বারা। ব্রহ্মভাবনার মন্ত্র হল ওঙ্কার—যার সাধনা ঠিক সাধারণ জপের

পর্যায়ে পড়ে না। এখানে 'ব্রহ্মদ্বারা তোমার জ্যোতির্বাহন দুটিকে যুক্ত করছি' স্পষ্টই ইঙ্গিত করছে প্রণবের প্রতি। তন্ত্রে প্রণব ব্রহ্মবীজ। [এইখানে একটা কথা তুলছি—যদিও তার প্রমাণ এখনই দিতে পারছি না। 'হরী' = হ্রী = শক্তিবীজ। ব্রহ্মদ্বারা 'হরী'কে রথে যুক্ত করা = ওঁ-হ্রীং জপ এবং জপে আধারের আপ্যায়ন। যোগাযোগটা অদ্ভুত ঠেকছে কিন্তু। সাধুদের ওঁ হরি ওঁ কি এই ব্যাপার ?]

সখায়া— নিত্যসহচর ; যারা জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। প্রজ্ঞা আর বলের সাহচর্য স্বাভাবিক।

সধমাদে— [তু. ইহ স্তুতঃ সধমাদ্ অস্তু শূর: ৪।২১।১ ; মংহিষ্ঠাস্তে সধমাদঃ স্যাম ১।১২১।১৫ ; হরয়ঃ সধমাদঃ ৩।৪৩।৬ ; গোভিঃ স্যাম সধমাদঃ বীরৈঃ স্যাম সধমাদঃ ৫।২০।৪ ; ঋধীমহি সধমাদস্তে অদ্য ৬।৩৭।১; অশ্বাসঃ সধমাদঃ ৬।৬৯।৪ ; সধমাদঃ যূয়ং পাত নঃ ৭।৪৩।৫ ; ত ইদ্ দেবানাং সধমাদ আসন্ ৭।৭৬।৪ ; অস্মত্রা সধমাদো বহন্তু ১০।৪৪।৩ ; ত্বা সধমাদম্ ১।১৮৭।১১ ; কো অস্য বীরঃ সধমাদম্ (abstract) আপ ৪।২৩।২ ; আরাত্তাচ্চিৎ সধমাদং ন আগহি (abstract) ৭।৩২।১ ; অচ্ছা সধমাদম্ ৮।২।২৮ ; যমেন যে সধমাদং (adv) মদন্তি ১০।১৪।১০ আ শেকুরিৎ সধমাদং (abst) সখায়ঃ ১০।৮৮।১৭ ; সধমাদ ইন্দ্রে ১।৩০।১৩ ; অহং হি ত্বা জোহবীমে সধমাদে মধূনাম্ ৩।৪৩।৩ ; ইমা ব্রহ্ম সধমাদে জুষস্ব ৭।২২।৩ ; ইন্দ্র ত্বাস্মিন সধমাদে ৮।২।৩ ; মধ্বো রসং সধমাদে ৯।৬২।৬ ; আ নো বর্হিঃ সধমাদে বৃহদ্দিবি ১০।৩৫।১০ ; পিবা হর্যন্ যজ্ঞং সধমাদে ১০।৯৬।১২ ; বিশ্বেৎ তা তে সধমাদেষু চাকন ১।৫১।৮ । < সধ + √ মদ্—একসঙ্গে মেতে ওঠা। মোটের উপর প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে—কর্তৃবাচ্যে, ভাববাচ্যে এবং অধিকরণ বাচ্যে। অতএব অর্থ দাঁড়াচ্ছে—একসঙ্গে যারা মেতে ওঠে। যৌথ আনন্দ, জগদানন্দ, এমনিতর আনন্দধাম।] একসঙ্গে আনন্দ করবার জন্য।

ব্রাহ্মীচেতনার দ্বারা ইন্দ্রশক্তির আপ্যায়ন হলে আধারের প্রত্যেকটি কোশ নন্দিত হবে — এই আশা।

স্থিরং সুখং রথম্ অধিতিষ্ঠন্—পতঞ্জলি আসনের লক্ষণ করেছেন 'স্থিরসুখম্ আসনম্'। আসন দেহের সাধনা। উপনিষদে দেহই রথ। ইন্দ্র এসে অধিষ্ঠিত হবেন আমার নিশ্চল আনন্দময় দেহরথে। যোগের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। রথ যদি 'স্থির' থাকে, তাহলে চলে কি করে? ইন্দ্রই বা আসেন কী করে? অতএব রথ এখানে রূপক। তু. স্থিরৈ রঙ্গৈ স্তুষ্টুবাং সস্তনুভিঃ ১।৮৯।৮।

তোমার যুগ্মশক্তি প্রজ্ঞা আর বীর্য তোমারই দুটি জ্যোতির্বাহন—এই আধারে তোমায় বয়ে আনে। তারা নিত্য সহচর। উদ্বুদ্ধ চেতনায় বিদ্যুতের মতই ক্ষিপ্রসঞ্চারী। বৃহতের আবেশে তাদের সামর্থ্য জেগে ওঠে; তাই ব্রহ্মমন্ত্রের ভাবনায় চেতনাকে বিস্ফারিত করে' তাদের যোগশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করলাম আমার আধারে—আমার দেহ প্রাণ মন সৌষম্যের সুধাধারায় মাতাল হোক্। নিষ্কম্প যোগতনুতে প্রশান্ত আনন্দের ঝিরি-ঝিরি: হে দেবতা, এই তোমার রথ। তুমি জান এর রহস্য। প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত কর এর প্রতি অণু—এসো, এর টলমল আনন্দসায়রে ঝাঁপ দাও:

ব্রহ্মমন্ত্রে তোমার বাহনদুটিকে যুক্ত করছি—কেননা বৃহতের আবেশেই তাদের যোগ ঘটে;

তারা জ্যোতির্ময়, পরস্পরের নিত্যসাক্ষী, আনন্দসম্মিলনের পানে ক্ষিপ্রসঞ্চারী।

হে ইন্দ্র, এই তোমার রথ—স্থির, সুখময়; এতে অধিষ্ঠিত হয়ে

ছুটে চল আনন্দধারার কাছে—প্রজ্ঞা আর বিদ্যার আলোক নিয়ে।।

৫

মা তে হরী বৃষণা বীতপৃষ্ঠা

নি রীরমন্ যজমানাসো অন্যে।

অত্য (-তি +) আয়াহি শশ্বতো, বয়ং তে =

(অ) রং সুতেভিঃ কৃণবাম সোমৈঃ।।

বীতপৃষ্ঠা— [= — ষ্ঠৌ ; তু. (অশ্বঃ)... বীতপৃষ্ঠঃ ১।১৬২।৭ ; হরয়ো বীতপৃষ্ঠাঃ ১।১৮১।২ ; হরিতো (rays) বীতপৃষ্ঠাঃ ৫।৪৫।১০ ; বীতপৃষ্ঠা হরয়ঃ ৮।৬।৪২ । আর-একটি বিশেষণ 'ঘৃতপৃষ্ঠ'। একটি বোঝায় 'কমনীয়তা', আর একটি 'ঔজ্জ্বল্য'। দু'জায়গাতেই 'পৃষ্ঠ' আকৃতির উপলক্ষণ] কমনীয় তনু, যাদের দেখলে আনন্দ হয়।

নি রীরমন্— [< √ রম্ (থামিয়ে দেওয়া)] (তাদের) যেন থামিয়ে না দেয়, আটকে না রাখে। আমাদের আয়োজন সামান্য, শক্তি ক্ষীণ ; তবুও তুমি যেন আমাদের কাছে এসো, আমাদের অবহেলা করো না।

শশ্বতঃ— সবাইকে।

অরং কৃণবাম— আয়োজন করে রাখব। 'অরংকৃতিঃ' [তু. কা তে হস্তি অরংকৃতিঃ সূক্তৈঃ ৭।২৯।৩] 'অরংগতি' [তু. অরংগমায় জগ্ময়ে ৬।৪২।১, ৮।৪৬।১৭] , 'অরমতি'—সমস্তই অন্তরাবৃত্তিকে লক্ষ্য করছে। অরং কৃতির মধ্যে আত্মশুদ্ধি বা আধারের প্রস্তুতির ব্যঞ্জনা আছে।

তোমার দুটি জ্যোতির্বাহন আধারে ঢালে শক্তির নির্ঝর, জাগায় আনন্দ। তোমাকে যেন তারা নিয়ে আসে আমাদের এই কুণ্ঠিত আয়োজনের মাঝে। আরও আছেন গুণী এবং জ্ঞানীরা—তোমায় বাঁধবার শক্তি তাঁদের আছে। আমরা অশক্ত, আমরা কাঙাল—তাই বলে আমাদের অবহেলা করো না। দীন সামর্থ্য নিয়ে যতটুকু পারি

আয়োজন করেছি তোমার তরে—হৃদয় নিঙড়ে ঢেলে রেখেছি সুধার ধারা : এসো, দেবতা, এসো—সবাইকে ছাপিয়ে এসো এই অকিঞ্চনদের কাছে :

তোমার দুটি জ্যোতির্বাহন—বীর্যবর্ষী, কমনীয়তনু ;
তাদের যেন আটকে না রাখেন অন্য যজমানেরা।
ছাপিয়ে এসো সবাইকে ; আমরা তোমার তরে
আয়োজন করে রেখেছি হৃদয়-নিঙড়ানো সোমের ধারা।।

৬

তবা (-ব + অ -) যং সোমস্ ত্বম্ এহ্য (-হি +) অর্বাঙ্
শশ্বত্তমং সুমনা অস্য পাহি।
অস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষ্য্ (-ষি +) আ নিষদ্যা
দধিষ্বে (-ষ্ব + ই -) মং জঠর' ইন্দুম্ ইন্দ্র।।

বর্হিষি— কুশাসনে। কুশ বৃহতের এষণার প্রতীক ; প্রাণের অজর অমর আকূতি।

জঠরে দধিস্ব— সোমকে জঠরে, হৃদয়ে, হনুতে ধারণ করবার কথা আছে। তিনটি চক্র পাওয়া যাচ্ছে—মণিপুর, অনাহত এবং বিশুদ্ধ। সায়ণ বলছেন এখানে—'যথা নাভেরধস্তাদ্ ন গচ্ছতি তথা ধারয়'। উক্তিটি আশ্চর্য। নাভি ব্রহ্মগ্রন্থি ; আনন্দকে উজিয়ে নিতে হবে তার ওপারে। নাভির নীচের আনন্দ আহার মৈথুন ও নিদ্রাতে ; সবই মর্ত্যের আনন্দ, অমৃতের নয়।

অমৃতউচ্ছল এই সত্ত্বতনু—এ সুধার ধারা তোমারই তরে যে, দেবতা! এসো, নেমে এসো এ-আধারে; অনিঃশেষ তার রসের সঞ্চয়, —পান করে' প্রসন্ন হও, বজ্রসত্ত্ব! প্রবুদ্ধ প্রাণের তীক্ষ্ণ আকূতির আসন বিছিয়ে দিলাম এই উৎসর্গের সাধনায়; এসো, বসো—আমায় গ্রাস কর, জারিত কর! এ-তনু তোমার হোক্। পরিশুদ্ধ জ্যোৎস্নার বিন্দুর মত এই যে আনন্দ-চেতনা, এ-যেন আর না তলিয়ে যায়, মণিপুর হতে :

তোমারই তরে এই অমৃতরস। তুমি এসো—এইখানে নেমে এসো ;

চিরকাল ধরে প্রসন্ন হয়ে এর ধারাকে পান কর।

এই উৎসর্গ-সাধনায় 'বর্হির' আসনে বসে

নিহিত কর এই সুধাবিন্দুকে তোমার জঠরে, হে ইন্দ্র।।

৭

স্তীর্ণং তে বর্হিঃ সুত ইন্দ্র সোমঃ

কৃতা ধানা অত্তবে তে হরীভ্যাম্

তদোকসে পুরুশাকায় বৃষ্ণে

মরুত্বতে তুভ্যং রাতা হবীংষি।।

স্তীর্ণং বর্হিঃ— কুশাসন বিছানো রয়েছে। বিছাবার সময় কুশের ডগাগুলিকে উত্তরমুখ বা পুবমুখ করে দিতে হয়। পুব হল আলোর দিক। আর উত্তর সবার উপরে। প্রাণের আকূতি আলোর পানে।

অত্তবে— [√অদ্ (খাওয়া) + তবে, তুমর্থে] খাবে বলে। ভাজা যবে বা তপস্যা দিয়ে ইন্দ্রিয়ের রস মারলে পরে শক্তির উপচয়।

তদ্‌-ওকসে— [তু. ইন্দবঃ মৎসরাসস্তদোকসঃ ১।১৫।১ ; সোমম্ ইন্দ্রা বৃহস্পতী পিবতম্, মাদয়েথাং তদোকসা ৪।৪৯।৬ ; আ তু প্রযাহি হরিবস্তদোকাঃ ৭।২৯।১ ; আবার অগ্নিকে বলা হচ্ছে 'সহস্রশৃঙ্গো বৃষভস্তদোজাঃ ৫।১।৮ । সংহিতায় এবং উপনিষদে বিশ্বোত্তীর্ণকে বলা হয় 'তৎ'] তৎ-স্বরূপ যাঁর 'ওকঃ' বা ধাম। ইন্দ্র স্বরূপত বিশ্বোত্তীর্ণ।

পুরুশাকায়—[তু. ত্বা পুরুশাক (ইন্দ্র) অভ্যর্চন্তি অর্কৈঃ ৬।২১।১০ ; শচীবতস্তে পুরুশাক (ইন্দ্র) শাকাঃ ৬।২৪।৪ ; তা দস্রা পুরুশাকতমা (অশ্বিনৌ) ৬।৬২।৫ ; ব্যস্তু ব্রহ্মাণি পুরুশাক (ইন্দ্র) বাজম্ ৭।১৯।৬] সর্বশক্তিমান তোমাকে। পূর্বের বিশেষণে ইন্দ্র সত্তারূপে বিশ্বোত্তীর্ণ, এখানে শক্তিরূপে বিশ্বাত্মক।

বৃষ্ণে মরুত্বতে— তুমি এনেছ আলোর ঝড়। ঝরিয়েছ সুধার ধারা।

জ্যোতির্মুখ প্রাণের আসন এই-যে বিছানো, হে দেবতা,—এই-যে হৃদয় নিঙ্‌ড়ে রেখেছি তোমার তরে রসের ধারা। তপঃপূত করেছি আমার তারুণ্যকে—তোমার জ্যোতির্বাহন প্রজ্ঞা আর বীর্যকে পুষ্ট করতে। তুমি নিত্য নিশ্চল ঐখানে—ঐ অগমলোকে ; আবার এইখানে এই সৃষ্টির বুকে তোমার অবন্ধ্যশক্তির ভরা জোয়ার। মূর্ধন্যচেতনায় তুমি আনো আলোর ঝড়, শিরায়-শিরায় বিদ্যুতের খরস্রোত। বজ্রসত্ত্ব, এই নাও, তোমায় আমার সব দিলাম:

বিছানো হয়েছে তোমার তরে কুশের আসন ; নিঙ্‌ড়ে দেওয়া হয়েছে, বজ্রসত্ত্ব,
রসের ধারা ;

রেখেছি 'ধানা' তোমার জ্যোতির্বাহনদের অন্নরূপে।

'সেই' তো তোমার ধাম, —আর এই তো তোমার শক্তির পূর্ণতা ; বীর্যবর্ষী,

আনো আলোর ঝড়। তোমাকে দিয়েছি আহুতির যত উপচার।।

৮

ইমং নরঃ পর্বতাস্ তুভ্যম্ আপঃ
সম্ ইন্দ্র গোভির্ মধুমন্তম্ অক্রন্।
ত স্যা (- স্য + আ -) গত্যা সুমনা ঋষ্ব পাহি
প্রজানন্ বিদ্বান্ পথ্যা অনু স্বাঃ।।

নরঃ পর্বতাঃ আপঃ— তিনটিকেই এখানে সোমসাধক বলা হচ্ছে। বস্তুত বীরেরাই সাধক, 'পর্বত' আর 'অপ্' সাধন। পর্বত দেহস্থৈর্যের প্রতীক, 'অপ' নির্মুক্ত প্রাণ-প্রবাহের। যোগে নাড়ী-শোধনের দ্বারা প্রাণের গতিকে স্বচ্ছন্দ করবার কথা আছে। তন্ত্রে ইড়া-পিঙ্গলাকে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রক্তের স্রোত আর নিঃশ্বাসের স্রোত প্রাণ-প্রবাহের এই দুটি রূপ। এইদিক্ দিয়ে প্রাণের সঙ্গে 'অপের' সাম্য।

গোভিঃ মধুমন্তম্— জ্যোতির অভিষেকে অমৃতময়। যাজ্ঞিকেরা একেই বলেন 'গবাশির' সোম। দ্র. ৩।৩২।২।

ঋষ্ব— মন্দিরের চূড়ার মত সূক্ষ্মাগ্র [< √ ঋষ্ (বিদ্ধ করা)], অতএব তুঙ্গ; বিশ্বোত্তীর্ণ।

স্বাঃ পথ্যাঃ অনু— [দ্র. ৩।১২।৭ ; তু. আ যাহ্যগ্নে পথ্যা অনু স্বাঃ ৭।৭।২ ; পিতরঃ পরেষু পথ্যা অনু স্বাঃ ১০।১৪।২] তোমার আপন পথ বেয়ে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই পথগুলি নাড়ী বা চিৎশক্তির সঞ্চারমার্গ।

অচল অটল সুমেরুবৎ নিস্পন্দকায়, আর তার নাড়ীতে-নাড়ীতে ঊর্ধ্বস্রোতা প্রাণের ধারা। তপের তাপে বীর সাধকদের রসচেতনা হল স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়। বজ্রসত্ত্ব, সেই মধুরা রতিতে হৃদয়ের পাত্র তারা পূর্ণ করে রেখেছে তোমার জন্য। ওগো এসো,— এসো অভ্রোত্তরণ মহিমায় বিশ্বোত্তীর্ণ হে দেবতা, প্রসন্ন হও আমার অন্তরের সুধা

পানে। তুমি আমার সব জান, আমার সব চেন—এসো আমার হৃদয়-অঙ্গনে তোমার চিরন্তন পথ বেয়ে :

এই সুধানিষ্যন্দকে বীরেরা, পর্বতেরা, আর প্রাণের প্রবাহেরা তোমারই তরে
হে ইন্দ্র জ্যোতির অভিষেকে মধুমন্ত করেছে।
তার ধারাকে এসে পান কর প্রসন্ন হয়ে, হে অলখ,...
তুমি জান, তুমি চেন...এসো তোমারই পথ বেয়ে।।

৯

যাঁ আভজো মরুত ইন্দ্র সোমে
যে ত্বাম্ অবর্ধন্ন্ অভবন্ গণস্ তে।
তেভির্ এতং সজোষা বাবশানো
(অ) গ্নেঃ পিব জিহ্বয়া সোমম্ ইন্দ্র।।

[মরুদ্গণের সঙ্গে অগ্নি জিহ্বায় সোমপান]

সোমে যান্ আভজঃ— সোম ধারাকে ভাগ করে নিয়েছ যাদের সঙ্গে। তপঃপূত হৃদয়ের আনন্দকে সম্ভোগ করেন শুদ্ধমনের দেবতা ইন্দ্র এবং বিশ্বপ্রাণের দেবতা মরুদ্গণ।

যে ত্বাম্ অবর্ধন্—শুদ্ধমনে বিশ্বপ্রাণের আবেশে বৃত্রের চরম বাধাকে বিদীর্ণ করবার শক্তি জন্মায়। তু. অরবিন্দের 'tearing the veil by supermind'

অগ্নেঃ জিহ্বয়া পিব— আহবনীয় অগ্নির জিহ্বা দিয়ে। আহবনীয় অগ্নি অভীপ্সার প্রতীক।

হে বজ্রসত্ত্ব, জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের দেবতারা তোমার নিত্যসহচর, বৃত্রের চরম বাধাকে দীর্ণ করতে তাঁরাই তোমায় শক্তি জোগান। অবিদ্যার হিরণ্ময় আবরণ যখন খসে যায়, তুর্যাতীত চেতনায় নামে অলকানন্দার অমৃতপ্লাবন। সে-আনন্দের সম্ভোক্তা—তুমি আর তাঁরাই।... এই সেই আমার হৃদয়-ছেঁচা রসের ধারা। এসো বজ্রসত্ত্ব, বিশ্বপ্রাণের জ্যোতির্বাহিনীকে নিয়ে—এসো ছন্দে, এসো উতলা আকূতি নিয়ে ; আমার লেলিহান অভীপ্সার অরুণশিখায় পান কর ঐ জ্যোৎস্নাসুধা :

যে মরুতদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছ, হে ইন্দ্র, সোমের ধারা, —
যাঁরা তোমায় উপচে তুলেছেন, হয়েছেন তোমার স্বগণ—
তাঁদের সঙ্গে এসো—সৌষম্যের মাধুরী আর উতলা কামনা নিয়ে,
অগ্নির জিহ্বায় পান কর জ্যোৎস্নাসুধাকে, হে ইন্দ্র।।

১০

ইন্দ্র পিব স্বধয়া চিৎ সুতস্যা (- স্য +)
(অ) গ্নের্ বা পাহি জিহ্বয়া যজত্র।
অধ্বর্যোর্‌বা প্রযতং শক্র হস্তাদ্ =
ধোতুর্ বা যজ্ঞং হবিষো জুযস্ব।।

স্বধয়া— ['স্বম্ আত্মানং পোষয়তীতি স্বধা ধনম্' (সা)] স্বপ্রতিষ্ঠ বীর্য। তাই দিয়ে সোমপান অর্থাৎ দেবতার সঙ্গে সাধকের সাযুজ্য হেতু দেবতার স্বপ্রতিষ্ঠার উল্লাস তার চেতনায় সংক্রামিত হল। 'অগ্নি জিহ্বা' দিয়ে সোমপান হল, সাধকের আকূতি ও আত্মোৎসর্গের আনন্দ—দেবতার দ্বারা সম্ভুক্ত হয়ে। একটিতে পুরুষের আনন্দ বা 'রস', আর-একটি প্রকৃতির আনন্দ 'রতি'।

অধ্বর্যোঃ, হোতুঃ— অধ্বর্যু যজুর্বেদের মূল ঋত্বিক, হোতা ঋগ্বেদের। অধ্বর্যু কর্মী, হোতা কবি। উদ্‌গাতার উল্লেখ নাই কেন? ধরতে হবে অধ্বর্যু আর হোতা সব ঋত্বিকের উপলক্ষণ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অধ্বর্যু = বায়ু = প্রাণ ; হোতা = অগ্নি = বাক্।

প্রযতং যজ্ঞং— তু. ৩।২৯।৭।

হে বজ্রসত্ত্ব, তুমিই আমাদের সাধনার ধন, এ-জীবন তোমারই নৈবেদ্যের ডালা। নিজেকে নিঙ্‌ড়ে, সুধারসে পূর্ণ করেছি তোমার পানপাত্র, —আমার আনন্দ তোমারই তৃপ্তির হিরণ্যচ্ছটা। সে-তৃপ্তি কখনও তোমার স্ব-প্রতিষ্ঠ বীর্যের আত্মারাম আনন্দ, কখনও-বা আমার জ্বালাময়ী অভীপ্সার প্রসন্ন স্বীকৃতি। আমার আত্মোৎসর্গের সাধনা তোমার আবেশে হল অনিঃশেষ—তার সকল উপচারকে নন্দিতহৃদয়ে তুমি গ্রহণ কর সহজের অভিযাত্রী প্রাণের নম্র নিবেদন হতে, আর সূর্যমুখী অভীপ্সার ব্যাকুল কাকলি হতে, হে শক্তিধর :

হে ইন্দ্র, পান কর তোমার স্ব-প্রতিষ্ঠার বীর্যে আমার এই নিঙ্‌ড়ে-দেওয়া সুধার ধারা,

অথবা অগ্নির জিহ্বা দিয়ে পান কর তাকে, হে সাধনার ধন।

অধ্বর্যুর হাত হতে হে শক্তিধর,

অথবা হোতার হাত হতে আহুতির অনিঃশেষ উৎসর্গে নন্দিত হও তুমি।।

গায়ত্রী মণ্ডল—ইন্দ্র দেবতা

ষট্‌ ত্রিংশ সূক্ত

১

ইমাম্‌ উ ষু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ

শশ্বচ্‌ (- ৎ + শ) শ্ছশ্বদ্‌ উতিভির যাদমানঃ।

সুতে-সুতে বাবৃধে বর্ধনেভির্‌

যঃ কর্মভির্‌ মহদ্‌ভিঃ সুশ্রুতো ভূৎ।।

উ— নিরর্থক অব্যয়।

প্রভৃতিম্‌— [< প্র √ ভৃ—সামনে বয়ে আনা। তু. সেমাম্‌ অবিড্‌ঢ্রি প্রভৃতিং ২।২৪।১ ; যদীং বজ্রস্য প্রভৃতৌ দদাভ ৫।৩২।৭ ; শ্রুধ্যস্য হিরণ্যপাণে প্রভৃতাবৃতস্য ৭।৩৮।২ : নিরন্তর বহন বা ধারণ, সাধনা] তোমার সামনে সব-কিছু বয়ে আনবার সাধনা, নিরন্তর উৎসর্গের সাধনা।

সাতয়ে সু ধাঃ— ['সাতি' √ সন, চরম প্রাপ্তি, সিদ্ধি] সিদ্ধিতে পর্যবসিত কর অনায়াসে। আমার সাধনা সার্থক হোক্‌।

যাদমানঃ— [< √ যাদ্‌ (মিলিত হওয়া)। তু. সমুদ্রেণ সিন্ধবো যাদমানাঃ ৩।৩৬।৭, সমুদ্রে ন সিন্ধবো যাদমানাঃ ৬।১৯।৫, অমর্ধন্তো বসুভিঃ যাদমানা ঃ ৭।৭৬।৫ ; বিবাং রথো বধ্বা যাদমানো ৭।৬৯।৩ ; দদাতি মহ্যং যাদুরী ১।১২৬।৬] নিত্যযুক্ত।

সুতে-সুতে বাবৃধে— তিনটি সবন ; প্রত্যেকটি সবনে একটি করে লোক উত্তীর্ণ হওয়া বা গ্রন্থি পার হওয়া। সোমধারা যতই উর্ধ্বে উঠছে, ইন্দ্রশক্তিরও ততই উপচয় ঘটছে এক-একটি অসুরপুরীর বিদারণে।

বর্ধনেভিঃ— দেবতাকে সংবর্ধিত করে আমাদের মন্ত্রশক্তি অথবা ইচ্ছার অগ্নিশক্তি, কিংবা আমাদের আত্মোৎসর্গ।

সুশ্রুতঃ— [ঠিক এই অর্থে আর প্রয়োগ নাই। 'বিশ্রুতের' প্রয়োগ আছে ১।৫২।১১, ১।৬২।১] প্রসিদ্ধ। দেবতার বাণীরূপে কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা চিন্তনীয়।

বজ্রসত্ত্ব, জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে এনে ধরছি তোমার সামনে। আমার আত্মোৎসর্গের এই অতন্দ্র সাধনাকে উত্তীর্ণ কর সিদ্ধির কূলে—দাও তোমার সাযুজ্য। পথের অনেক বাধা যেমন, তেমনি তুমিও তো তিমিরবিদার বজ্রশক্তিতে নিত্যযুক্ত।...আমার রসের ধারা উজান চলেছে, তার উত্তরায়ণের পর্বে-পর্বে অগ্নিমন্ত্রের প্রবেগে অনুভব করছি তাঁর বিস্ফোরণ। কিন্তু কে-না জানে এ বজ্রসত্ত্বেরই মহিমা, তাঁরই সুরূপকৃত্নু শক্তির লীলা :

আমার এই আত্মোৎসর্গের সাধনাকে সিদ্ধিতে কর প্রতিষ্ঠিত,—
নিত্যকাল ধরে তুমি যে তোমার পরিরক্ষিণী শক্তির সঙ্গে রয়েছ যুক্ত

সোমের অভিষবে-অভিষবে বেড়ে চলেছেন তিনি অগ্নিমন্ত্রের সম্বর্ধনায়—
যিনি তাঁর মহৎ কর্মে হয়েছেন সুশ্রুত।।

২

ইন্দ্রায় সোমাঃ প্রদিবো বিদানা (ঃ)
ঋভুর্ যেভির্ বৃষপর্বা বিহায়াঃ।
প্রযম্যমানান্ প্রতি ষূ গৃভায়ে (- অ +)
(ই) ন্দ্র পিব বৃষ ধূতস্য বৃষ্ণঃ।।

প্রদিবঃ— [তু. শিক্ষানরঃ প্রদিবো অকামকর্শণঃ ১।৫৩।২ ; যদ্ ঈমনু প্রদিবো মধ্ব আধবে গুহা সন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি ১।১৪১।৩ ; হোতা পাবকঃ প্রদিবঃ সুমেধাঃ ২।৩।১ ; ক্ষত্রং রাজানা প্রদিবো দধাথে ৩।৩৮।৫ ; তবেদনু প্রদিবঃ সোম পেয়ম্ ৩।৪৩।১ ; ত্বং রাজাসি প্রদিবং সুতানাম্ ৩।৪৭।১ ; যয়োরনু প্রদিবঃ শ্রুষ্টিম্ আবঃ ৩।৫০।২ ; নমো অস্য প্রদিব এক ঈশে ৩।৫১।৪; ত্রিবিষ্ট্যেতি প্রদিব উরাণঃ ৪।৬।৪ ; দূত ঈয়সে প্রদিব উরাণঃ ৪।৭।৮ ; যম্ আ মনুষ্বৎ প্রদিবো দধিধ্বে ৪।৩৪।৩ ; ত্বাম্ অগ্নে প্রদিব আহুতং ঘৃতৈঃ ৫।৮।৭ ; ত্বং বিষ্ণু প্রদিবঃ সীদ আসু ৬।৫।৩ ; যো নঃ প্রদিবো অপস্ কঃ ৬।২৩।৫ ; ত্বমসি প্রদিবঃ কারুধায়াঃ ৬।৪৪।১২; যদ্ রোদসী প্রদিবো অস্তি ভূমা ৬।৬২।৮, তেযামনু প্রদিবঃ সস্রুরাপঃ ৭।৯০।৪ ; পতির্গবাং প্রদিব ইন্দু র্ঋত্বিয়ঃ ৯।৭২।৪ ; ইযো বাজায় প্রদিবঃ সচন্তে ১০।৫।৪ ; ন তে অদেবঃ প্রদিবো নিবাসতে ১০।৩৭।৩ ; বৈশ্বানরঃ প্রদিবা কেতুনা সজূঃ ৫।৬০।৮ ; যস্মিন্নিদ্র প্রদিবি বাবৃধানঃ ২।১৯।১ ; সহ ওজঃ প্রদিবি বাহ্বোর্হিতঃ ২।৩৬।৫, ইন্দ্রং ... সোমাসঃ সুতাসঃ ৩।৪৬।৪ ; উপ সিন্ধবঃ প্রদিবি ক্ষরন্তি ৫।৬২।৪ ; ইদং হি বাং (অশ্বিনোঃ) প্রদিবি স্থানম্ ওকঃ ৫।৭৬।৪ ; ত্বং হ্যাপিঃ প্রদিবি পিতৃণাং ৬।২১।৮ ; যস্যেশিষে প্রদিবি যস্তে অন্নম্ ৬।৪১।৩ ; যদ্ দধিষে প্রদিবি চার্বন্নং ৭।৯৮।২ । বোঝা যাচ্ছে 'প্রদিবের' মৌলিক অর্থ 'প্রথম আলো'

অতএব সৃষ্টির আদিক্ষণ বা উন্মেষ। এই থেকে কোথাও-কোথাও 'লোকোত্তর' এই আভাসও আসে। নিঘণ্টুমতে 'পুরাণ' ৩।২৭] আদ্যকাল থেকে।

বিদানাঃ— [বিদ্ + শানচ্, দুটি রূপ পাওয়া যায়—একটির আদিস্বর উদাত্ত এবং মধ্যস্বর স্বরিত (যেমন এখানে, এবং ১।১৬৫।৯, ১০ ; ২।৯।১ ; ৬।২১।২, ১২ ; ৮।৪৫।২৭ ; ১০।১১১।১ ; ১।১২২।২, ১০।১৩।২), আর—একটির অন্ত্যস্বর উদাত্ত (৯।৩৫।৪, ৫।৮০।৫, ৯।৭।১, ৮, ১।১৬৯।২, ৪।৩৪।২, ১০।৭৭।৬)। স্বরভেদ হতে অর্থভেদ হওয়া খুব সম্ভব। মনে হচ্ছে আদ্যুদাত্ত বোঝায় 'জানা', অন্তোদাত্ত 'পাওয়া'—যদিও 'জানা' অর্থে ধাতুটি পরস্মৈপদ। জানা আর পাওয়ার অর্থ উপলব্ধির দিক দিয়ে কাছাকাছি—সুতরাং 'পাওয়ার' আত্মনেপদত্ব 'জানাতে'ও সঞ্চারিত হতে পারে। আপাতত দুটি রূপের অর্থভেদ স্বীকার করে নিচ্ছি এই দৃষ্টিতেই] বিজ্ঞাত। ইন্দ্র সোমরহস্য চিরকালই জানেন।

ঋভুঃ— [√ ঋভ্ ‖ রভ্ (ধরা, চেষ্টা করা, গড়া) + উ। বহুবচনান্ত হলে ঋভু দেবতাগণ—যাঁরা দেবশিল্পী] আরব্ধবীর্য, আধারে কাজ শুরু করে দেন যিনি, dynamic । এই অর্থে অগ্নি ও ইন্দ্রের বিশেষণরূপে অনেক জায়গায় পাওয়া যায় (তু. ১।১১০।৭, ১।১১১।৫, ১।১২১।২, ২।১।১০ (অগ্নি) ; ৩।৫।৬ (অগ্নি) ; ৫।৭।৭ (অ) ; ৬।৩।৮ ঋভু র্ন ত্বেষে রভসান অদ্যেৎ (এখানে অগ্নির বিশেষণ, উপমা ঋভু-দেবতার সঙ্গে, কিন্তু 'রভসানঃ' পদে ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাচ্ছে) ইত্যাদি।

বৃষপর্বা— [অনন্য প্রয়োগ। অনুরূপ শব্দ 'বৃষ-নাভি' (রথেন বৃষনাভিনা ৮।২০।১০), 'বৃষপত্নী (বৃষপত্নীরূপঃ ৮।১৫।৬) ; 'বৃষপাণি' (অশ্বাঃ বৃষপাণয়ঃ ৬।৭৫।৭ ; এখানে 'বৃষ' = সমর্থ) 'বৃষপান' (বৃষপাণাস ইন্দবঃ ১।১৩৯।৬ ; বৃষ = যা সামর্থ্য বা উচ্ছলতা আনে) 'বৃষ-প্রভর্মা' (বৃষপ্রভর্মা নিজঘান শুষ্ণম্ ৫।৩২।৪ ; সমর্থ প্রহরণ যাঁর) ; 'বৃষপ্রযবা' (মারুতায় বৃষপ্রযাব্নে ৮।২০।৯ ; উচ্ছল, সার্থক দিশারী) 'বৃষপ্সু'

৮।২০।৭, ১০ ইত্যাদি। বৃষের মূল অর্থ 'যা বীর্য বর্ষণ করে'। বীর্যবর্ষী, সমর্থ, সচল, উচ্ছল ইত্যাদি] প্রতিপর্বে উচ্ছল বা সমর্থ তিনি। তাঁর বীর্য প্রকাশের তিনটি পর্ব—তিনটি অসুরপুরী ভেদের বেলায়। প্রত্যেক পর্বে রসচেতনা যেন নতুন করে উছলে ওঠে। পর্বে-পর্বে এই আনন্দের উচ্ছলনকে বৌদ্ধতন্ত্রে বলা হয়েছে আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ, সহজানন্দ। সোমের উজানধারায় গ্রন্থিভেদের সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রের বৃষপর্বারূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিহায়াঃ— [তু. কৃষ্ণাদুদস্থাদ্ অর্যা বিহায়াঃ (উষা) ১।১২৩।১ ; বিশ্বো বিহায়া অরতিবর্সুর্দধে (অগ্নিঃ) ১।১২৮।৬ ; ত্বদ্ বাজী বাজম্ভরো বিহায়া অভিষ্টিকৃজ্জায়তে সত্যশুষ্মঃ (ঐ) ৪।১১।৪ ; সূনো সহসো নো, বিহায়াঃ (ঐ) ৬।১৩।৬ ; পাবকং কৃষ্ণ বর্তনিং বিহায়সম্ (ঐ) ৮।২৩।১৯ ; নূনমর্চ বিহায়সে (ঐ) ৮।২৩।২৪ ; আ সোম অস্মাঁ অরুহদ্ বিহায়াঃ ৮।৪৮।১১ ; যে তে (সোমস্য) মদা আহনসো বিহায়সঃ ৯।৭৫।৫ ; বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্ বিহায়াঃ ১০।৮২।২ ; যেভির্বিহায়া অভবদ্ বিচক্ষণঃ ১০।৯২।১৫। নিঘ. 'মহৎ' (৩।৩)। < বি (দিকে দিকে) + √ হা (চলা) + অস্] দিকে-দিকে যিনি ছড়িয়ে পড়েন। ইন্দ্রচেতনা পর্বে-পর্বে উচ্ছলিত হয়ে অবশেষে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে।

প্র-যম্যমানান্— [প্র (সামনে) + √ যম্ (এগিয়ে দেওয়া, বাড়িয়ে দেওয়া) + য + শানচ্] সামনে যা ধরা হচ্ছে। (অনন্য প্রয়োগ)। সোমের বিশেষণ।

বৃষধূতস্য— 'বৃষ' যাকে কাঁপিয়ে তুলছেন। কে 'বৃষ'? সোমকে কাঁপিয়ে তোলে অগ্নি—মূলাধার হতে। এটি তন্ত্রের ভাবনা। সেই সোম সহস্রারে উঠে আবার অমৃত প্রস্রবণ হয়ে ঝরে পড়ে ('বৃষ্ণঃ')। অগ্নিবীর্য এমনি করে সার্থক হয়, তাই অগ্নি 'বৃষ'।

সৃষ্টির উষাকাল হতেই বজ্রসত্ত্ব জানেন সোমধারার রহস্য—কেননা তারই উজানধারায় আধারে শুরু হয় তাঁর প্রচ্যবন বজ্রশক্তির অবন্ধ্যক্রিয়া, চেতনার প্রত্যেক পর্বসন্ধিতে উছলে ওঠে তাঁর বিদ্যুৎবিসর্পী সামর্থ্য—অবশেষে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর প্রভাস্বর বীর্যের অরোরা।...দেবতা, সত্তার বেদিমূলে এই-যে সমিদ্ধ হয়েছে আমার সমর্থ অভীপ্সার শিখা, তারই প্রেষণায় উজান বইছে টলমল রসের ধারা, আনন্দের প্রস্রবণে ভেঙ্গে পড়ছে আধারের পর্বে-পর্বে। এ-ধারা তোমারই তরে, বজ্রসত্ত্ব! এই যে তাকে সামনে ধরেছি, গ্রহণ কর, পান কর:

ইন্দ্রের কাছে সোমেরা সেই আদিযুগ হতেই তো জানা,—

কেননা তাদের সামর্থ্যেই তিনি 'ঋভু', উছলে ওঠেন পর্বে-পর্বে, ছড়িয়ে পড়েন দিকে-দিকে।

এই যে সামনে ধরেছি তাদের ; প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর।

হে বজ্রসত্ত্ব, পান কর এই ধারা, অগ্নির সামর্থ্যে যা আন্দোলিত, যা আনন্দের নির্ঝর।।

৩

পিবা বর্ধস্ব ; তব ঘা সুতাস (ঃ)
ইন্দ্র সোমাসঃ প্রথমা উতে (- ত + ই) মে।
যথা ২ পিবঃ পূর্ব্যাঁ ইন্দ্র সোমাঁ
এবা পাহি পন্যো অদ্যা নবীয়ান্।।

ঘ— 'এব', 'তব-ঘ' তোমারই।

প্রথমা— সবার আগে।

পন্যঃ— [তু. পন্য আ দর্দিরচ্ছতা (ইন্দ্রঃ) ৮।৩২।১৮] স্তুত্য—কীর্তির জন্যে, মহিমার জন্যে।

নবীয়ান্— নতুন হয়ে। দেবতা চিরন্তন, কিন্তু প্রত্যেকবার তাঁর অনুভব নতুন। তাই তাঁর স্বাদ কখনও ম্লান হয় না।

এই-যে সুধার ধারা, পান কর ; উজাড় করে নিজকে দিলাম—এবার তোমার বজ্রবীর্য উথলে উঠুক। শুধু তোমারই তরে নিজেকে নিঙ্ড়ে দিয়েছি, দেবতা—আর কারও তরে তো নয়। আমার তনুর অণুতে-অণুতে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি ; আর কারও অধরের স্পর্শ পায় নি তারা—তারা শুধু তোমার। আধারে-আধারে চিরকাল সুধাপান করে এসেছ তুমি—তোমার মহিমার অন্ত নাই। তবু, চিরকিশোর, আমার কাছে এসো নতুন হয়ে—এই সুধার পেয়ালায় চুমুক দাও :

পান কর, উপচে ওঠ ; তোমারই তরে নিঙ্ড়ে-দেওয়া,
হে বজ্রসত্ত্ব এই জোৎস্নাধারা ; আর এরা অনুচ্ছিষ্ট।
যেমন করে পান করেছ আগে সৌম্যসুধা, হে ইন্দ্র,
তেমনি করে পান কর আজ। তুমি কীর্তিমান্—এসো নতুন হয়ে।।

৪

মহাঁ অমত্রো বৃজনে বিরপ্শ্য (-শী)
(উ) গ্রব শবঃ পত্যতে ধৃষ্ণ্বোজঃ!
নাহ বিব্যাচ পৃথিবী চনৈ (- ন + এ) নং
যৎ সোমাস হর্যশ্বম্ অমন্দন্।।

অমত্রঃ— [তু. স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায় ১।৬১।৯ (ইন্দ্র) ; কিম্ আদ্ অমত্রং সখ্যং সখিভ্যঃ কদা নু তে ভ্রাত্রং প্র ব্রবাম ৪।২৩।৬ ; আ মধ্বো অস্মা অসিচন্নমত্রম্ (bowl) ইন্দ্রায় পূর্ণম্ ১০।২৯।৭ ; গম্ভীরেণ ন উরুণামত্রিন্ প্রেষো যন্ধি বাজান্ (ইন্দ্র) ৬।২৪।৯ ; অয়ং সোমো অমত্রে পরি ষিচ্যতে ৫।৫১।৪ ; ভরতেন্দ্রায় সোমামত্রেভিঃ ২।১৪।১; এনং প্রত্যেতন অমত্রেভিঃ ৬।৪২।২। যাস্কের মতে 'অমত্রং পাত্রম্ অমা অস্মিন্ অদন্তি ৫।১' ; 'অমত্রো অমাত্রঃ মহান্ ভবতি অভ্যামিতো বা (নিঘ. ৪।৩।১০১, নি ৬।২৩)। উপরের উদ্ধরণগুলিতে প্রকরণ অনুযায়ী দুটি অর্থই খাটছে। কিন্তু ব্যুৎপত্তি কী? তু. 'যজত্র' ইত্যাদি। < √ অম?] বীর্যবান্। এই থেকে সোমপাত্র 'অমত্র' হওয়া অসম্ভব নয়।

বিরপ্শী— [তু. মধ্বশ্চাতন্ত্যভিতো বিরপ্শম্ ৪।৫০।৩ ; ৭।১০১।৪ ; রুজো বি দৃঢ়্হা ধৃষতা বিরপ্শিন্ ৬।২২।৬ ; মদায় ক্রত্বে অপিবো বিরপ্শিন্ ৬।৪০।২ ; সংমিশ্লাসস্তবিষীভির্ বিরপ্শিনঃ (মরুতঃ) ১।৬৪।১০ ; প্রত্বক্ষসঃ প্রতবসো বিরপ্শিনঃ (মরুতঃ) ১।৮৭।১ ; অদব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্শিনঃ ১০।৭৫।৯ ; ইন্দ্রস্যাত্র তবিষীভ্যো বিরপ্শিনঃ ১০।১১৩।৬ ; জনং যমুগ্রাস্তবসো বিরপ্শিনঃ (মরুতঃ) ১।১৬৬।৮ ; ওজস্বন্তং বিরপ্শিনম্ (ইন্দ্রম্) ৮।৭৬।৫ ; আসা বহ্নিং ন শোচিষা বিরপ্শিনম্ (অগ্নিম্) ১০।১১৫।৩ ; বিরপ্শিনে বজ্রিণে ৬।৩২।১ ; এবা হস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী ১।৮।৮ ; এবা ন ইন্দ্রো মঘবা বিরপ্শী ৪।১৭।২০ ; তিষ্ঠাতি বজ্রী মঘবা বিরপ্শী ৪।২০।২ ; দৃতিস্তুরীয়ো মধুনো বিরপ্শতে ৪।৪৫।১ ; অংশুং দধন্বান্ মধুনো বি-রপ্শতে ১০।১১৩।২ ; ধেনুভিরপ্শদূধভিঃ ২।৩৪।৫ ; নিঘ. 'মহৎ' ৩।৩। √ রপ্শ্ be full (M)] (বীর্যে) উপ্‌চে উঠছেন যিনি। আধারের রূপান্তরের সাধনায় ('বৃজনে' ; মনে রাখতে হবে ইন্দ্র 'সুরূপকৃত্নু') তাঁর বীর্য উথলে ওঠে'। also see "বরপ্শে"।

উগ্রং শবঃ পত্যতে— [তু. ১।৮৪।৯ ; স হব্যা মানুষাণাং পত্যতে ১।১২৮।৭ ; যদি র্যোনাম পত্যতে ২।২৯।২ ; এজদ্ ধ্রুবং পত্যতে বিশ্বম্ একম্ ৩।৫৪।৮ ; ত্র্যনীকঃ পত্যতে মাহিনাযান্ ৩।৫৬।৩ ; ইত্যাদি] দুর্ধর্ষ প্রাণোচ্ছলতার অধীশ্বর যিনি।

ধৃষ্ণু ওজঃ—সর্বাভিভাবী ওজস্বিতা। নিঘণ্টুমতে 'শবঃ' আর 'ওজঃ' দুইই উদক বা ধন। শবঃ || শ্বস্ = প্রাণশক্তি ; ওজঃ—ব্রহ্মচর্যের বজ্রশক্তি। দুটিই সাধনসম্পদ।

পৃথিবী চ— অতএব পৃথিবী ও দ্যুলোক।

তিনি বিপুল, অধৃষ্য তাঁর বীর্য। আধারে চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার সময় আসে যখন, সমুদ্রের জোয়ারের মত তাঁর সে-বীর্য তখন উপচে ওঠে—তাঁর অনায়াস ঈশনা দুর্বার প্রাণশক্তি আর সর্বাভিভাবী—ওজস্বিতা সমস্ত বাধার 'পরে হয় বিজয়ী। প্রজ্ঞা আর বলের দ্যুতিতে ঝলমল সে-দেবতাকে মাতাল করে আমারই হৃদয়ছেঁচা আনন্দধারা, তাঁর অনিরুদ্ধ বৈপুল্য ছাপিয়ে যায় এই ভূলোক—ঢেউ তুলে যায় ঐ দ্যুলোকে :

মহান্ তিনি, বীর্যবান ; রূপান্তরের সাধনায় উথলে ওঠেন বীর্যে—

দুর্বার প্রাণোচ্ছলতা আর সব-নুইয়ে-দেওয়া ওজস্বিতার ঈশান হয়ে।

আহা, আঁটল না পৃথিবী তাঁকে, আঁটল না দ্যুলোক—

যখন সোমধারারা জ্যোতির্বাহন দেবতাকে মাতিয়ে তুলল।।

৫

মহাঁ উগ্রো বাবৃধে বীর্যায়
সম্-আ চক্রে বৃষভঃ কাব্যেন।
ইন্দ্রো ভগো বাজদা অস্য গাবঃ
প্র জায়ন্তে দক্ষিণা অস্য পূর্বীঃ ।।

সম্-আ-চক্রে— [তু. পুরুত্রা বিষ্ঠিতং জগৎ সমাকৃণোষি জীবসে ১০।২৫।৬ ; সংসৃষ্টং ধনম্ উভয়ং সমাকৃতং অস্মভ্যং দত্তাং বরুণশ্চ মন্যুঃ ১০।৮৪।৩। সম্ (পুরোপুরি) আ (কাছে) √ কৃ (করা)] সঙ্গত হলেন, নিজেই নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন। কী? না, 'কাব্য'— কবির প্রতিভা বা প্রজ্ঞা। ইন্দ্রশক্তির উপচয়ে আধারে ফুটল বীর্য এবং প্রজ্ঞা। তুলনীয় 'কবি-ক্রতু'।

ভগঃ— হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই ভগকে বলা হয়েছে 'সহস্রশাখ'। উপনিষদের অন্যত্র হৃদয় হতে নাড়িজালের বেরিয়ে যাবার কথা আছে আদিত্যবিশ্বের পানে। ইন্দ্র যখন হৃদয়ে 'ভক্ত' বা আবিষ্ট হলেন, তখন তাঁর রশ্মিরা (গাবঃ) হন।

বাজদাঃ— [তু. ১।১৩৫।৫] যারা আধারে ঢালে বজ্রের তেজ।

দক্ষিণাঃ— [তু. অস্মান্ বরুত্রীঃ শরণৈরবন্ত অস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ৩।৬২।৩ ; স হোতা শশ্বতীনাং দক্ষিণাভির ভীবৃতঃ ৮।৩৯।৫ ; মূলে শব্দটি বিশেষণ ; কিন্তু বিশেষ্যবৎ ব্যবহারও অনেক। দক্ষিণা = প্রসাদ] প্রসন্না, সুমঙ্গলা। কিরণবালারা 'পূর্বীঃ'—প্রাক্তনী, বা চিরন্তনী, কিন্তু সাধন বলে তারা নতুন হয়ে আধারে প্রজাত হয় (প্রজায়ন্তে)।

তিনি বিপুল, তিনি দুর্ধর্ষ। আমারই জীবনের মধু পান করে' ঘটল তাঁর বীর্যের উপচয়। সে-বীর্যের সঙ্গে যুক্ত হল কবির দিব্য-প্রতিভা—ভূত ভব্যের সব-কিছু স্পষ্ট

হল তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে, আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘুচল তাঁর শক্তিপাতে। আমার হৃদয়ে আবিষ্ট তিনি—প্রাতঃসূর্যের দীপ্তি নিয়ে। চিরন্তনী তাঁর কিরণমালা—উর্ধ্বস্রোতা হয়ে বিসর্পিত হল আমার নাড়ীতে-নাড়ীতে—ঢালল বজ্রের তেজ, আনল দেবতার দাক্ষিণ্য :

মহান্, দুর্বার তিনি—বেড়ে চলেছেন বীর্যের দিকে ;

মিলিত হলেন কবি-প্রতিভার সঙ্গে—শক্তির নির্ঝর।

ইন্দ্র আবিষ্ট আমার হৃদয়ে ; বজ্রতেজ ঢেলে দেয় তাঁর কিরণেরা—

জন্মায় নতুন হয়ে সুদক্ষিণারা, যদিও তারা তাঁর চিরসঙ্গিনী।।

৬

প্র যৎ সিন্ধবঃ প্রসবং যথা (আ) য়ন্ (-ন্)

আপঃ সমুদ্রং রথ্যে (-থী + এ -) ব জগ্মুঃ।

অতশ্চিদ্ ইন্দ্রঃ সদসো বরীয়ান্

যদ্ ঈং সোমঃ পৃণাতি দুগ্ধো অংশুঃ।।

প্রসবং যথা— প্রেরণা অনুযায়ী, প্রেরণা পেয়ে। নদীর স্রোতেরা (সিন্ধবঃ) সমুদ্রের পানে ছোটে ; কিন্তু তাদের ছোটার পেছনে আছে ইন্দ্রের প্রেষণা। তু. ৩।৩৩।২ ।

আপঃ সমুদ্রং জগ্মুঃ— প্রাণের যত প্লাবন ছুটল সমুদ্রের পানে। এ-সমুদ্র মাথার উপরে—মহাশূন্যে। নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রাণস্রোত উজান বইতে লাগল ক্ষিপ্রবেগে। তাই 'রথী'র সঙ্গে তাদের তুলনা।

অতঃ সদসঃ— এই সদন হতে, এই আসন হতে। ইন্দ্র আসন পেতেছেন কোথায়? হার্দ্য জ্যোতিরূপে হৃদয়ে (পূর্ব ঋক দ্র.)। সায়ণ বলছেন এই সদন অন্তরিক্ষ। বৈদিক অধ্যাত্মবিদ্যানুযায়ী হৃদয় তাই। ইন্দ্র হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে ওঠেন। কখন? যখন সোম তাঁকে আপূর্ণ করে ('সোমঃ পৃণাতি')।

দুগ্ধঃ অংশুঃ— [তু. চকমানঃ পিবতু দুগ্ধমংশুম্ ৫।৩৬।১ ; ১০।৯৪।৯ (৭)] 'অংশু' সোমলতা, যাতে আঁশ আছে। এই লতাকে ছেঁচে বা দোহন করে সোমরস বার করা হয়। 'অংশু'র মৌলিক অর্থ 'যা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছয়' [< √ অংশ্ || অস্]। সুতরাং 'অংশু' কিরণ—লৌকিক সংস্কৃতে এই অর্থ বেশ চলে। আদিত্যমণ্ডল থেকে হৃদয় পর্যন্ত যে-নাড়ীরা, তারাও 'অংশু' বা 'রশ্মি' হতে পারে। রশ্ম্যনুসারে গতির কথা বেদান্তে আছে। আধ্যাত্মিক সোমলতা অবশ্য সুষুম্নানাড়ী। বাজসনেয়ী সংহিতার বর্ণনায় তা 'সূর্যরশ্মি'। অতএব অংশু আধার হতে আদিত্য পর্যন্ত প্রসৃত কিরণরেখা। এ-রেখা সুষুম্ন — কি না আনন্দময়। আনন্দ জাগে নিষ্পেষণ থেকে। সোমযাগের সঙ্গে তন্ত্রের 'লতা' সাধনের সম্বন্ধ বিবেচ্য। লক্ষণীয়, একজন আদিত্য আছেন, তিনি 'অংশ'—প্রায় ভগের সমার্থক (Macdonell V.M)। ভগ যদি জীবাবিষ্ট চেতনা হন, তাহলে এই অংশ দ্বারা হৃদয়ে শক্তিপাত হয় কল্পনা করা যেতে পারে।

নদীরা উতলা হয়ে ছোটে সমুদ্রের পানে, —কার প্রেষণায়? আমারও হৃদয় হতে সহস্র শাখায় রসের স্রোত ছুটে চলেছে মূর্ধন্যচেতনার দ্যুলোক পানে—বল্গাহীন তুরঙ্গের মত। আমার এই হৃদয়ই তো বজ্রসত্ত্বের আসন ; কিন্তু আর তো তাঁকে ধরে রাখতে পারছি না সীমার বেষ্টনে। আমার আনন্দলতিকা-নিঙ্ড়ানো সোমের ধারা এল এই হৃদয়-কুহরে, —পূর্ণ করল, উপচে তুলল আমার দেবতাকে, অসীম দ্যুলোকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সহস্ররশ্মি-মহিমা :

যেমন নদীর ধারারা কিসের প্রেরণায় সমুখ পানে ছুটে চলে—

প্রাণ-স্রোতেরা তেমনি সমুদ্রের পানে রথীর মত ছুটে গেল।

এই আসন হতেও ইন্দ্র হন বিপুলতর—

যখন তাঁকে সোমের ধারা আপূরিত করে—আধার-নিঙ্‌ড়ানো কিরণ হয়ে।।

৭

সমুদ্রেণ সিন্ধবো যাদমানা
ইন্দ্রায় সোমং সুষুতং ভরন্তঃ।
অংশুং দুহন্তি হস্তিনো ভরিত্রৈঃ
মধ্বঃ পুনন্তি ধারয়া পবিত্রৈঃ।।

হস্তিনঃ— [তু. মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদতা বনা ১।৬৪।৭ ; তু. ৪।১৬।১৪ ; সুতং সোমং ন হস্তিভির্ আ পড্ভিঃ ৫।৬৪।৭ (active feet G) ; ত্বং ত্বা হস্তিনো মধুমন্তম্ অদ্রিভি র্দুহন্তি ৯।৮০।৫ ; অহস্তাসো হস্তবন্তং সহন্তে ১০।৩৪।৯ । দেখা যাচ্ছে 'হস্তী' = হাতওয়ালা = হাতী ; নিপুণ, কুশল] কুশলী।

ভরিত্রৈঃ— [অনন্য প্রয়োগ। সায়ণ বলেন 'বাহুভিঃ' নি.ঘ ২।৪। তু. 'পবিত্র'-যা শোধন করে, তেমনি 'ভরিত্র'—যা ভরণ বা বহন করে (< √ভৃ)] যার ভিতর দিয়ে সোম-ধারাকে বইয়ে দেবে, সেই মধ্যনাড়ীর খাত 'ভরিত্র' ; তন্ত্রের ভাষায় সুষুম্ণ বিবর। তৃতীয়া তাহলে local sense। যদি এই রহস্যার্থকে স্বীকার না করা হয়, তাহলে 'ভরিত্র' = অঙ্গুলি।

ধারয়া পবিত্রৈঃ— [তু. ক্রতুং পুনানঃ কবিভিঃ পবিত্রৈঃ ৩।১।৫ ; ত্রিভিঃ পবিত্রৈপুপোদ্ধ্যর্কৈ ৩।২৬।৮ ; মধ্বঃ পুনানাঃ কবিভিঃ পবিত্রৈঃ ৩।৩১।১৬ ; পবিত্রেভিঃ পবমানা অসৃগ্রন্ ৯।৮৭।৫ ; পবিত্রেভিঃ পবমানো নৃচক্ষাঃ ৯।৯৭।২৪ । সর্বত্র ধাত্বর্থক করণের ব্যবহার। 'ধারয়া' শব্দের আর একবার প্রয়োগ আছে ৮।৬।৮ ; তা ছাড়া সব প্রয়োগ নবম মণ্ডলে।] পবিত্র মেষলোমের ছাঁকনি। অধ্যাত্মঅর্থে নাড়ীজাল। রসচেতনাকে তার ভিতর দিয়ে চালনা করে একটি ধারায় সংহত করতে হবে, তারপর তাকে উজান বওয়াতে হবে। ধারা আবার যখন নেমে আসবে, তখন ছড়িয়ে পড়বে ঐ নাড়ীজালে। সোমের এমনি শোধন আর বৃত্তির অন্তরাবর্তন দ্বারা প্রত্যাহারমূলক একাগ্রতার সাধনা একই ধরণের ক্রিয়া। **সোমের দোহন আর শোধন দুটি ক্রিয়ার কথা এখানে বলা হচ্ছে। দোহন, কস্তন, পেষণ একই কথা। এরই নাম অদ্রিযোগ (৩।১।১)। এইটিকে অবলম্বন করে নাড়ীজালের ভিতর দিয়ে রসচেতনাকে আকর্ষণ করতে হবে। তারপর তার ধারাকে চিৎসমুদ্রের পানে উজান বওয়াতে হবে।** তু. এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাংসি ধারয়া, পবমানঃ কনিক্রদৎ (৯।৩।৭)।

কুশল সাধক যারা, তারা জানে সুষুম্নবাহিনী অমৃতধারাকে কি করে জাগাতে হয়। নদীর স্রোত ছুটে চলে যেমন সমুদ্রের সন্ধানে, তেমনি তাদেরও আকূতি উধাও হয় বজ্রসত্ত্বের চিন্ময় মহাবৈপুল্যের পানে। আধার-নিঙড়ানো রসের ধারা নিয়ে যায় তারা তাঁর কাছে। সুষুম্নতন্তুকে সুকৌশলে দোহন করে পেয়েছে তারা সে-রস, নাড়ীজালের সঙ্কর্ষণে তাকে নির্মল করেছে, তাকে সংহত করে একটি ধারায় বইয়ে দিয়েছে উজান পানে :

সমুদ্রের সঙ্গে সিন্ধুরা চায় মিলতে :

তেমনি ইন্দ্রের কাছে সুকৌশলে নিঙ্‌ড়ানো সোমের ধারা বয়ে আনবে বলে

সুষুম্ণ-কিরণকে দোহন করে কুশলীরা আঙ্গুল দিয়ে।

তারপর মধু-স্রোতদের শোধন করে শোধনতন্তু দিয়ে—বইয়ে দেয় একটি ধারায়।।

৮

হ্রদা ইব কুক্ষয়ঃ সোমধানাঃ

সম্ ঈং বিব্যাচ সবনা পুরূণি।

অন্না যদ্ ইন্দ্রঃ প্রথমা ব্যাশ

বৃত্রং জঘন্বাঁ অবৃনীত সোমম্।।

হ্রদাঃ ইব কুক্ষয়ঃ— [তু. আপো ন সিন্ধুমভি যৎ সমক্ষরনৎ সোমাস ইন্দ্রং কুল্যা ইব হ্রদম্ ১০।৪৩।৭ ; যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ ১।৮।৭, বহুবচন প্রয়োগ অনন্য।] কুক্ষি এখানে উপলক্ষণ, তাই বহুবচন। যেখানে-যেখানে সৌম্যচেতনার ধারণা হচ্ছে, তাই কুক্ষি। সেখানেই দেখা দিচ্ছে চেতনার বৈপুল্য, তাই হ্রদের সঙ্গে উপমা।

সোমধানাঃ— [তু. ৬।৬৯।২, ৬ ; পবস্ব সোম দেববীতয়ে বৃষা ইন্দ্রস্য হার্দি সোমধানম্ আবিশ ৯।৭০।৯, ১০৮।১৬, এন্দো বিশ কলশং সোমধানম্ ক্রন্দন্ন ইহি সূর্যস্যোপ রশ্মিম্ ৯।৯৭।৩৩) সোমরসের বা অমৃত চেতনার আধার।

ঈং সম্ বিব্যাচ্— ঈম্— ব্যাপ্ত করলেন ঐ (যত সবন)।

অন্না প্রথমা— [= প্রথমানি অন্নানি] অন্ন খাদ্য। আমরা যা আহুতি দিই দেবতা তাই

খান। আসলে আহুতি দিতে হবে নিজেকে, তার বদলে 'দ্রব্য' আহুতি দিই। আহুতি দ্রব্যের নাম 'নিষ্ক্রয়' (ransom)। তিন রকম যাগ, তার তিনরকম হব্য। ইষ্টিযাগে হব্য পুরোডাশ, দুধ, দই, ঘি ইত্যাদি ; পশুযাগে পশুমাংস ; সোমযাগে সোমরস। প্রত্যেকটি হব্য যজমানের একটা-না-একটা-কিছুর প্রতীক। সোমের আহুতিই সেরা আহুতি। সোমযাগ সব যাগের শ্রেষ্ঠ—তার অধিকার সবার হয় না। প্রত্যেক আহুতিতে চিত্ত নির্মল হয়, অন্ধকার বা বৃত্রের বাধা দূর হয়। কিন্তু সোমপানে লাভ হয় অমৃতত্ব, জ্যোতি ও দেবতার সাযুজ্য ৮।৪৮।৩। এই লাভই পরম লাভ।

ভূলোকে অন্তরিক্ষে অথবা দ্যুলোকে—বজ্রসত্ত্বের বিশ্বব্যাপী আধারে যেখানেই রসচেতনার আবেশ, সেইখানেই দেখা দেয় মানসসরোবরের বৈপুল্য। সে-বৈপুল্য নেমে আসে আমারও আধারে, যখন অনুভব করি, আমার তিনটি আসবের প্রত্যেকটিতে তাঁর প্রসন্ন আবেশ।...প্রথম তাঁকে দিয়েছি আমার দেহ, প্রাণ আর মন। তিনি গ্রহণ করেছেন আমার আহুতি—দূর করেছেন আধারের অন্ধকার। সবার শেষে দিয়েছি আমার হৃদয়-নিংড়ানো সুধার ধারা—তিনি আনন্দে বরণ করে নিয়েছেন আমার এই অন্তিম উপচার, আমি তাঁকে পেয়েছি, পেয়েছি অমৃত আর জ্যোতির অধিকার:

হ্রদেরই মত তাঁর যত কুক্ষি—সোমের আধার।
তিনি সম্পূর্ণ আবিষ্ট হয়েছেন আমার তিনটি সবনেই।
যখন বজ্রসত্ত্ব প্রথম অন্নাহুতি গ্রহণ করলেন—
বধ করলেন বৃত্রকে। তারপর বরণ করলেন সোমের ধারা।।

৯

আ তূ ভর মাকির্ এতৎ পরিষ্ঠাদ্

বিদ্মা হি ত্বা বসুপতিং বসূনাম্।

ইন্দ্র যৎ তে মাহিনং দত্রম্ অ

স্ত্যে (- স্তি + অ -) স্মভ্যং তদ্ ধ (হ) র্য শ্ব প্র যন্ধি।।

আ ভর—বয়ে আন, দাও।

মাকিঃ পরিষ্ঠাৎ— ['পরি √ স্থা' ঘিরে থাকা, আগলে রাখা] কেউ যেন বাধা না দেয়।

মাহিনং দত্রম্— বিপুল দান। সে-দান অবশ্যই অমৃত এবং জ্যোতিঃ।

প্র যন্ধি— [প্র + √ যম্ (এগিয়ে দেওয়া, দেওয়া) + লোট্ হি] দাও।

আমাদের চরম যে-আহুতি, তাকে তুমি স্বীকার করেছ। এইবার হে দেবতা, দাও তোমার পরম দান—বহাও তোমার বাঁধনহারা দাক্ষিণ্যের মুক্ত ধারা: আমরা জানি যে তুমি আলোর রাজা জ্যোতিঃসম্পদে ঝলমল তোমার ভাণ্ডার। বজ্রসত্ত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার যে-দান আছে, হে জ্যোতির্বাহন, সেই অমৃতদ্যুতির অকুণ্ঠ প্রসাদ ঢাল আমাদের' পরে :

আনো তবে তোমার যা আছে—কেউ যেন তা ঠেকিয়ে না রাখে।

আমরা জানি যে তুমি আলোর অধিরাজ।

বজ্রসত্ত্ব, তোমার যে রয়েছে বিপুল দান—

আমার মাঝে তা, হে জ্যোতির্বাহন, ঢেলে দাও।।

১০

অস্মে প্র যন্ধি মঘবন্ন্ (য্) ঋজীষিন্ (-ন্)
ইন্দ্র রায়ো বিশ্ববারস্য ভূরেঃ।
অস্মে শতং শরদো জীবসে ধা (ঃ)
অস্মে বীরাঞ্ (-ন) (শ-) ছশ্বত (ঃ) ইন্দ্র শিপ্রিন্।।

ঋজীষিন্— [তু. আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধম্ ঋজীষম্ ১।৩২।৬ ; অনাগতা অবিয়ুরা ঋজীষিণঃ (মরুতঃ) ১।৮৭।১ ; অগ্নয়ো ন শুশুচানা ঋজীষিণঃ (মরুতঃ) ২।৩৪।১ ; প্র কৃতানি ঋজীষিণঃ ইন্দ্রস্য গাথয়া...বোচতে ৮।৩২।১ ; মারুতং গণম্ ঋজীষিণং সশ্চত ১।৬৪।১২ ; ঋজীষিণম্ ইন্দ্রম্ ৬।৪২।২ ; ৮।৭৬।৫ ; ত্যং বীরং ধনসাম্ ঋজীষিণম্ ৮।৮৬।৪ ; ইন্দ্রের সম্বোধন ৩।৩২।১ ; ৩৬।১০; ৪৩।৫ ; ৫০।৩ ; ৬।১৭।১০ ; ২০।২ ; ৭।২৪।৩ ; সোমের সম্বোধন ৮।৭৯।৪ ; ইন্দ্রের ৮।৯৬।৯ ; ইন্দ্রের বিশেষণ ৩।৪৬।৩ ; ৪।১৬।১; ৫ ; ৫।৪০।৪ ; ৬।১৭।২ ; ১৮।২ ; ২৪।১ ; ৮।৯০।৫ ; ১০।৮৯।৫। নিরুক্তকার বলছেন : 'ঋজীষী সোমো যৎ সোমস্য পূরমানস্য অতিরিচাতে তদৃজীষম্ অপার্জিতং ভবতি তেন ঋজীষী সোমঃ। অথাপ্যৈন্দ্রো নিগমো ভবতি—ঋজীষী বজ্রী ইতি। হর্যোরস্য সা ভাগো ধানাশ্চ ইতি ৫।১২। দ্রষ্টব্য ৩।৩২।১ । বস্তুত ঋজীষ = তীরবদ্‌গতি = অংশু বা কিরণ। এই অর্থ সোমে উপচরিত হয়েছে। সোমের রস পান করেন ইন্দ্র, তার ছিবড়ে খায় তাঁর বাহনেরা—এ কল্পনা আসা স্বাভাবিক। বিশেষণটি বিশেষ করে ইন্দ্রের এবং মরুতের। একবার মাত্র সোমের—সেখানেও ক্ষিপ্রগতির অর্থ সুন্দর খাটে] শরের মত ঋজু গতি যাঁর, ক্ষিপ্র সঞ্চারী।

রায়ঃ— [তু. ইন্দ্রো রায়ো বিশ্ববারস্য দাতা ৬।২৩।১০ । দুটি শব্দ—একটি

'রয়ি', আর-একটি 'রা' মিশে গেছে। কোনটিরই পূর্ণ রূপ পাওয়া যায় না। যে রূপগুলির দেখা মেলে, নীচে তাদের ছক দেওয়া গেল। যেখানে একটি মাত্র প্রয়োগ পাওয়া যায়, সেখানে মন্ত্রসূচী দেওয়া হল।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	রয়িঃ	রায়ঃ
দ্বিতীয়া	রয়িম্ ; রাম্ (১০।১১১।৭)	ঐ (?)
তৃতীয়া	রয্যা, ১০।১৯।৭রয়িণা (১০।১২২।৩), রায়া	রয়িভিঃ ১।৬৪।১০
চতুর্থী	রায়ে	—
পঞ্চমী	—	—
ষষ্ঠী	রায়ঃ	রয়ীণাম ; রায়াম্ (৯।১০৮।১৩)
সপ্তমী	—	—

দেখা যাচ্ছে, স্বরাদি বিভক্তির বেলায় আমরা 'রা' প্রকৃতিটি পাচ্ছি। 'রয়ি' দ্রুত উচ্চারণে 'রৈ'—যার উচ্চারণ হবে হিন্দী 'হৈ'র মত ঈষৎ আকারস্পৃষ্ট—হয়ে যেতে পারে। তার সঙ্গে স্বরাদি বিভক্তি যুক্ত হলে 'রায়্'—প্রকৃতিকে পাওয়া যায়। যদি দানার্থক √ রা হতে আকারান্ত 'রা' শব্দ হয়ে থাকে, তার অসন্দিগ্ধ উদাহরণ একটি মাত্র পাচ্ছি 'রাম্'। এ ছাড়া রায়া, রায়ে, রায়ঃ, রায়াম্—এই চারটি রূপেই 'রয়ি' এবং 'রা'-এর মিশ্রণ ঘটেছে। আর-একটি শব্দ নানা আকারে পাওয়া যায়—রে-বৎ। 'রে' < রৈ < রয়ি। সুতরাং মূল শব্দ 'রয়ি', 'রা' তার ছায়া। নিঘণ্টুমতে রয়ি অর্থ 'জল' (১।১২), ধন (২।১০)। শেষের অর্থটি 'রা' প্রকৃতির অর্থের সঙ্গে মিশ্রণের ফল। তাই যাস্কও বলছেন, রায়িরতি ধন নাম—রাতে দক্ষির্যণঃ ৪।১৭। কিন্তু রয়ি হল মূল শব্দ ;

তার অর্থ স্রোত, বেগ (< রি, রী বয়েচলা > 'রয়ঃ' নদীবেগ। এই সংবেগ সাধনসম্পদ বলে 'ধন' শব্দ গুলিকে ব্যাখ্যা করবার সময় এই অর্থটি মনে রাখতে হবে] সংবেগের। দাও সেই বিপুল সংবেগ, যা সবাই চায়। প্রেতিতে বা জীবনের স্রোতে যেন ভাটা পড়ে না কখনও; তবেই আমরা হব অজর, অমর। ঋকের শেষার্ধে এই ভাবটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শশ্বতঃ বীরান্— অক্ষয় বিচিত্র বীর্য।

তুমি শক্তিমান্, গ্রন্থিভেদের ঋজু ঈষণায় বজ্রের মত ক্ষিপ্রসঞ্চারী। বজ্রসত্ত্ব, আমাদের নির্মুক্ত আধারে আনো তীব্র-সংবেগের বিপুল প্লাবন—বিশ্বভুবন তৃষার্ত যার জন্যে। শত শরতের সকল পূর্ণতা আনো আমাদের জীবনে, আনো শাশ্বত বিচিত্রবীর্যের জয়ন্ত আশ্বাস, হে বীর্যধর :

আমাদের মধ্যে আনো হে শক্তিধর, হে ক্ষিপ্রসঞ্চারী,

হে বজ্রসত্ত্ব, বিশ্ববরেণ্য বিপুল প্রাণ-প্লাবন।

আমাদের মধ্যে শতটি শরৎ নিহিত কর—জীবনস্পন্দের ;

আমাদের মধ্যে নিহিত কর শাশ্বত বিচিত্রবীর্য, হে বজ্রসত্ত্ব, হে বীর্যধর।।

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
সপ্তত্রিংশ সূক্ত

১

বার্ত্রহত্যায় শবসে
পৃতনাষাহ্যায় চ
ইন্দ্র ত্বা বর্তয়ামসি।

বার্ত্রহত্যায়—[অনন্য প্রয়োগ। বৃত্রহত্যা + অণ্ + ৪ - এ] বৃত্রঘাতে প্রযুক্ত। শবস্-এর বিশেষণ। শবঃ প্রাণশক্তি § ৩।৩৬।৪।

পৃতনা-ষাহ্যায়— [অনন্য প্রয়োগ] শত্রুর স্পর্ধাকে লুটিয়ে দেয় যে, শবস্-এর বিশেষণ।

আ বর্তয়ামসি— এই আধারে গুটিয়ে আনি আমরা।

বজ্রসত্ত্ব, উচ্ছ্বসিত তোমার প্রাণশক্তি আঁধারকে বিদীর্ণ করবে,

ধুলোয় লুটিয়ে দেবে শত্রুর স্পর্ধাকে

সেই শক্তি নেমে আসবে বলে বিশ্বভুবন হতে তোমায় আমরা গুটিয়ে আনি এই আধারে।

বৃত্রঘাতী প্রাণোচ্ছ্বাস— শত্রুর স্পর্ধাকে ধুলোয় যে লুটিয়ে দেয়, তাকে পাবে বলে হে বজ্রসত্ত্ব তোমায় এই আধারে গুটিয়ে আনি।।

২

অর্বাচীনং সু তে মন (ঃ)

উত চক্ষুঃ শতক্রতো

ইন্দ্র কৃণ্বন্তু বাঘতঃ।

বাঘতঃ— [নিঘ, 'ঋত্বিক্' ৩।১৮ ; Lat, Votum 'wish' vow', vovere 'wish for, vow' Aryan base (e) $weg^{w}h^{-(c)}$ $wog^{w}h$-to offer sacrifice, pray, vow > Gk eukhomai 'to pray', eukhi 'vow' , wish'] সাধকেরা।

আধারের পর্বে-পর্বে বৃত্রের নব-নবতি কূট। তোমার অবন্ধ্য সঙ্কল্প বজ্রের তেজে তাদের বিদীর্ণ করে' সহস্রার-জ্যোতিকে করে প্রকটিত। আমাদের পরে রয়েছে তোমার সুমঙ্গল মনন, রয়েছে তোমার কল্যাণদৃষ্টি। সাধকের অতন্দ্র সাধনা তাদের প্রসাদকে নামিয়ে আনুক এই আধারে :

এইখানে প্রসন্ন তোমার মনকে

আর চক্ষুকে, হে শতক্রতু

হে ইন্দ্র, নামিয়ে আনুক সাধকেরা।।

৩

নামানি তে শতক্রতো
বিশ্বাভির্ গীর্ভির্ ঈমহে
ইন্দ্রা (- অ + অ -) ভিমাতি ষাহ্যে ।।

নামানি— সায়ণ বলছেন, 'তদুপপত্তি তানি বত্তানি। দেবতা ভাবমাত্র। তাঁর 'নাম' সেই ভাবকে জাগিয়ে তোলে—নামের এই শক্তি।

অভিমাতি-ষাহ্যে— [অনন্য প্রয়োগ। তু. 'পৃতনাষহ্য' § ৩।২৪।১] মায়াজাল ছেঁড়বার জন্য।

শতক্রতু, জানি তোমার নামের দুর্জয় শক্তি। বৈতালিকের যত গীতিচ্ছন্দ, তাই দিয়ে সেই শক্তিকে নামিয়ে আনতে চাই এই আধারে। বজ্রসত্ত্ব, তোমার নাম ছিন্নভিন্ন করবে মায়ার জাল, আনবে শুভ্র আলোর মুক্তি :

বিচিত্র তোমার নামের শক্তিকে, হে শতক্রতু,
নিখিল জাগৃতিমন্ত্রে করি আবাহন—
'বজ্রসত্ত্ব, মায়ার জালকে তারা ছিঁড়বে বলে।।

৪

পুরুষ্টুতস্য ধামভিঃ
শতেন মহয়ামসি
ইন্দ্রস্য চর্ষণীধৃতঃ।।

পুরুষ্টুতস্য— সবাই যাঁর স্তুতি গায়, অথবা সাধক যাঁর স্তুতি গায়।

ধামভিঃ— [< √ ধা + ম, অচল আসন, স্থির প্রতিষ্ঠা] অক্ষুব্ধ শক্তি দিয়ে।

মহয়ামসি— নিজেদের মহান করি, বিদ্বান করি।

চর্ষণি-ধৃত— [চর্ষণি = মনুষ্য নিঘ. দ্র. ৩।৩৪।৭। সায়ণ বলেন 'চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং কর্মানুষ্ঠাতৃণাম্ যদ্বা আকৃষন্তি সর্বমনেন ইতি চর্যণি ধনম্'। √ চর্ > আচার 'চর্যা' অতএব চর্ষণি, যে সাধক, তার আর একটা প্রমাণ মিলল] সাধকের সাধন শক্তির বা চলবার শক্তির ধারক কিংবা উৎস যিনি, তাঁর।

অদিতিচেতনার সন্ধানী যে, তারই কণ্ঠে ফোটে তাঁর গান। উত্তরায়ণের পথে অশ্রান্ত যার অভিযান, তার শক্তির উৎস তিনি। তিনি বজ্রসত্ত্ব ; অক্ষুব্ধ স্বপ্রতিষ্ঠাই তাঁর বীর্য। সেই অফুরন্ত বীর্যের নির্ঝরণ আমাদের বিপুল করুক, জ্যোতির্ময় করুক :

পূর্ণতার সাধক যাঁর স্তুতি গায়, স্বধার বীর্য তাঁর

অফুরন্ত। তাই দিয়ে নিজেদের আমরা বিপুল করি।

তিনি বজ্রসত্ত্ব, পথিকের চলৎশক্তির আধার তিনি।

৫

ইন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে

পুরুহূতম্ উপব্রুবে।

ভরেষু বাজসাতয়ে।।

ভরেষু— [নিরুক্ত 'ভর ইতি সংগ্রাম নাম (নিঘ ২।২৭) ভরতে র্বা হরতে র্বা। ব্যুৎপত্তি থেকে অর্থ কিন্তু বোঝা গেল না। এটুকু আন্দাজ করা গেল, ভর = সাধনসমর। তু. যাভি র্ভরে কারমংশায় জিন্বথঃ (অশ্বিনৌ) ১।১১২।১ ; অস্মিন্ যজ্ঞে বি চয়েমা ভরে কৃতং বাজয়ন্তো ভরে কৃতম্ ১।১৩২।১ ; স্বর্জেষে ভরে আপ্রস্য ১।১৩২।২ ; ৩।৩০।২২... (ধুয়া) বৃষ ক্রতো বৃষা বজ্রিনং ভরেঃ ৫।৩৬।৫ হবির্নি বর্হিষি প্রীণানো (অগ্নিঃ) ৭।১৩।১ ; জ্যেষ্ঠরাজং ভরে কৃত্নুম্ (ইন্দ্রম্) ৮।১৬।৩ ; ত্বয়া বয়ং ভরে কৃতং বি চিনুয়াম শশ্বৎ (সোম) ৯।৯৭।৫৮ ; অহং যজমানস্য চোদিতা অযজ্বনঃ সাক্ষি বিশ্বস্মিন্ ভরে ১০।৪৯।১ ; ভুবো নৃঁশ্চ্যৌত্নো বিশ্বস্মিন্ ভরে ১০।৫০।৪ ; ভরে কৃতং ব্যচেদ্ ইন্দ্রসেনা ১০।১০২।২; যস্য ভরে ভরে বৃত্রহা শুষ্মো অস্তি ১।১০০।২ ; বয়ং জয়েম ত্বয়া যুজা বৃতমস্মাকমংশম্ উদবা ভরে ভরে ১।১০২।৪ ; সতীনসত্বা হব্যো ভরেষু ১।১০০।১ ; অস্মাঁ ইন্দ্রাগ্নী অবতং ভরেষু ১।১০৯।৮ ; ঋভু র্ভরায় সং শিশাতু সাতিম্ ১।১১১।৫ ; ভরে-ভরে নো যশসাববিষ্টাম্ ৫।৪৩।২ ; ভরে-ভরে চ হব্যঃ ৭।৩২।২৪ ; অস্মাকমিন্দ্রাবরুণা ভরে-ভরে পুরোযোধা ভবতম্ ৭।৮২।৯ ; ভরে-ভরে অনু মদেম জিষ্ণুম্ ১০।৬৭।৯ ; শুনম্ অন্ধায় ভরমহ্বয়ৎসা ১।১১৭।১৮ ; কারং ন বিশ্বে অহ্বন্ত দেবা ভরম্ ইন্দ্রায় যদহিং জঘান ৫।২৯।৮ ; হুবে ভরং ন কারিণম্ ৮।৬৬।১ ; স্বাশিষং ভরম্ আয়াহি সোমিনঃ ১০।৪৪।৫ ; দক্ষাস্য ইন্দ্র ভরহূতয়ে নৃভিঃ ১।১২৯।২ ; রত্নং দধাতি ভরহূতয়ে বিশে ৫।৪৮।৪ ; রুদ্রাঃ বৃত্রহত্যে ভরহূতৌ সজোষাঃ ৮।৬৩।১২ ; তা হি মধ্যং ভরাণাম্ ইন্দ্রাগ্নী অধিক্ষিতঃ ৮।৪০।৩ ; জাতং যত্তে পরি দেবা অভূষন্ মহে ভরায় ৩।৫১।৮ ; সিষক্তি শুষ্মঃ স্তবতে ভরায় ৪।২১।৭ (স্তুবন্তং কর্তুং) ; একং তবসং দধিরে ভরায় ৬।১৭।৮ ; কুবিৎ তস্মা অসতি নো ভরায় ৬।২৩।৯ ; তমহ্বে বাজসাতয়ে ইন্দ্রং ভরায় শুষ্মিণম্ ৮।১৩।৩ ; সুতং ভরায় সং সৃজ ৯।৬।৬ ; ইন্দ্র সোমা অসৃক্ষত মহে ভরায় কারিণঃ ৯।১৬।৫ ;

ইন্দ্রং মদো গচ্ছতু তে ভরায় ৯।৯৭।৬ ; অয়ং ভরায় সানসি রিন্দ্রায় পবতে সুতঃ ৯।১০৬।২ ; ভরায় সু ভরত ভাগমৃত্বিয়ং প্র বায়বে শুচিয়ে ১০।১০০।২ ; হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ ভরাসঃ কারিণামিব ৯।১০।২ । শব্দটি বিশেষ করে ব্যবহার হয়েছে ইন্দ্র, মরুৎ এবং সোমের সঙ্গে। 'ভরে-ভরে পুরোযোধা' (৭।৮২।৯) এখানে সংগ্রাম অর্থ খুব সহজেই আসে। ইন্দ্র ও মরুতের বেলায় এ-অর্থ করাও চলে। কিন্তু সোমের বেলায় 'আবেশ' অর্থই আসে। বিশেষতঃ সোমকে যখন বলা হচ্ছে ভরেষুজা (১।৯১।২১ ; অনন্য প্রয়োগ)। মূল ধাতুটি ভৃ বহন করা, পোষণ করা ; তা থেকে 'ভ্রূণ' ভরুণ। ভ্রূণ = নিষিক্ত বীজ, আবেশ। কিন্তু সংগ্রাম অর্থ এই ভৃ ধাতু হতে কি করে হয়?] সাধন সমরের পর্বে-পর্বে। **['ভরদ্বাজ' শব্দের অর্থ কী? যিনি বজ্রশক্তিকে বহন করছেন। দেবতার আবেশকে বহন করা স্বচ্ছন্দে 'ভর' হতে পারে। কিন্তু আবেশ অনায়াসে হয় না—দেবতাকে পাষাণকারা ভেঙ্গে ঢুকতে হয়। তাইতে কি 'ভর' = সংগ্রাম? মোট কথা সাধনসমর বা কৃচ্ছ্রসাধনা অর্থটি খুব সহজেই খাটে প্রায় জায়গায়]**

চিদগ্নির ভ্রূণকে বহন করে চলেছি—অনেক বাধার সঙ্গে যুঝে তাকে রূপান্তরিত করতে হবে আধার সমিন্ধন বজ্রের শিখায়। আঁধারের মায়া সাধনার পর্বে-পর্বে। তার পাশকে ছিন্ন করতে বজ্রসত্ত্বকে আবাহন করি এই আধারে। পূর্ণতার সাধকের তিনিই আশ্রয়, তাঁকেই সে ডাকে :

ইন্দ্রকে আবাহন করি বৃত্রহত্যার তরে—

'পুরুহূতকে' কাছে ডেকে আনি,

সাধনার পর্বে-পর্বে বজ্রশক্তিকে ছিনিয়ে আনবে বলে।

৬

বাজেষু সাসহির্ ভব
ত্বাম্ ঈমহে শতক্রতো
ইন্দ্র বৃত্রায় হন্তবে।।

বাজেষু সাসহিঃ— [লক্ষ্যার্থে ৭মী] বজ্রশক্তিকে আবিষ্কার করতে আঁধারের সব বাধাকে যিনি গুঁড়িয়ে দেন।

বজ্রসত্ত্ব, সহস্রারে ঝলমল করছে তোমার অবন্ধ্য সঙ্কল্পের তেজ। আমাদের ঘিরে আছে আঁধারের মায়া। তাকে চূর্ণ করতে তোমাকেই জানাই ব্যাকুল আবাহন। এস, সব বাধাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে স্ফুরিত কর আমাদের মাঝে বজ্রের বীর্য :

বজ্রশক্তিকে স্ফুরিত করতে দুর্দম হও।

তোমাকেই চাই, হে শতক্রতু ;

হে বজ্রসত্ত্ব, বৃত্রহত্যার তরে।

৭

দ্যুম্নেষু পৃতনাজ্যে
পৃৎসুতূর্ষু শ্রবঃসু চ
ইন্দ্র সাক্ষ্ব অভিমাতিষু।।

দ্যুম্নেষু— [নি.ঘ. ধন (২।১০) নিরুক্ত (নিঘ. ৪।২।৩৩) : দ্যুম্নং দ্যোততে

যশো বা অন্নং বা ৫।৫। অতএব দ্যুম্নের মৌলিক অর্থ দ্যুতি বা জ্যোতি। সাধনার প্রারম্ভে জ্যোতি 'অন্ন' অন্তে 'যশ'। আলোকে বা চিত্তশুদ্ধিকে ধরে সাধনার আরম্ভ, বৃহজ্জ্যোতিতে তার শেষ। এখানে লক্ষ্যার্থে ৭মী। সায়ণ বলছেন 'দ্যোতমানেষু ধনেষু প্রাপ্তব্যেষু'। বহুবচন অবশ্য আধিক্য বোঝাচ্ছে।] বৃহজ্জ্যোতিকে অধিগত করব আমরা, তাই।

পৃতনাজ্যে— [তু. অস্মাঁ অবন্তু পৃতনাজ্যেষু ৩।৮।১০ ; দাসস্য মায়া জঘ্নথুর্নরা পৃতনাজ্যেষু ৭।৯৯।৪ ; যদিন্দ্র পৃতনাজ্যে দেবাস্ত্বা দধিরে পুরঃ ৮।১২।২৫ ; যেন জিগায় শতবৎ সহস্রং গবাং মুদ্গলঃ পৃতনাজ্যেষু ১০।১০২।৯ ; নিঘ. 'সংগ্রাম' ২।১৭ ; পৃতনাজ্যযো, সংগ্রাম নাম পৃতনানাম্ অজনাদ্ জয়নাদ বা নি. ৯।২৫, কিন্তু √ জ্যা হতেই ব্যুৎপত্তি সঙ্গত: তু. পরমজ্যাঃ ৮।১।৩০ ; ৯০।১, most victorious; তু. জিজ্যাসতঃ ১০।১৫২।৫। আর একটি শব্দ আছে 'পৃতনাজ্'—সেইখানে √ অজ্] অরিন্দম সংগ্রাম।

পৃৎসুতূর্ষু— [অনন্য প্রয়োগ। একস্বরত্ব কেন? পৃৎ শব্দ ছাড়া একজায়গায় 'পৃৎসু' শব্দও পাওয়া যায় : অবা পৃৎসুষু কাসু চিৎ ১।১২৯।৪, (নিঘ. সংগ্রাম ২।১৭)। পৃৎসু + √ তৄ (পার হয়ে যাওয়া, অভিভূত করা) + ক্বিপ্ কর্তরি + ৭ - ০] শত্রুর স্পর্ধাকে ধুলোয় লুটিয়ে দেয় যারা, সর্বজিৎ। 'শ্রবঃ' শব্দের বিশেষণ।

শ্রবঃ সু. চ—চাই 'দ্যুম্ন' এবং 'শ্রব:'। 'দ্যুম্ন' আলো, 'শ্রবঃ' সুর। একটি বিশ্বতোমুখ, আর-একটি অলখ। অথচ দুইই আছে আকাশে। 'স্বর্' শব্দটিতে আলো আর সুর দুইই মিলেছে। আগে দেখি, তারপর শুনি। এই শোনাটা প্রণবের নাদ। যাঁরা নাদানুসন্ধান করেন তাঁরা জানেন, প্রণবের তুরীয় মাত্রা প্রপঞ্চোপশমের পানে।

সাক্ষ্ব— [√ সহ ‖ সাহ (অভিভূত করা) + লোট স্ব] বিজয়ী হও, গুঁড়িয়ে দাও।

ঐ যে দ্যুলোকের আলোকমালা, তারও ওপারে ঐ-যে সব-আগল-ভাঙ্গা অলখের বাঁশীর সুর—তারই তরে আমি স্বপ্নপাগল। হায়, আমায় ঘিরে এ কী মায়ার ছলনা! বজ্রসত্ত্ব, আবির্ভূত হও অরিন্দম সংগ্রামে—ছিন্ন কর আঁধারের ঊর্ণাজাল :

অরিন্দম সংগ্রামে আবির্ভূত হও, —জ্যোতির মালার তরে,

শত্রুর-স্পর্ধাকে-নুইয়ে দেওয়া অলখের সুরের তরে,

হে বজ্রসত্ত্ব! বিজয়ী হও মায়ার বেড়াজালের ’পরে।।

৮

শুশ্মিন্তমং ন (ঃ) ঊতয়ে

দ্যুম্নিনং পাহি জাগৃবিম্

ইন্দ্র সোমং শতক্রতো।।

জাগৃবিম্— [সায়ণ বলছেন, ‘পীতঃ সোমঃ, জাগৃবিঃ স্বপ্ননিবারক ইতি’] সোম নিত্য জাগ্রত। চাঁদের পনের কলার ক্ষয়বৃদ্ধি আছে, কিন্তু ষোড়শী কলার ক্ষয় নাই। তাই অমৃত আনন্দচেতনা। অনিঃশেষ উৎসর্গের দ্বারা নিজেকে রিক্ত করলে এই আকাশেই তার উদয় হয়। তাতেই দেবতার আনন্দ, আর আমাদের মুক্তি।

বজ্রসত্ত্ব, সহস্রারবিহারী হে শতক্রতু, এই—যে রিক্ত জীবনের সুধাপাত্র ধরে দিয়েছি, দেবতা, তোমার সামনে। দুর্বারতম প্রাণসংবেগে সমুচ্ছল, আলোয় ঝলমল, এই-যে আমাদের অতন্দ্র উৎসর্গের আনন্দ, এ আজ তোমার তৃষ্ণা মেটাক—আমরা বাঁচি সঙ্কট হতে, বাঁচি মৃত্যু হতে :

আমাদের বাঁচাবে বলে প্রাণোচ্ছলতম

আলোয়-ঝলমল নিত্য জাগ্রৎ এই সুধার ধারা পান কর—
বজ্রসত্ত্ব, পান কর এই জ্যোৎস্নাধারা, হে শতক্রতু।

৯

ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো
যা তে জনেষু পঞ্চসু।
ইন্দ্র তানি ‘ত’ আ বৃণে।।

ইন্দ্রিয়াণি— [তু. সোম ইন্দ্রিয়ো রসঃ ৮।৩।২০, ৯।৪৭।৩ ; ৮৬।১০, ৯।২৩।৫; জনেষু প্রব্রুবাণ ইন্দ্রিয়ম্ ১।৫৫।৪ ; যস্য ধাম শ্রবসে নামেন্দ্রিয়ম্ ১।৫৭।৩, অর্চন্তো অর্কং জনয়ন্ত ইন্দ্রিয়ম্ (মরুতঃ) ১।৮৫।২, ইন্দ্রিয়ং পরমম্ ১।১০৩।১ ; তন্ন শর্ধায় ধাসথা স্বিন্দ্রিয়ম্ ১।১১১।২ ; ন ক্ষোণীভ্যাং পরিভ্বে ত ইন্দ্রিয়ম্ ২।১৬।৩ ; আদিদ্ধ নেম ইন্দ্রিয়ং যজন্ত ৪।২৪।৫ ; উত নূনং যদ্ ইন্দ্রিয়ং করিষ্যা ইন্দ্র পৌংস্যাম্ ৪।৩০।২৩ ; ইন্দ্র নকির্দদৃশ ইন্দ্রিয়ং তে ৬।২৭।৩, এতৎ ত্বৎ ইন্দ্রিয়ম্ অচেতি ৪ ; নহী ন্বস্য মহিমানম্ ইন্দ্রিয়ং স্বর্গৃণন্ত আনশুঃ ৮।৩।১৩ ; আদিৎ ত ইন্দ্রিয়ং মহি প্র বাবৃধে ৮।১২।৮ ; তব ত্যদ্ ইন্দ্রিয়ং বৃহৎ ৮।১৫।৭, তুরীয়াদিত্য হবনং ত ইন্দ্রিয়ম্ ৫২।৭ ; অ বোচাম মহিমানম্ ইন্দ্রিয়ম্ ৮।৫৯।৫, ১০।১১৩।১ ; আ তে দধামীন্দ্রিয়ম্ ৯৩।২৭ ; ইয়র্ত্তি বগ্নুম্ ইন্দ্রিয়ম্ ৯।৩০।২ ; অধা হিন্বান্ ইন্দ্রিয়ম্ জ্যায়ো মহিত্বম্ আনশে ৯।৪৮।৫ আপশলোকমিন্দ্রিয়ংপূয়মানঃ (সোমঃ) ৯।৯২।১ ; সুরশ্মিং সোমম্ ইন্দ্রিয়ং যমীমহি ১০।৩৬।৮,

ইন্দ্রিয়ং সোমম্ ৬৫।১০ ; তা অস্য জ্যেষ্ঠম্ ইন্দ্রিয়ং সচন্তে ১০।১২৪।৮ ; মরুত্বন্তো মৎসরা ইন্দ্রিয়া হয়াঃ ৯।১০৭।২৫ ; দেদিষ্ট ইন্দ্র ইন্দ্রিয়াণি বিশ্বা ৫।৩১।৩ ; তে মহতে ইন্দ্রিয়ায় ১।১০৪।৬ ; অনু তে দায়ি মহ ইন্দ্রিয়ায় ৬।২৫।৮ ; স মর্মৃজান ইন্দ্রিয়ায় ধায়স ৯।৭০।৫, সোমঃ পুনাশ ইন্দ্রিয়ায় ধায়সে (to nourish) ৯।৮৯।৬, পিবা সোমং মহত ইন্দ্রিয়ায় ১০।১১৬।১ ; ইন্দ্রিয়েন ভামেন ১।১৬৫।৮ ; সং মদের্ভিরিন্দ্রিয়েভিঃ পিবধ্বম্ ৪।৩৫।৯ ; ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈর্মরুতো মরুদ্‌ভিবাদিত্যৈ—র্নো অদিতিঃ শর্ম যংসৎ ১।১০৭।২ । নিঘন্টুমতে 'ধন' ২।১০ অর্থাৎ সাধনসম্পদ্ বা সিদ্ধি। সায়ণ উদ্ধরণ দিচ্ছেনঃ 'ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রলিঙ্গম্ ইন্দ্রদৃষ্টম্ ইন্দ্রসৃষ্টম্ ইন্দ্রজুষ্টম্ ইন্দ্রদত্তম্ ইতি বা'। দেখা যাচ্ছে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যা ইন্দ্রের'। তা থেকে ইন্দ্রবীর্য > চিদ্বীর্য বা চেতনার শক্তি ; বিশেষত সোম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন এ অর্থও পাওয়া যাচ্ছে। এইখান থেকেই দর্শন শাস্ত্রের ইন্দ্রিয়ের কল্পনা। ইন্দ্রিয়ের আদিম অর্থ তাহলে চিন্ময় প্রাণশক্তির স্ফুরণ। মন বা মনোবেগে তার অন্তর্মুখ প্রকাশ। তার বিশ্লেষণ থেকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কল্পনা।] চিদ্বীর্য।

পঞ্চসু জনেষু— [তু. দ্রঃ ১।৭।৯ ; ১।১৭৬।৩ ; ২।২।১০ ; ৩।৫৩।১৬ ; ৩।৫৯।৮ ; ৪।৩৮।১০ ; ৫।৩৫।২ ; ৫।৮৬।২ ; ৬।১৪।৪ ; ৬।৪৬।৭ ; ৭।১৫।২ ; ৭।৭৫।৪ ; ৭।৭৯।১ ; ৮।৯।২ ; ৮।৩২।২২; ৯।৬৫।২৩ ; ৯।৯২।৩ ; ৯।১০১।৯ ; ১০।৬০।৪ ; ১০।১১৯।৬ ইত্যাদি] প্রত্যেক মণ্ডলেই পঞ্চজনের উল্লেখ আছে, কিন্তু এরা কারা? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (২।৩১) বলেন, 'দেব, মনুষ্য, গন্ধর্বা প্সরসঃ, সর্প এবং পিতৃগণ' অর্থাৎ তির্যকযোনি, মানুষ আর তিনটি উর্ধ্বযোনি। যাস্ক বলেন, 'গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি ইত্যেকে ; চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চমঃ ইত্যৌপমন্যবঃ (৩।৮)। নিঘণ্টুতে কিন্তু মনুষ্যনামের মধ্যে আছে'পঞ্চজনাঃ' (২।৩)। Roth আর Geldner এর মতে মনুষ্যজাতি 'পঞ্চজনাঃ'—চারদিকে অনার্য মধ্যে আর্য। Zimmer এর

মতে অনু, দ্রহ্যু, যদু, তুর্বসু আর পুরু এই পাঁচটি আর্য উপজাতি (তু. ১।১০৮।৮ ; VII. 18 ; শ.বা. ১৩।৫।৪।১৪ ; ঐ. ব্রা ৮.২৩। কিন্তু অগ্নি (৯।৬৬।২০) ইন্দ্র (৫।৩২।১১), সোম (৯।৬৫।২৩) সবাই পাঞ্চজন্য ; পঞ্চজনেরা সরস্বতী তীরে (৬।৬১।১২) ; অত্রি পাঞ্চজন্য (১।১১৭।৩)। এই থেকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলতে চান, পঞ্চজন বিশ্বজন হতে পারে না। কিন্তু ঠিক এই কারণেই পঞ্চজন = জীবমাত্র, কেননা সবার মধ্যেই অগ্নি, ইন্দ্র, সোম আর চিত্রাণী নাড়ী আছে, প্রত্যেক জীবই 'অত্রি' অর্থাৎ উত্তরায়ণের পথিক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তির্যকযোনিকেও পঞ্চজনের মধ্যে গ্রহণ করে বিশ্বভূতে প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং পঞ্চজন = বিশ্বজন অথবা সর্বভূত।

সহস্রারবিহারী হে ঈশান, তোমার চিদ্‌বীর্য বিচিত্র হয়ে নিহিত আছে বিশ্বজনের আধারে-আধারে। বজ্রসত্ত্ব, আমার মাঝে তাকে সংহত কর—আমি হই সর্বভূতাত্মভূতাত্মা, তোমার সাযুজ্যে আদিত্য-প্রভাস্বর :

হে শতক্রতু, চিদ্‌বীর্য

যত তোমার নিহিত আছে পঞ্চজনে ;

বজ্রসত্ত্ব, তোমার সেই বীর্যবিভূতি এই আধারে বরণ করি।।

১০

অগন্ (-ন্ +) ইন্দ্র শ্রবো বৃহদ্ (-ৎ +)

দ্যুম্নং দধিষ্ব দুষ্টরম্

উৎ তে শুষ্মং তিরামসি।।

অগন্— [√ গম্ + লুঙ্ স্] তুমি গেছ, পেয়েছ, ছেয়েছ।

বৃহৎ শ্রবঃ— [তু. অস্মে পৃথু শ্রবো বৃহৎ ১।৯।৭ ; অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ ১।৪৪।২, ৮।৬৫।৯ ; প্র মদায় শ্রবো বৃহৎ ৮।৯।১৭ ; স্রবো বৃহদ্ বিবাসতঃ ৮।৩১।৭ ; বৃহদ্ উপোপ শ্রবসি শ্রবঃ দধীত বৃত্রতূর্যে ৮।৭৪।৯ ; শ্রবশ্চিত্তে অসৎ বৃহৎ ৮।৮৯।৪ ; বাজং জেষি শ্রবো বৃহৎ ৯।৪৪।৬ ; দেবান্ হুবে বৃহচ্ছবসঃ স্বস্তয়ে ১০।৬৬।১ ; বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হণা কৃতঃ (ইন্দ্র) ১।৫৪।৩] বৃহৎ শ্রব = পরাবাক্, তন্ত্রের নাদ, প্রণব বা ওঙ্কার। ইন্দ্র এই প্রণবে অধিষ্ঠিত বা নিলীন। পতঞ্জলি বলেন, ঈশ্বরের বাকও প্রণব। প্রণব বিশ্বসৃষ্টির আদিস্পন্দ। বা তুরীয় মহাব্যাহৃতি।

দুষ্টরম্— যাকে কেউ লঙ্ঘঅন করতে পারবে না, অনির্বাণ।

উৎ তিরামসি— [উৎ + √ তৄ (পার হওয়া, সাঁতার দেওয়া, হি 'তৈরনা') + মস্] উজান বওয়াই।

বজ্রসত্ত্ব, এই যে তোমার দিব্যভাবনা পরাবাণীর নিঃশব্দ ঝঙ্কারে ছড়িয়ে পড়ল পরম ব্যোমে। আমাদের মধ্যে নিহিত কর উত্তম-জ্যোতির অনির্বাণ শিখা ; তারই প্রসাদে আমাদের নাড়ীতে প্রবহমান তোমার প্রাণোচ্ছ্বাসকে উজান বইয়ে দিই :

ছেয়ে রইলে তুমি, বজ্রসত্ত্ব, পরাবাণীকে

উত্তমজ্যোতিকে নিহিত কর আধারে—যা সহজে নিঙ্ড়ানো

তোমার প্রাণোচ্ছ্বাসকে আমরা উজিয়ে দিই।।

১১

অর্বাবতো (- অঃ +) ন (ঃ) আ গহ্য্ (- হি +)
অথো শক্র পরাবতঃ
উ লোকো যস্ ত (-এ) অদ্রিব
ইন্দ্রে (- অ + ই -) হ তত (ঃ) আ গহি।।

উ লোকঃ—[তু. উরুং যজ্ঞায় চক্রথুর্ উ লোকম্ ১।৯৩।৬ ; ৭।৯৯।৪ ; অস্মিন্ ভয়স্থে কৃণুতম্ উ লোকম্ ২।৩০।৬ ; উ লোকম্ উ দ্বে জামিম্ ঈয়তুঃ ৩।২।৯ ; কর্তেমু লোকম্ উশতে বয়োধাঃ ৪।১৭।১৭ ; উ লোকম্ অগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্ ৫।৪।১১ ; কর্তা ধীরায় সুম্বয়ে উ লোকম্ ৬।২৩।৩ ; উরুং কৃধি ত্বায়ত উ লোকম্ বা ; জনায় চিদ্ য ঈবত উ লোকং বৃহস্পতিঃ দেবহূতৌ চকার ৬।৭৩।২ ; কর্তা সুদাসে অহ বা উ লোকম্ ৭।২০।২ ; উরুং তৃৎসুভ্যো অকৃণোদু লোকম্ ৭।৩৩।৫ ; উরুং সুদাসে বৃষণা উ লোকম্ ৭।৬০।৯, উরুং ন ইন্দ্র কৃণবদ্ উ লোকম্ ৭।৮৪।২ ; জ্যোতির্যদ অহ্নে অকৃণোদ্ উ লোকম্ ৯।৯২।৫; আ সীদতং স্বম্ উ লোকং বিদানে ১০।১৩।২ ; তাভির্বহৈনং সুকৃতাম্ উ লোকম্ ১০।১৬।৪ ; আর্দয় বৃত্রম্ অকৃণোদ্ উ লোকম্ ১০।১০৪।১০ ; উরুং দেবেভ্যো অকৃণোর্ উ লোকম্ ১০।১৮০।৩; মমান্তরিক্ষম্ উরুলোকম্ অস্তু ১০।১২৮।২। কল্পনা হয় বর্ণলোপের ; অর্থাৎ উরুলোক > উলুলোক > উ লোক। কিন্তু কয়েক জায়গায় দেখা যাচ্ছে 'উরু' বিশেষণ ও আছে। উ লোক তখন পারিভাষিক শব্দে পরিণত হয়েছে।) বৃহৎ জোতির রাজ্য ; পরম ব্যোম। তার আর এক নাম উরুরনিবাধঃ (৫।৪২।১৭)।

বজ্রসত্ত্ব, শক্তিধর, তুমি আছ সব ঠাঁই। আছ দ্যুলোকে আছ ভূলোকে। আজ বিশ্বভুবন হতে তোমার আবেশ নামুক আমাদের আধারে। এসো এই নিকট হতে। এসো ঐ সুদূর হতে, ঐ লোকোত্তরে তোমার যে-স্বধাম এসো সেখান হতে : বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ কর আঁধারের যত মায়া :

এই নিকট হতে আমাদের আধারে এস,

ওগো এসো, শক্তিধর, সুদূর হতে।

ঐ পরম ব্যোম যে তোমার, হে বজ্রসত্ত্ব,

হে ঈশান, এই আধারে ঐখান থেকে এসো তুমি।।

গায়ত্রী মণ্ডল — ইন্দ্র দেবতা

অষ্টাত্রিংশ সূক্ত

১

অভি তষ্টেব দীধয়া মনীষাম্

অত্যো ন বাজী সুধুরো জিহানঃ

অভি প্রিয়াণি মর্মৃশৎ পরাণি

কবীঁর্ ইচ্ছামি সংদৃশে সুমেধাঃ।।

ভূমিকা

অনুক্রমণিকাকার বলছেন, বিশ্বামিত্র গোত্র প্রজাপতি অথবা বাকের পুত্র প্রজাপতি অথবা দুজন, অথবা স্বয়ং বিশ্বামিত্র এই সূক্তের ঋষি। এই বাক্ কি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা? দেবীসূক্তের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারই মত এটিও একটি তত্ত্বদর্শনমূলক সূক্ত। অনুক্রমণিকায় আছে, ইন্দ্র সূক্তের দেবতা। কিন্তু শেষের ধুয়াটি ছাড়া কোথাও ইন্দ্রের উল্লেখ নাই। সূত্রোক্ত কোনও লিঙ্গ হতেও তাঁকে অনুমান করা যায় না। একজনের কথা বলা হচ্ছে, যিনি বৃধা, অসুর (৪) বৃষভ (৭) সবিতা (৮), প্রত্ন (৯)। বলাবাহুল্য প্রত্যেকটি বিশেষণ স্বচ্ছন্দে পরম দেবতার বেলায় প্রযুক্ত হতে পারে। আধিভৌতিক দৃষ্টিতে তাঁকে বলা যেতে পারে দ্যৌঃ (৫) তাঁর দুটি পুত্র ('নপাতৌ' ৫)— তাঁরা রাজা (৫, ৬)। পুত্র দুটি কে, তার উল্লেখ নাই ; ভাষ্যকার বলেন, মিত্রাবরুণ। আর আছে কবিদের উল্লেখ (১, ২)। এই কবিরাই বা কে? বৃষভের সঙ্গিনী ধেনুর উল্লেখ আছে সপ্তম ঋকে। তুলনীয়, তন্ত্রের শিব-শক্তি। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, ইন্দ্র যদি এ-সূক্তের দেবতা হয়ে থাকেন, তাহলে অন্তত এখানে 'স্বরূপত' তিনি পরমদেবতা।

অভি দীধয়—[অভি + √ ধী (ধ্যান করা) + লিট্ উত্তমপুরুষ অ। তু. তদিৎ সধস্তম্ অভি চারু দীধয় ১০।৩২।৪, কিং মুহুশ্চিদ্ বি দীধয়ঃ ৮।২১।৬ ইত্যাদি] একাগ্র ভাবনার দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছি। কী?

মনীষাম্— [তু. ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ১।৬১।২। এর সঙ্গে তুলনীয় 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ ইত্যাদি (কঠ ২।৩।৯)। এই মনীষাই বৌদ্ধের বুদ্ধি।] মনশ্চেতনার একতান উর্ধ্বপ্রবাহকে ফুটিয়ে তুলেছি।

তষ্টেব— তষ্টার মত, ছুতোরের মত, অবান্তর সব ভাবনা ছেঁটে ফেলে ডুবে গেছি শুধু তাঁর ভাবনায়। আমি তখন **অত্যো ন বাজী**—তেজস্বী অশ্বের মত।

সুধুরঃ জিহানঃ— সঙ্কল্পিত সাধনার ভারকে স্বচ্ছন্দে বহন করে ছুটে চলেছি।

অভি মর্মৃশৎ—[< √ মৃশ (ছোঁয়া)। তু. যৎ সীম্ মহীমবনিং প্রাভি মর্মৃশৎ (অগ্নি) ১।১৪০।৫ ; পরি ধামানি মমৃশৎ ৮।৪১।৭ ; পরি দিব্যানি মর্মৃশৎ... বসূনি যাহি অস্ময়ুঃ (সোম) ৯।১৪।৮] ভালভাবে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে কী?

পরাণি প্রিয়াণি— আমার প্রিয় পরমধামসমূহ। [ঐ. ব্রা. র মতে, 'যাণি পরাণি অহানি তানি প্রিয়াণি।' সায়ণ তাকে অনুসরণ করে বলছেন, 'উত্তরেষু অহঃসু ক্রিয়মাণানি কর্মাণি।' কিন্তু ঐ. ব্রা. আবার বলছেন,' পরো বা অস্মাৎ লোকাৎ স্বর্গ-লোক স্তমেব তদ্ অভিবদতি'। একই মন্ত্রের যাজ্ঞিক আর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মিশ্রণের উদাহরণ।]

কবীন্— [কারা? ঐতরেয় ব্রা. বলছেন, 'যে বৈ তে ন ঋষয়ঃ পূর্বে প্রেতাস্তে বৈ কবয়ঃ, তানেব তদভ্যতিবদতি।' সায়ণও তাই বলছেন। কিন্তু তাহলে পূর্বাপর অর্থসঙ্গতি হয় না। কবি এখানে দেবতাবাচী। দেবতার এ-বিশেষণের অভাব নাই বেদে। তু. কবী নো মিত্রাবরুণা ১।২।৯ ; হোতারা দৈব্যাকবী ১।১৩।৮ ; ইত্যাদি] বিশ্বদেবতাকে। তাঁদের দেখতে চাই, কেননা আমি 'সুমেধাঃ'—সমাধির দ্বারা তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট।

ভাবনার সকল বাহুল্যকে বর্জন করে শাণিত চিত্তের একাগ্রতায় ফুটিয়ে তুলেছি ঊর্ধ্বস্রোতা বোধির দীপ্তি। উত্তরায়ণের পথে বজ্রের তেজে ছুটে চলেছি অশ্রান্ত তুরঙ্গের মত—স্বচ্ছন্দে বয়ে চলেছি দেবতার দেওয়া যত ভার। এই আধারের ওপারে থরে-থরে সাজানো আছে আনন্দের ধাম যত ; তাদের ছুঁয়ে-ছুঁয়ে অগ্র্যাবুদ্ধির তীক্ষ্ণ প্রেষণায় উত্তীর্ণ হতে চাই বিশ্বচেতনার জ্যোতির্লোকে, দুচোখ মেলে দেখতে চাই দ্যুলোকের সেই স্বপনপসারীদের :

তক্ষণকারীর মত একাগ্রভাবনার দ্বারা রূপ দিয়েছি মনীষাকে—

তেজস্বী তুরঙ্গের মত সাধনার ভারকে অনায়াসে বহন করে ছুটে চলেছি আমি।

আনন্দের পরমধামদের একে-একে ছুঁয়ে

দিব্য-কবিদের চাই দুচোখ মেলে দেখতে—মেধার সহজ শক্তিতে।।

২

ইনোত (+ আ + উ -) পৃচ্ছ জনিমা কবীনাং

মনোধৃতঃ সুকৃতস্ তক্ষত দ্যাম্

ইমা (ঃ) উ তে প্র-ণ্যো (-অঃ) বর্ধমানা (ঃ)

মনো-বাতা অধ নু ধর্মণি গ্মন্।।

ইনা— [ঠিক এই রূপটি আর কোথাও নাই। তু. দুরো যবস্য বসুন্ ইনস্পতিঃ (ইন্দ্র) ১।৫৩।২, ইন ইনস্য বসুনঃ পদ আ (অগ্নি) ১।১৪৯।১ ; ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ (পরমদেবতা) ১।১৬৪।২১ ; ত্বমিনো দাশুষে বরূতা (ইন্দ্র) ২।২০।২ ; ইনঃ সত্বা গবেষণঃ স ধৃষ্ণুঃ ৭।২০।৫ ;

ইনো বাম্ অন্যঃ পদবীরদব্ধঃ ৭।৩৬।২ ; ইনো বসু স হি বোড়্হা (ইন্দ্র) ৮।২।৩৫ ; ইনো যঃ সুক্রতু র্গৃণে ৮।৩৩।৫ ; ইনো রাজন্নবতিঃ সমিদ্ধ (অগ্নি) ১০।৩।১ ; ইনো বাজানাং পতির্ ইনঃ পুষ্টীনাং সখা (পূষা) ১০।২৬।৭ ; অসো যথা কেনি পানামিনো বৃধে (ইন্দ্র) ১০।৪৪।৪ ; সো চিন্নু সখ্যা নর্য ইনঃ স্তুতঃ ১০।৫০।২ ; ইনো ন প্রোথমাগো যবসে বৃষা (অগ্নি) ১০।১১৫।২ ; ইনতমম্ আপ্ত্যমাপ্ত্যানাম ১০।১২০।৬ ; ইনতমঃ সত্বভি র্যো শুষৈঃ (ইন্দ্র) ৩।৪৯।২ ; ইনস্য ত্রাতুর অবৃকস্য মীড়্হুষঃ (বিষ্ণু) ১।১৫৫।৪ ; ইনস্য (অগ্নি) যঃ সদনে গর্ভম্ আদধে (সোম) ৯।৭৭।৪ ; বিদ্মা হ্যস্য ভোজনম্ ইনস্য যৎ ১০।২৩।৬ (ইন্দ্র) ; পিন্বন্ত্যুৎসম্ যদ্ ইনাসো অস্বরন্ (মরুতঃ) ৫।৫৪।৮ । নিঘ. ইনঃ 'ঈশ্বরঃ' (২.২২) < √ই (চলা) + ন, চলন্ত, সক্রিয় ; প্রভু, ঈশ্বর (১।১৬৪।২১)। এখানে ইনান্, ছন্দের জন্য 'ইনা'। সায়ণ বলেন 'ইনান ঈশ্বরান্ গুরুন্' 'ইন' তাহলে সাধনার শেষে যিনি পোঁছেছেন।] সিদ্ধদের।

পৃচ্ছ— শুধাও। কর্তা কে? [সায়ণ বলেন 'ইন্দ্র'।] ঋষি নিজে। ঋকটি স্বগতোক্তি। নইলে অর্থসঙ্গতি হয় না। শুধাও সিদ্ধদের—কোথা হতে দিব্য কবিদের জন্ম। ('কবীনাং জনিম')। এমনিতর জিজ্ঞাসার কথা আছে: ১।১৬৪।৩৪, ৫ , ৬ ; ১০।৮৮।১৮ ।

মনোধৃতঃ—[অনন্য প্রয়োগ, অনুরূপ একমাত্র শব্দ 'চর্ষণিধৃৎ'—দেবতার বিশেষণ। 'মনোধৃতঃ' সংযতমনসক্ষঃ (সা)] মনকে একাগ্র বা নিরুদ্ধ করেছেন যাঁরা। উপনিষদে আছে ইন্দ্রিয়ধারণার কথা (কঠ)। পাতঞ্জলে, চিত্তের দেশবন্ধ হল ধারণা। সর্বত্রই ধারণা বোঝাচ্ছে, সংযম, একাগ্রতা বা নিরোধকে। তুলনীয় গীতার ধৃতি। মনোধৃতি = সমাহিতি। উপনিষদ্ বলছেন, নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ, নাসান্তো না সমাহিতঃ, নাসান্তো মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈমাপ্নুয়াৎ' (কঠ)। লক্ষণীয় এখানে সিদ্ধের লক্ষণ করা হচ্ছে 'মনোধৃৎ' এবং সুকৃৎ।

দ্যাং তক্ষত—দ্যুলোককে রূপ দিলেন নিরুদ্ধচিত্তে আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তুললেন। এই সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময় আকাশই বরুণ বা পরম দেবতা, যাঁর উল্লেখ পরে' করা হচ্ছে। প্রথম ঋকে সাধককে বলা হয়েছে 'তষ্টা' বা রূপকৃৎ।

প্রণ্যঃ— [অনন্য প্রয়োগ। প্র + √ নী (নেওয়া) + ক্বিপ্, কর্মবাচ্যে, উহ্য স্তুতির বিশেষণ (সা)। অনুরূপ দুটি মাত্র শব্দ, 'বিনয়:', 'সংনয়' (২।২৪।৯)। তু. 'প্রণয়ঃ' ভালবাসা। দিশারী অর্থে √ 'প্র-নী'র ব্যবহার অনেক] আগে-আগে নিয়ে চলেছে যারা, হৃদয়ের আকৃতি, দেবতার প্রতি প্রেম।

মনোবাতাঃ— [অনন্য প্রয়োগ। অনুরূপ শব্দ: ইন্দ্রবাত, ১০।৬।৬ ; দেববাত, ৩।২০।২; দৈববাত, ৩।২৩।৩ ; < √ বন্ (সম্ভোগ করা)। সায়ণ বলেন 'মনোবেগাঃ'] মনঃশক্তির দ্বারা আবিষ্ট, মনোময় ; অবিচ্ছেদ ও একাগ্র। তু. ধ্রুবাস্মৃতি (ছান্দোগ্য)। আকূতির পিছনে রয়েছে অবিচ্ছেদভাবনার প্রেরণা।

ধর্মণি— [তু. স্থাতুশ্চ সত্যং জগতশ্চ ধর্মণি ১।১৫৯।৩ ; তক্ষদ্ যদী মনসো বেনতো বাগ্ জ্যেষ্ঠস্য বা ধর্মণি ৯।৯৭।২২ ; সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য ধর্মণি বৃহস্পতেরনুমত্যা উ শর্মণি ১০।১৬৭।৩ ; **দিবো ধর্মন্ ধরুণে,** সেদুষোনৄন ৫।১৫।২ , অসৃগুম্ ইন্দবঃ পথা ধর্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ ৯।৭।১ ; ঋতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ ৯।১১০।৪ ; যস্য ধর্মনৎ স্বরেনীঃ সপর্যন্তি মাতুরাধঃ ১০।২০।২ ; **ধর্মন্ দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম্ ১০।১৭০।২** । দেখা যাচ্ছে, যা ধারণ করে তা ধর্ম অর্থাৎ সব কিছুর 'আধার' ; আবার ভাববাচ্যে শুধু 'ধারণা'। দিবো ধরুণে ধর্মন্—দ্যুলোকের সেই আধার, যা সব কিছুকে ধরে আছে (৫।১৫।২, ১০।১৭০।২) এইখানে ধর্ম যে বিশ্বাধার এই ভাবটি অত্যন্ত স্পষ্ট। কালে এই 'ধর্ম'ই হয়ে দাঁড়াল বৌদ্ধের সর্বাধার মহাশূন্য, বেদের পরম ব্যোম।] সর্বাধার পরম ব্যোমে। সাধকের

আকূতির শিখারা দেখতে-দেখতে (নু) ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।

যাঁরা পূর্বসূরি, তত্ত্বজ্ঞানকে মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন যাঁরা, তাঁদের কাছে নম্র হয়ে শুধাও দিব্যকবিদের জন্মকথা। দীর্ঘদিনের ঋতচ্ছন্দা সাধনায় চেতনাকে নিবাত-নিস্পন্দ করে এই হৃদয়েরই কমল-কর্ণিকাতে তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন আলোঝলমল আকাশের বৈপুল্য।...ব্যাকুল হয়ে চাও, তবেই পাবে। এই-যে তোমার অভীপ্সার অগ্নিশিখারা প্রবুদ্ধচেতনার প্রেষণায় লেলিহান হয়ে উঠল, —এই-যে তারা দেখতে-দেখতে মিলিয়ে গেল সর্বাধার ঐ মহাশূন্যের অঙ্গনে :

সিদ্ধদের তবে শুধাও দিব্য-কবিদের জন্মরহস্য ;

মন তাঁদের সমাহিত, তাঁরা সুকৃৎ, —রূপ দিয়েছেন দ্যুলোকের দ্যুতিকে।

এই-যে তোমার আকূতির শিখারা বেড়ে চলেছে

মনের প্রেষণায়, তারপর এই-যে সর্বাধার পরম ব্যোমে তারা মিলিয়ে গেল।।

৩

নি সীম্ ইদ্ অত্র গুহ্যা দধানা

উত ক্ষত্রায় রোদসী সমঞ্জন্।

সং মাত্রাভি র্মমিরে যেমুর্ উর্বী

অন্তর্ মহী সম-ঋতে ধায়সে ধুঃ।।

সীম্— [সর্বনাম বিশেষণ, বিশেষ্য 'গুহ্যা' = গুহ্যানি] যা-কিছু। তু. ৫।৮৫।৭।

অত্র— এই আধারে।

গুহ্যা— [= গুহ্যানি] রহস্য সমূহকে। এই রহস্য অবশ্য চিদ্‌বীজ। বিশ্বদেবতা আধারে-আধারে তাদের নিহিত করলেন। আবার অন্তরিক্ষের দুটি সন্ধিভূমিকে।

ক্ষত্রায় সমঞ্জন্— আপন ঈশনাকে ফুটিয়ে তুলতে রূপ দিলেন পুরোপুরি। চিৎশক্তি হতে সৃষ্টির বর্ণনা হচ্ছে।

মাত্রাভিঃ মমিরে— মাত্রা দিয়ে মিত করলেন, যারা অব্যাকৃত অতএব অপ্রমেয় ছিল, তাদের সঙ্কোচসাধক বৈচিত্র্য দিয়ে নিরূপিত করলেন। (তু. যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উ ত্বঃ ১০।৭১।১১]

সং যেমুঃ— সংযত করলেন, নিয়মিত করলেন। এই নিয়ম হল ঋতের ছন্দ। কাদের নিয়মিত করলেন?

উর্বী— রুদ্রভূমির দুটি উপান্তে যে বিপুল দ্যুলোক-ভূলোক এখন আমরা অনুভব করছি, তারা আগে ছিল।

মহী সমৃতে— বিশাল কিন্তু অন্যোন্যসঙ্গত। সব যখন অব্যক্ত ছিল, তখন চিন্ময় দ্যুলোক বা জড় পৃথিবী, এই বিভক্ত প্রত্যয় ছিল না। অন্যোন্যসঙ্গত এই দুটি লোককে বিশ্বদেবতা বলে।

অন্তর্ ধুঃ— দূরে-দূরে রাখলেন, পৃথক্ করলেন, কেন?

ধারসে— [√ধা + তুমর্থে অসে] অচল স্থিতির জন্যে। অব্যাকৃত ব্যাকৃত হল, এবং তাদের নিত্যধর্মও নিরূপিত হল।

বিশ্বদেবতার চিৎশক্তিরাজির মহাবীর্য ফুটল সৃষ্টির বৈচিত্র্যে। আদিতে ছিল অব্যাকৃতের নিস্পন্দ তমিস্রা—দ্যুলোক-ভূলোক ছিল একাকার। দেবতারাই তাদের

মধ্যে আনলেন পার্থক্যের নিশানা—বিচিত্র ধর্মের রেখায়ণে অমেয়কে করলেন মিত, নির্ঋতকে করলেন ঋতচ্ছন্দা। মহাপ্রাণের স্পন্দনে ঝলমলিয়ে উঠল ঊর্ধ্বে দ্যুলোকের মহিমা, নিম্নে পৃথ্বীর বৈপুল্য। বসুধা-সম্ভূত ভূতের আধারে-আধারে তাঁরা গোপনে নিহিত করলেন চিদগ্নির স্ফুলিঙ্গ। এমনি করে ব্যাকৃত জগৎকে বাঁধলেন তাঁরা অটল ধর্মের শাসনে :

আধারে-আধারে সেই গোপন বীজকে নিহিত করলেন তাঁরা ;

আবার ঈশনার পরিচয় দিতে রুদ্রভূমির দুটি উপান্তকে করলেন অভিব্যক্ত।

মাত্রা দিয়ে মিত করলেন, নিয়মিত করলেন তাঁরা বিপুল দ্যুলোক-ভূলোককে ;

যে-দুটি মহাভূমি এক হয়ে ছিল, তাদের পৃথক্ করলেন—অচল স্থিতির জন্যে।।

৪

আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষৎ (-ন্ + শ্রি -)
ছ্রিয়ো বসানশ্ চরতি স্বরোচিঃ।
মহৎ তদ্ বৃষ্ণো অসুরস্য নাম
বিশ্বরূপো (- অঃ) অমৃতানি তস্থৌ।।

আতিষ্ঠন্তম্—[এমনিতর একস্বরযুক্ত প্রয়োগ আর কোথাও নাই ঋগ্বেদে। ঐকস্বর্য অতএব ঐকপদ্য বোঝায়, শব্দটি পারিভাষিক। তুলনীয়, 'অতিষ্ঠা' ও 'প্রতিষ্ঠা' ব্রহ্ম] বিশ্বে অন্তর্যামীরূপে অধিষ্ঠিত যে পরম-দেবতা, তাঁকে। তু. 'আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং তৎ' (মুণ্ডক)। বিশ্বদেবেরা তাঁকে।

পরি অভূষন্— ঘিরে রইলেন। বিশ্বপদ্মের তিনি যেন বীজকোষ, আর চিৎশক্তিরা তার সহস্রদল।

শ্রিয়ঃ বসানঃ চরতি— কত সুষমায় নিজেকে আচ্ছাদিত করে চলেছেন তিনি। এই শ্রী বা সৌন্দর্য তাঁর মায়া, অন্তরে তিনি।

স্বরোচিঃ— [আর একটি মাত্র প্রয়োগ "স্বরোচিষঃ"—মরুদ্‌গণের বিশেষণ ৫।৮৭।৫] আপন-আলোতে আপনি ঝলমল। বিচিত্র প্রকৃতি, এক পুরুষ।

নাম— [সায়ণ বলছেন, 'নয়াতি সর্বান্ অনেন শত্রূন্ ইতি নাম কর্ম। যদ্বা নম্যতে সর্বৈ নমস্ক্রিয়তে ইতি নাম ইন্দ্রস্য শরীরং কর্ম বা'। মোটের উপর দেবতার নাম শুধু অক্ষর সমষ্টি নয়, তার শক্তি আছে। নিঘন্টুতে 'নাম' আছে উদকের পর্যায়ে (১।১২)। যাস্ক একজায়গায় তার অর্থ করছেন নেমে আসা (৫।২৯)। নামের প্রশংসা অনেক মন্ত্রে, যেমন যজ্ঞিয়ং নাম ১।৬।৪ ; চারু দেবস্য নাম ১।২৪।১, ২ ; ইন্দ্রিয়ং নাম ১।৫৭।৩ ; প্রথমং নাম ৪।১।১৬ ইত্যাদি।] শক্তিপতি। **যেমন তাঁর নাম, তেমন তাঁর রূপ। পরের ছত্র দ্রঃ।**

বিশ্বরূপঃ অমৃতানি তস্থৌ— তিনিই জগৎ হয়েছেন। তাঁর স্পর্শে সবই অবিনশ্বর। [তু. আণিং ন রথ্যম্ অমৃতাধি তস্থূঃ ১।৩৫।৬ ; অগ্নির্ভুবদ্ রয়িপতী রয়ীনাং সত্রা চক্রাণো অমৃতানি বিশ্বা ১।৭২।১ ; বিষ্ণু র্গোপাঃ পরমং পতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ ৩।৫৫।১০ ; বিদদ্ গন্ধর্বো অমৃতানি নাম ১০।১২৩।৪ ; প্রাসাং গন্ধর্বো অমৃতানি বোচদ্ ১০।১৩৯।৬ । একটি জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে 'অমৃতানি ধামানি' ৩।৫৫।১০ । এ-অর্থ অন্য জায়গায়ও খাটতে পারে। ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন—সামান্যবাচী। সুতরাং মৃত বা অবিনশ্বরের মাঝে যে অমৃতের বীজসত্তা, অমৃত তাকেই লক্ষ্য করছে।]

পরমদেবতার অধিষ্ঠান বিশ্বের সর্বত্র, তাঁকে কেন্দ্র করেই চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ। যেদিকে তাকাই, দেখি রূপে-রূপে তিনিই ফিরছেন প্রতিরূপ হয়ে—আধারে-আধারে তাঁরই অন্তর্গূঢ় আত্মজ্যোতির বিকিরণ ইন্দ্রধনুর চিত্রসুষমায়। অদীনসত্ত্ব প্রাণের নির্ঝর তিনি—বিশ্বের তিনি সঞ্জীবন। নামে আর রূপে এ-বিশ্বে ফুটছে তাঁরই বৈভব। বাঙ্ময় বিশ্ব তাঁরই নাম, মৃন্ময় বিশ্ব তাঁরই রূপ, মর্ত্যের গহনে তিনিই অন্তর্যামী অমৃতবিন্দু :

অধিষ্ঠানরূপী তাঁকে বিশ্বদেবেরা রইলেন ঘিরে, —

সৌন্দর্যের বসন পরে' তিনিই চলে বেড়ান—আত্মজ্যোতিতে ঝলমল।

শক্তির নির্ঝর সে-মহাপ্রাণের অতুলন সেই নাম—

বিশ্বরূপ হয়ে অমৃতবিন্দুসমূহে আছেন অধিষ্ঠিত।।

৫

অসূত পূর্বো বৃষভো জ্যায়ান্

ইমা অস্য শুরুধঃ সন্তি পূর্বীঃ।

দিবো নপাতা বিদথস্য ধীভিঃ

ক্ষত্রং রাজানা প্রদিবো দধাথে।।

পূর্বঃ বৃষভঃজ্যায়ান্— বিশ্বশক্তির আদি প্রস্রবণ—যিনি সব ছাপিয়ে আছেন। অধিভূত দৃষ্টিতে এই বৃষভ 'আকাশ'—আলো আর জল ঝরে ওখান

থেকেই। চৈতন্য আর শক্তি বৃষভ ও ধেনুরূপে কল্পনা অন্যত্রও আছে ১।১৬৪।২৬। বৃষভ প্রসব করছেন, তাঁর পালান আছে। এ সমস্তই মরমীর বিরুদ্ধভাষণ। 'জ্যায়ান্'—তু. অথর্ববেদের জ্যেষ্ঠব্রহ্ম। তু. অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে ৭।৮৬।৬ (বরুণ) ; অতো জ্যায়াঁশ্চ পুরুষঃ ১০।৯০।৩।

শুরুধঃ— [বিদ্বাঁ অগ্নে বয়ুনানি ক্ষিতীনাং ব্যানুষক্ শুরুধো জীবসে ধাঃ ১।৭২।৭ ; অদা মরুদ্‌ভিঃ শুরুধো গো-অগ্রাঃ ১।১৬৯।৮, ঋতস্য হি শুরুধ সন্তি পূর্বীঃ ৪।২৩।৮ ; হেযস্বতঃ শুরুধো নায়মক্তোঃ ৬।৩।৩ ; স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রাঃ ৬।৪৯।৮ ; ইরজ্যন্ত যচ্ছরুধো বিবাচি ৭।২৩।২ ; বি নঃ সহস্রং শুরুধো রদন্ত্ব ঋতাবানো বরুণো মিত্র অগ্নিঃ ৭।৬২।৩ ; আদ্ধোদিশানঃ শর্যবে শুরুধঃ ৯।৭০।৫ ; স রাসতে শুরুধো বিশ্বধায়সো ১০।১২২।১। শুরুধ আপো ভবন্তি, শুচং সংরুন্ধন্তি (নি. ৬।১৬)। ব্যুৎপত্তি বোঝা যাচ্ছে না। অনুরূপ শব্দ "বীরুধ"। নিরুক্তের অর্থ মানলে 'প্রবাহ, ধারা' এই অর্থ খাটে। অপ্ প্রাণ বা শক্তির প্রবাহ, 'গো-অগ্রা' ও চন্দ্রাগ্রা বিশেষণও মানায় (১।১৬৯।৮, ৬।৪৯।৮) 'সহস্রং শুরুধঃ রদন্ত—এখানেও অধ্যাত্ম অর্থে ঐ মানে খাপ খায়।] চিৎশক্তির ধারা। যেমন 'বৃষভ' পূর্ব বা প্রাক্তন, এই ধারারাও তেমনি প্রাক্তনী, তিনি 'অক্ষীয়মাণ শতধার উৎস।'

দিবো নপাতা— [তু. দিবো নপাতা সুকৃতে শুচিব্রতা ১।১৮২।১ (অশ্বিনৌ), দিবো নপাতা সুদাস্তরায় (অশ্বিনৌ) ১।১৮৪।১, দিবো নপাতাশ্বিনা হুবে বাম্ ১০।৬১।৪ ; দিবো নপাতা বৃষণা শযুত্রা ১।১১৭।১২ (অশ্বিনৌ); দিবো নপাতা বনথঃ শচিভিঃ (অশ্বিনৌ) ৪।৪৪।২। দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই 'দিবো নপাতা' বলতে অশ্বিদ্বয়কেই বোঝাচ্ছে। সুতরাং এখানেও তাঁরাই লক্ষ্য। অশ্বিদ্বয় 'দিবো নপাতা' যেমন নাকি উষা 'দিবো দুহিতা'। যাস্ক বলেন, আঁধারের বুকে প্রথম আলোর শিহরণই

অশ্বিদ্বয়। এই ঋকের বর্ণনীয় বিষয় সৃষ্টির আদিতে শক্তির উন্মেষ। সুতরাং 'দিবো নপাতা' ইন্দ্র-বরুণ (সায়ণ) না হয়ে অশ্বিদ্বয় হওয়াই সঙ্গত। যাস্কের বিষ্ণুর সপ্তপদীর বর্ণনা অধ্যাত্ম ও অধিবিশ্ব দু' পক্ষেই খাটে।] দ্যুলোকের দুটি আলোর কুমার। তাঁরই সৃষ্টির প্রথম উষায় (প্রদিবঃ) সৃষ্টির মূলে বীর্যাধান করেন। তাইতে আঁধার ভেদ করে ফোটে আলোর কমল।

বিদথস্য ধীভিঃ— পরমপুরুষের পুরাণী প্রজ্ঞার একাগ্রভাবনার দ্বারা। প্রজ্ঞার আবেশ নামে অশ্বিদ্বয়ের মাঝে ; তারই প্রেরণায় পরমপুরুষের সিসৃক্ষাকে তাঁরা সার্থক করেন, তু. (৯)। সমস্তটি ঋক অধ্যাত্ম-অর্থেও সুসঙ্গত হয়।

তিনিই বিশ্বমূল, চিৎশক্তির তিনিই গঙ্গোত্রী, তিনিই আছেন সব ছাপিয়ে। মহাশক্তি তাঁর নিত্যসঙ্গিনী, তাঁরই জটাজাল হতে এই-যে সহস্রধারায় ঝরে পড়ছেন বিশ্বের চিত্রবিভূতিতে। তাঁরই প্রেষণায় সৃষ্টির আদিম উষায় আঁধারের বুকে জাগে তমোভাগ আর জ্যোতির্ভাগ অশ্বিদ্বয়ের প্রথম স্পন্দন ; তাঁরই পুরাণীপ্রজ্ঞার আবেশে তাঁদের চিন্ময় একাগ্রভাবনা তিমিরবিদার ক্ষাত্র-অভিযানের হয় অগ্রদূতী :

নিখিলকে প্রসব করলেন এই শক্তির আদি নির্ঝর—যিনি আছেন সব ছাপিয়ে ;

এই-যে তাঁর প্রাণের প্রবাহেরা রয়েছে চিরন্তনী।

ওগো দুটি আলোর কুমার, তাঁরই প্রজ্ঞার একাগ্রভাবনায়

বীর্যের আধান করেছ, ওগো যুগল রাজা, সেই প্রথম উষায়।।

৬

ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরূণি
পরি বিশ্বানি ভূষথঃ সদাংসি।
অপশ্যম্ অত্র মনসা জগন্বান্
ব্রতে গন্ধর্বাঁ অপি বায়ুকেশান্।।

সদাংসি— [তু. দদৃশ্র এষাং (দেবানাম্) অবমা সদাংসি পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ৩।৫৪।৫ ; রুজা দৃড়্হা চিদ্ রক্ষসঃং সদাংসি ৯।৯১।৪ । বহুবচনে আর এই দুটি মাত্র প্রয়োগ। দুটির একটি দেবতার আর-একটি রাক্ষসের আসনকে বোঝাচ্ছে আধারে। এখানে আছে তিনটি দেবাসনের কথা। তিনটি গ্রন্থির সঙ্গে তুলনীয়। অশ্বিদ্বয় সে রথে অধিষ্ঠিত, তা ত্রিচক্র. 'ত্রিবন্ধুর' ত্রিবৃৎ (১।১১৮।১-২)] দেবসদন। তিনটি দেবসদন নাভিতে, হৃদয়ে এবং ভ্রূমধ্যে, অথবা হৃদয়ে, কণ্ঠে (ইন্দ্রযোনিতে) ও সহস্রারে (তৈত্তিরীয়।) তিনটিই 'পুরাণি'—সায়ণের মতে 'যজনীয়ৈঃ সোমাদিভিঃ পূর্বানি' ; তন্ত্র বলবেন অগ্নি সূর্য ও সোমের জ্যোতিতে পূর্ণ। তারা 'বিশ্বানি'—সায়ণ বলেন 'ব্যাপ্তানি' ; প্রত্যেক চক্রে চেতনার ব্যাপ্তি ঘটা স্বাভাবিক। তিনটি দেবসদনকে।

পরি ভূষথঃ— তোমরা দুজন ঘিরে থাক ; অর্থাৎ তাদের মধ্যে আবিষ্ট হও।

মনসা— মন ঋগ্বেদে মনোময়ী চেতনা, প্রাকৃত হতে অপ্রাকৃত ভূমি পর্যন্ত তার অধিকার বিস্তৃত। অতএব বোধির আলোতে আমি এই আধারেই দেখতে পেলাম। তু. 'দেবংমনঃ কুত অধি প্রজাতম'। ১।১৬৪।১৮ ।

গন্ধর্বান্— [বহুবচনে প্রয়োগ মাত্র তিনটি: ৩।৩৮।৬ ; তং (সোমং) গন্ধর্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্ ৯।১১৩।৩ ; অপ্সরসাং গন্ধর্বাণাং মৃগাণাং চরণে চরন্ ১০।১৩৬।৬ । স্ত্রীলিঙ্গে গন্ধর্বীঃ ১০।১১।২ । গন্ধর্বো অস্য (অশ্বস্য) রশনামগৃভ্ণাৎ ১।১৬৩।২ ; (এখানে 'সূর্য্য') ; গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে

১।২২।১৪ ; শতক্রতুঃ ৎসরদ্‌গন্ধর্বমস্তৃতম্ ৮।১।১১ ; অভি গন্ধর্বমতৃণদ (ইন্দ্রঃ) অবুধ্নেষু বুধ্নেষু রজঃস্বা। ৮।৭৭।৫ ; গন্ধর্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি ৯।৮৩।৪ ; ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাদ্ ৯।৮৫।১২ ; ১০।১২৩।৭ ; অপাং গন্ধর্বং দিব্যং নৃচক্ষসম্ (সোম্) ৯।৮৬।৩৬ ; গন্ধর্বো অপ্‌সু অপ্যা চ যোষা ১০।১০।৪ ; গন্ধর্বো বিবিদে উত্তরঃ ১০।৮৫।৪০ ; সোমো দদদ্ (কন্যাং) গন্ধর্বায় ১০।৮৫।৪১ ; বিদদ্ গন্ধর্বো অমৃতানি নাম ১০।১২৩।৪ ; বিশ্বাবসু রভিতন্নো গৃণাতু দিব্যো গন্ধর্বো রজসো বিমানঃ (সবিতা) ১০।১৩৯।৫ ; প্রাসাং গন্ধর্বো অমৃতানি বোচদ্ ১০।১৩৯।৬ ; পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্তি তাং গন্ধর্বোঽবদদ্‌গর্ভে অন্তঃ ১০।১৭৭।২ । যেখানে একবচন, সেখানে 'গন্ধর্ব' বলতে বোঝাচ্ছে সূর্যকে ; স্পষ্ট করে তাঁকে বলা হচ্ছে 'দিব্যঃ গন্ধর্বঃ'। একজায়গায় সোমও গন্ধর্ব। সূর্য যে গন্ধর্ব, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কন্যাদানের মন্ত্র দুটিতে। সেখানে সোম গন্ধর্ব অগ্নি স্পষ্টই বোঝাচ্ছে সোম সূর্য আর অগ্নিকে। আসলে গন্ধর্ব (সঙ্গিনী 'অপ্সরা' বা গন্ধর্বী) দেবযোনি বিশেষ—যক্ষের মত। দুয়ের বেলাতেই অলৌকিকত্বের ছাপ সুস্পষ্ট, তু. কেনোপনিষদের যক্ষ = ব্রহ্ম। গন্ধর্বেরা সোমের রক্ষক। তু. 'স্বান ভ্রাজ অব্যসারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশান-বেতে সোমক্রায়ণাঃ (তৈঃ সঃ ১.২.৭)। সূর্যদ্বার ভেদ করে তবে ব্রহ্মলোকে বা অমৃতলোকে গতি হয় (মুণ্ডক উপ.)—তাই গন্ধর্বেরা সোমরক্ষক (তু. ৯।৮০।৪)। গন্ধর্বদের প্রধান 'বিশ্বাবসু' অর্থাৎ জগদ্‌উদ্‌ভাসক সূর্য। শব্দটির ব্যুৎপত্তি জানা যায় না। গন্ধর্বেরা স্ত্রীপ্রিয় (ঐ. ব্রা), সঙ্গীতকুশল (পৌরাণিক বর্ণনা, সঙ্গীতশাস্ত্র, গন্ধর্বশাস্ত্র), তারা মানুষের উপর ভর করে (ছান্দোগ্য)—এগুলো লৌকিক কল্পনা। এই গন্ধর্বকেই সূর্যের পদে তোলা হয়েছে। সোমরক্ষক সূর্যসহচরদের (সা)।

ব্রতে অপশ্যম— দেখলাম, তারা নিজের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

বায়ুকেশান্—[অনন্য প্রয়োগ ; 'বায়ুবৎ চঞ্চলরশ্মীন্' (সা)] বাতাসে যাদের চুল উড়ছে। ঋষির একটি অলৌকিক দর্শনের ছবি।

দেবতার তিনটি ধাম আছে এই আধারে—নাভিতে, হৃদয়ে আর মূর্ধায়, চেতনার আলো সেখানে উপচে উঠে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। তিমিরবিদার, হে যুগল রাজা আমার উত্তরায়ণের সাধনায়, ঐ তিনটি চক্রে নামে তোমাদের আবেশ—আলোর কমলকর্ণিকায় অমৃতরস উছলে ওঠে তোমাদের ছোঁয়ায়। আঁধার চিরে এই আধারেরই গহনে বোধির জ্যোতিঃসরণি বেয়ে গিয়েছি সেই অগমলোকে—যেখানে লোকোত্তর অমৃতের নির্ঝরকে ঘিরে সতর্ক রয়েছে কিরণশরীর গন্ধর্বেরা, বাতাসে তাদের চুল উড়ছে :

হে যুগল রাজা, বিদ্যার সাধনায় তিনটি উচ্ছল
বিশাল দেবসদনকে তোমরাই ঘিরে থাক।
দেখেছি এইখানেই—চিৎসংবেগে পৌঁছেছি যখন অগমলোকে
ব্রতনিষ্ঠ গন্ধর্বদের ; বাতাসে তাদের চুল উড়ছে।।

৭

তদ্ ইন্ (ৎ) ন্ব্ (-উ+) অস্য বৃষভস্য ধেনোর্ (ঃ)
আ নামভির্ (ঃ) মমিরে সক্ম্যং গোঃ।
অন্যদ্-অন্যদ্ অসুর্যং বসানা
নি মায়িনো (-অঃ) মমিরে রূপম্ অস্মিন্।।

বৃষভস্য ধেনোঃ— বৃষভ আদি পিতা, ধেনু আদিমাতা। নিঘণ্টুতে 'ধেনু' বাক্ (১।১১)। এই ধেনুর বিবরণ দ্রঃ ১।১৬৪।২৬-২৯, ৪১। বৃষভ হতে শক্তিপাত হয়, আর ধেনুকে আমরা পান করি। এই কল্পনা হতেই বেদান্তের বিবর্ত আর সাংখ্যের পরিণাম। কিন্তু বস্তুত বৃষভ আর ধেনু দুটি আলাদা তত্ত্ব নয়। এখানে দুয়েই সম্মিলিত।

নামভিঃ— চিৎশক্তিতে, ভাবনার শক্তিতে অথবা শক্তিপাতে বিশ্বের সৃষ্টি হল। দ্র. (৪)। নাম দিয়ে 'নি-মান' বা নির্মাণের কথাই পরে স্পষ্ট হয়েছে ব্যাহৃতির দ্বারা সৃষ্টিবাদে। তু. ৪।১।১৬।

আ-মমিরে—[< √ মা (মাপা, রূপ দেওয়া)। তু. তে মায়িনো মমিরে সুপ্রচেতসঃ ১।১৫৯।৪, অনু দেবা মমিরে বীর্যং তে ১।১৬৩।৮ ; উতান্তরিক্ষং মমিরে ব্যোজসা ৫।৫৫।২ ইত্যাদি] এইখানে অর্থাৎ এই আধারে তাঁরা রচনা করলেন 'গোঃ সক্ম্যম্'। কারা? অবশ্যই দেবতারা। কী?

গোঃ সক্ম্যম্— ['সক্ম্য' অনন্য প্রয়োগ। অনুরূপ একটি শব্দ 'সক্মন্' ১।৩১।৬। < √ সচ্ (এঁটে যাওয়া, সঙ্গত হওয়া) + ম্য। নিবিড় সংযোগ, সঙ্গতি। 'গো' শব্দের (নি.ঘ ২.৫-৭) যাস্ক দশটি অর্থ দিয়েছেন, তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ (১) গো পশু এবং তার থেকে পাওয়া দুধ, চামড়া, তাঁত ইত্যাদি (২) পৃথিবী (৩) আদিত্য, সূর্যরশ্মি (বহুবচনে), সুষুম্নরশ্মি (একবচনে)। শেষের দুটি অর্থ অবশ্য প্রতীকী। দ্যুলোক বৃষভ, পৃথিবী গো বা ধেনু-এ প্রতীক জানি। কিন্তু গো হতে আলোর কল্পনা কি করে এলো, বলা শক্ত। অনুমান করা যেতে পারে, ভোরের আলো ছেঁড়া-মেঘের উপর ছড়িয়ে পড়ে' নানা রঙের সৃষ্টি করে যখন, মনে হয় আকাশের মাঠে নানাবর্ণের ধেনুরা চরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর মাঠেও এই সময়ে ধেনু, আকাশের মাঠেও ধেনু। আবার সন্ধ্যাবেলায় এমনি হয়। দুটি মাঠের ধেনুরাই ঘরে ফিরে যায়। যাই হোক, সাধারণ ভাবে বহুবচনেও 'গো'শব্দ কিরণমালা ; কিন্তু একবচন হলেই বোঝাবে হয় আদিত্য নয়তো তার একটি বিশেষ কিরণ। এই

বিশেষে যজুর্বেদে 'সুযুম্নঃ সূর্যরশ্মিঃ' (বা. স. ১৮।৪০) উপনিষদে আছে এই রশ্মি আদিত্য থেকে বেরিয়ে 'সীমানং বিদার্য' জীবের হৃদয় পর্যন্ত নেমে আসে। তন্ত্র বলেন মূলাধার পর্যন্ত যায়। মোট কথা আদিত্যের সঙ্গে আলোর সূত্রে জীবের যে-যোগ তাই 'সক্‌ম্য'] সুযুম্ণরশ্মির সংযোগ। এখানে বোঝাচ্ছে জীবসৃষ্টি ; পরের অর্ধর্চে রূপসৃষ্টি বা সামান্যত বিশ্বসৃষ্টির কথা আছে।

অন্যদ্-অন্যদ্ অসুর্যম্— বিচিত্র প্রাণলীলা বা শক্তির খেলা। দেবতাদের বিচিত্র ব্রত ; একই চিৎপুরুষের তাঁরা বিচিত্র বিভূতি। তাঁদের এই মৌলিক একত্বটি অনুভব করতে হবে, মহদ্দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্ ৩।৫৫।১-২২ ।

মায়িনঃ নি মমিরে— মায়ীরা গভীরে নির্মাণ করলেন। গভীরে অর্থাৎ সূক্ষ্মলোকে—স্মৃতির ভাষায় ভূতসূক্ষ্ম দিয়ে (মনু) যাঁরা নির্মাণ করেন, তাঁরাই মায়ী (< √ মা)। সৃষ্টি এক বিচিত্র রহস্য। তাই সে দেবমায়াবীর মায়া। মায়া সৃষ্টির শক্তি বলে একাধারে কর্ম এবং প্রজ্ঞা; তার রচনা সত্যও বটে, রহস্যও বটে। পরবর্তী যুগে রহস্যের উপর বেশী জোর দেওয়াতে 'মায়া' অর্থ হয়ে গেছে ইন্দ্রজাল। [নি = মমিরে'র আর-একটি মাত্র প্রয়োগ] দেবতারা কি সৃষ্টি করলেন?

অস্মিন্ রূপম্ — অরূপ পরমার্থসতের আধারে রূপ। রূপের প্রকৃষ্ট প্রকাশ জীবে। তাকে অবলম্বন করেই নাম আর রূপের মেলা। আগে নাম, পরে রূপ। এ-ঋকটিতে নাম-রূপের ক্রমিক সন্নিবেশ লক্ষণীয়।

তারপর সেই অমৃতলোক হতে চিৎশক্তির প্রেষণায় কী করে ফুটল সৃষ্টির সহস্রদল পদ্ম, তাও দেখেছি।... দেখলাম, অরূপ চৈতন্যের এক অক্ষীয়মাণ উৎস আর তাঁরই সঙ্গে নিত্যসঙ্গত এক পয়স্বিনী শক্তির বাঙ্‌ময়ী আকৃতি। দুয়ের সঙ্গম হতে নেমে আসে চিন্ময়ী ব্যাহৃতির বিচিত্র ধারা, কারণ-সমুদ্রের গভীরে তারই প্রৈতিতে

দেবতারা ফোটান সুষুম্নরশ্মির বিদ্যুৎকুণ্ডলী।... দেখলাম, ভুবন জুড়ে অবন্ধ্য প্রাণের অনন্তবিচিত্র লীলায়ন, আর তারই অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবমায়ার অফুরন্ত উল্লাস। .....দেখলাম নীরূপ শূন্যতা কী করে শিউরে উঠল রূপের রোমাঞ্চে:

তারপরই, সদ্য দেখতে পেলাম ঐ বৃষভ আর ধেনুর

বিচিত্র নামের শক্তিতে এইখানে রচলেন দেবতারা সুষুম্ণ-রশ্মির গ্রন্থি।

কত-যে প্রাণোল্লাসের অধিষ্ঠাতা হয়ে

গভীরে মায়াবীরা রচলেন রূপ—তাঁরই মাঝে।।

৮

তদ্ ইন্ ন্ব (- উ +) অস্য সবিতুর্ (ঃ) নকির্ (-ঃ) মে

হিরণ্যয়ীম্ অমতিং যাম্ আশিশ্রেৎ

আ সুষ্টুতী রোদসী বিশ্বমিন্বে

অপী (ই + ই)-ব যোষা জনিমানি বব্রে।।

সবিতুঃ— [এখানে পরমদেবতার বিশেষণ। 'সর্বস্য জগতোঽন্তর্যামিতয়া-প্রেরয়িতুঃ (সা)] অন্তর্যামীর। কী?

হিরণ্যয়ীম্ অমতিম্— [দুটি রূপ ঃ আদ্যুদাত্ত এবং মধ্যোদাত্ত। আদ্যুদাত্ত যেমন ঃ মা নো অগ্নেহমতয়ে বীরধঃ ৩।১৬।৫ ; মা নো অগ্নে পরা দা··· অমতয়ে ৭।১।১৯ ; নি বাধতে অমতি র্নগ্নতা জসুঃ ১০।৩৩।২

; অনাপিরজ্ঞা অনাজাত্যা মতিঃ ১০।৩৯।৬ ; নিরুদ্বানো অমতিং গোভিঃ ১।৫৩।৪ ; আরে অস্মদ্ অমতিং বাধমানঃ ৩।৮।২ ; সসপরীরমতিং বাধমানা ৩।৫৩।১৫ ; আরে অস্মদ্মতিম্ আরে অংহঃ ৪।১১।৬ ; যুবোত অস্মদ্...আদিত্যাসঃ...অমতিম্ ৮।১৮।১১ ; গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাম্ ১০।৪২।১০ ; ৪৩।১০ ; ৪৪।১০ ; সেধতামতিম্ ১০।৭৬।৪ ; চক্রং ন বৃত্তং পুরুহূত বেপতে মনো ভিয়া মে অমতেরিদদ্রিবঃ ৫।৩৬।৩ ; ত্ব ন অস্যা অমতের...অব স্পৃধি ৮।৬৬।১৪ ; বিযুবৃদ্ ইন্দ্রো অমতেঃ ১০।৪৩।৩ ; ন মে স্তোতা অমতীবা ৮।১৯।২৬ । সর্বত্রই 'অমতি' অবিদ্যা, ক্লেশ বা ক্লিষ্টবৃত্তি দ্র. ৩।৮।২, ১৬।৫... মধ্যোদাত্ত, যেমন : আ বন্ধুরেষ্বমতি র্ন দর্শতা ১।৬৪।৯ ; পুরুপ্রশস্তো অমতির্ন সত্যঃ ১।৭৩।২ ; বি সূর্যো অমতিং ন শ্রিয়ং সাৎ ৫।৪৫।২ : অনু শ্রুতামমতিং বর্ধদ উর্বীং ৫।৬২।৫ ; বাবৃধানৌ অমতিং ক্ষত্রিয়স্য ৫।৬৯।১ ; ব্যূর্বীং পৃথ্বীম্ অমতিং সৃজানঃ ৭।৩৮।২ ; বি শ্রয়মাণো অমতিমুরূচীম্ ৭।৪৫।৩ । **সর্বত্রই 'অমতি' দীপ্তি বা বল ; বিশেষ করে সবিতার সঙ্গে যুক্ত—যেমন এখানে।** সবিতার দীপ্তি স্বভাবতই বলক্রিয়াযুক্ত। নিঘন্টুতে এই 'অমতি' রূপ (৩।৭)। যাস্ক বলেন ঃ 'অমতিরমাময়ী মতিবাত্মময়ী' ; উদাহরণ দিচ্ছেন, উর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ (সা.) (ছ. আ ৫।২।৩।৮) । দুর্গ টীকায় বলছেন, 'এবমত্র অমতিশব্দেন আত্মপ্রকাশগতমাদিত্য বিজ্ঞানমুচ্যতে, স হি প্রকাশ সতত্ত্বে এব নন্যেৎ প্রকাশাভরম্ অপেস্পতে।' ব্যুৎপত্তি অবশ্য < √ অম্ (বীর্যশালী হওয়া, বীর্যপ্রকাশ করা)] হিরণ্ময়ী জ্যোতিঃশক্তি, হিরণ্যদ্যুতি।

যাম্ অশিশ্রেৎ— যাকে আশ্রয় করেছে (আমার মন), অথবা সবিতা স্বয়ং তু. ৭।৩৮।১ দ্র. (৬)।

তদ্ ইৎ নু নাকিঃ মে— তবে আজ যেন কেউ আমার কাছ থেকে সরিয়ে না নেয়। বাক্যের শেষাংশটুকু উহ্য।

সুষ্টুতী— [সুষ্টুত্যা। এই আকারে পাওয়া যায় মাত্র দুটি জায়গায় ৮।১৬।৩, ৯৬।২০] হৃদয় হতে স্বচ্ছন্দে উৎসারিত সুরের লহরী দিয়ে। সেই সুর দিয়ে আমি আবৃত করেছি ('আ বব্রে') রুদ্রভূমির দুটি উপান্ত (রোদসী)।

বিশ্বম্-ইন্বে—[তু. ৩।২০।৩ ; অস্মাকম্ ইচ্ছৃণুহি বিশ্বমিন্ব (ইন্দ্র) ৭।২৮।১ ; ধিয়ং পৃষা জিন্বতু বিশ্বমিন্বঃ ২।৪০।৬ ; ইন্দ্রায় বিশ্বমিন্বং (স্তোমং) মেধিরায় ১।৬১।৪ ; বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বা (উষা) ৫।৮০।২ ; দেবীর্দ্বারো বৃহতী বিশ্বমিন্বঃ ১০।১১০।৫ ; অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে ১।৭৬।২ ; উভে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বমিন্বে ৯।৮১।৫, তদ্ রোদসী শৃণুতং বিশ্বমিন্বে ১০।৬৭।১১ ; বিশ্বমিন্বেভিরায়ুভির্মরুদ্ভিঃ ৫।৬০।৮] বিশ্বগত, বিশ্বাত্মক। রোদসীর বিশেষণ। রোদসী বোঝায় ভূলোকের অন্ত আর দ্যুলোকের আদিকে। দ্যুলোক আর পৃথিবী আমাদের পিতা এবং মাতা। আধুনিক ভাষায় ভাব আর রূপ, শিব আর শক্তি সর্বত্র অনুস্যূত।

যোষা জনিমানি ইব— নারী যেমন বুক দিয়ে ঢেকে রাখে তার সন্তানদের। আমার গানের সুরও তেমনি করে বিশ্বভুবনকে আবৃত করবে।

দেখেছি বিশ্বের মূলে পরমদেবতার জ্যোতির্ময়ী প্রেষণাকে ; আমারও মর্মের তনুতে অনুভব করেছি তার বিদ্যুন্ময় শিহরণ। সে উৎসর্পিণী জ্যোতিঃশক্তি হিরণ্ময় সহস্রদলে বিস্ফারিত হল আমার মূর্ধন্য-চেতনায়। সেই রূপের সায়রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার মন ; তাকে আর কেউ তো ছিনিয়ে নিতে পারবে না ঐ কূলখোয়ানো সর্বনাশের কবল হতে।... আলোর ছোঁয়ায় আমার হৃদয়ে ফুটেছে যে-সুর, তার তো তুলনা নাই। চিন্ময় আর মৃন্ময়ীর যে লীলা বিশ্বভুবন জুড়ে, আমার গানের সুর তারই গভীরে তুলেছে আনন্দঝঙ্কার, মায়ের মত সোহাগে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরেছে দ্যাবাপৃথিবীর মহাবৈপুল্যকে :

তবে আজ যেন সেই সবিতার শক্তি হতে কেউ না আমায় বঞ্চিত করে, —

তাঁর যে হিরন্ময়ী জ্যোতিঃশক্তিকে আশ্রয় করেছে আমার মন।

আমি চেয়েছি স্বচ্ছন্দ সুরের লীলায় রুদ্রভূমির দুটি উপান্তকে। তারা বিশ্বে অনুস্যূত;

নারী যেমন সন্তানদের ঢেকে রাখে, আমিও ঢেকে রেখেছি তাদের তেমনি করে ।।

৯

যুবং প্রত্নস্য সাধ থো (- অঃ) মহো (হঃ)) যদ্
দৈবী স্বস্তিঃ পরি ণঃ (নঃ) স্যাতম্
গোপা জিহ্বস্য তস্থুষো (- ষঃ-) বিরূপা
বিশ্বে পশ্যন্তি মায়িনঃ কৃতানি।।

যুবং— সায়ণের মতে ইন্দ্র ও বরুণ, G. মিত্র ও বরুণ। কিন্তু এঁরা নিশ্চয় ৫ম ঋকের 'দিবো নপাতা' অতএব অশ্বিদ্বয়। তাঁরাই আলোর পথের প্রথম দিশারী।

প্রত্নস্য মহঃ— যিনি পুরাণ, যিনি বিপুল, তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ—সেই পরম দেবতার। তাঁর কী?

যৎ দৈবী স্বস্তিঃ— যা নাকি তাঁর দিব্য 'স্বস্তি'। সায়ণ বলেন স্বস্তি 'শ্রেয়ঃ স্বায়াজ্য লক্ষণম্।' স্বস্তি বস্তুত অস্তিত্বের চরম ও পরম সার্থকতা, বেদান্তে একেই বলে মোক্ষ। উপনিষদের ভাষায় 'অস্তীত্যুপলব্ধস্যঃ...প্রসীদতি' (কঠ ২।৩।১৩)। এই স্বস্তি পরম দেবতার দান। তাঁকে পেলেই তবে

বাঁচা সার্থক। **স্বস্তির আর এক পিঠে 'নাস্তি' বা শূন্য—ঋগ্বেদের ও উপনিষদের 'অসৎ'।**

সাধথঃ— তোমরা দুজন সিদ্ধ করে তোল তাকে—যা নাকি দেবতার পরমপদ। 'যৎ শব্দের জন্য একটি 'তৎ' শব্দ এখানে অধ্যাহার করতে হবে।

পরি নঃ স্যাতম্— আমাদের তোমরা ঘিরে থাক, কাছে কাছে থাক।

গোপাজিহ্বস্য— [অনন্য প্রয়োগ, 'গো প্ত্রী জিহ্বা, মা বিভীতেত্যেতাদৃশী বাগ্ যস্য স তথোক্তঃ' (সা)] আমাদের আগলে আছে যাঁর বাণী বা যাঁর শিখা। এই বাণীই দৈববাণী। তুলনীয় Socrates-এর Dacemon। কিন্তু পুরাণে 'আকাশবাণী'কে অন্তর থেকে বাইরে টেনে আনা হয়েছে। অথচ দেবতা এসে কথা কন এ-অনুভূতি সাধকদের খুব হয়, যদিও অধ্যাত্ম অনুভবের এদিকটার উপর আমাদের সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে ততটা জোর দেওয়া হয় নি। ক্রীশ্চানের Still small voice of conscience এই 'গোপা জিহ্বা'। বাউলও বলেন 'দেহের মধ্যে আছে মানুষ ডাকলে কথা কয়।' 'গোপাজিহ্ব'ই আমাদের অন্তর্যামী।

তস্থুষঃ— তিনি অচঞ্চল, কেননা তিনিই সব-কিছুর প্রতিষ্ঠা। আমাদের কূটস্থ আত্মা তাঁরই নিত্যবিভূতি।

বিরূপা কৃতানি— তিনি মায়ী—নিজে স্থির থেকে রচনা করেছেন এই বিচিত্র রূপের পসরা, যা সবাই দেখতে পাচ্ছে (বিশ্বে পশ্যন্তি)। তু. 'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি' (অথর্ব)।

মহাশূন্যে নিঃসঙ্গে জ্বলছে যাঁর প্রাক্তন দীপ্তি, হে অশ্বিদ্বয়, আমাদের তমিস্রার কূলেতোমরাই আন তার প্রথম ইশারা। আমাদের জীবনে তাঁর কী ব্রত, তোমরা তা জান ; আঁধারকে তিলে-তিলে ক্ষয় করে এই আধারেই তোমরা সিদ্ধ কর তাঁর জ্যোর্তিমহিমা—নিবাত নিষ্কম্প চিত্তে তত্ত্বভাবের প্রসন্নতায় আন অস্তিত্বের দিব্য সার্থকতা। হে আলোর দিশারী, তোমরা সাথে-সাথে থেকো—আমাদের ছেড়ে

যেও না কোনওকালে। এই-যে অন্তরের গভীরে শুনছি তাঁর মাভৈঃ বাণী, সত্তার অন্তঃস্থলে অনুভব করছি তাঁর অচল প্রতিষ্ঠা, —আর বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে দেখছি সেই অরূপ মায়াবীর বিচিত্র রূপের পসরা :

তোমরা দুজন সিদ্ধ কর সেই জ্যোতির্ময় পুরাণ পুরুষের ব্রত — যা
দৈবী স্বস্তির বিধান আমাদের জীবনে। আমাদের ঘিরে থেকো তোমরা।
আমাদের আগলে থাকে তাঁর বাণী ; তিনি অচঞ্চল।
বিশ্ব তাকিয়ে আছে সে-মায়াবীর বিচিত্ররূপের কৃতির পানে।।

গায়ত্রী মণ্ডল, ইন্দ্র দেবতা
ঊনচত্বারিংশ সূক্ত

সায়ণ বলছেন, সূক্তটির বিনিয়োগ লৈঙ্গিক। সূক্তটিতে মন্ত্রচেতনা সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা আছে : মন্ত্র বৈখরীমূর্তিতে প্রকাশ পায় হৃদয় হতে, মন্ত্র জাগ্রত, তার উৎস দ্যুলোকেরও ওপারে ; মন্ত্রবাণী একাগ্র ধ্যানচেতনার ফল,—তা চিরন্তনী,—আলোয় ঝলমল। অশ্বিদ্বয়ের কথা আবার এখানেও এসেছে। পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গে কথা উঠেছে—উঠেছে আঁধারের গভীর হতে আলো ছিনিয়ে আনবার কাহিনী। শেষ দুটি মন্ত্রে আঁধার থেকে আলোকে চিনে নেবার—দ্যুলোক-ভূলোক আলোয় আলোময় হয়ে যাবার কথা।

১

ইন্দ্রং মতির্ হৃদ (ঃ) আ বচ্যমানা
ঽচ্ছা পতিং স্তোমতষ্টা জিগাতি।
যা জাগৃবির্ বিদথে শস্যমানে (-না + ই -)
ন্দ্র যৎ তে জায়তে বিদ্ধি তস্য।।

বচ্যমানা— হিল্লোলিতা, < √ বচ্ বেঁকে চলা

মতিঃ— মনন, চিন্তন ; তার ফলস্বরূপ মন্ত্র, মন্ত্রচেতনা। এই মতি বা মন্ত্র হৃদয় হতে জেগে স্ফুরিত হয় বাকে।

পতিম্ অচ্ছা— পতি শব্দ এখানে সাধারণভাবে ঈশ্বর অর্থে প্রযুক্ত। আর-একটু স্পষ্ট করে বললে দাঁড়ায় প্রজাপতি। শৈবদর্শনে পতি, পাশ, পশুর কথা স্মরণীয়।

স্তোমতষ্টা—[তু. ইমা হি ত্বা মতয়ঃ স্তোমতষ্টাঃ ৩।৪৩।২ ; হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ (পিতরঃ) ১০।১৫।৯] সুর দিয়ে গড়া। সুর থাকে হৃদয়ে ; মন্ত্র জাগে সেইখান থেকে। সোমযাগেও আগে সুর, তারপর কথা—আগে স্তোত্রগান, তারপর শস্ত্রপাঠ (স্তত্বা শংসতি...)। এখানেও মতি 'স্তোমতষ্টা শস্যমানাঃ'। বাকের অভিব্যক্তি কি সুর হবে—যেমন শিশু বা পাখির কাকলিতে?

জাগৃবিঃ— জাগ্রত। মন্ত্রচেতনা অবিলোপ্য। উপনিষদে একেই বলা হয়েছে ধ্রুবাস্মৃতি।

শস্যমানা— বৈখরীবাক্‌রূপে যার প্রকাশ। হৃদয়ে সুর জাগল, চেতনায় স্মৃতির দীপ হল অনির্বাণ—তারপর মন্ত্র নিল বাণীরূপ।

নিখিলের অধীশ্বর যে-বজ্রসত্ত্ব, আমার মন্ত্রচেতনার শিখা লেলিহান হয়ে উঠেছে তাঁরই পানে। হৃদয় দুলে উঠেছে গানের সুরে, সেই সুরই আবার রূপ ধরেছে বাণীর গুঞ্জরণে। মন্ত্রের আগুন একবার জ্বললে আর তো নেভে না : ধ্রুবাস্মৃতির প্রেষণা তাঁকে পাওয়ার সাধনায় তাকে রূপান্তরিত করে অজপার অতন্দ্র দ্যুতিতে। বজ্রসত্ত্ব, এ-আগুন জেগেছে তোমারই জন্য : তোমার যা, তাকে তুমি স্বীকার কর, হে দেবতা :

ইন্দ্র বিশ্বের অধীশ্বর। আমার এ মন্ত্রচেতনা হৃদয়ের গভীর হতে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে,

তাঁরই পানে সুরের প্রেষণায় রূপায়িত হয়ে সে ছুটে চলেছে।

সে যে নিত্য-সজাগ, পাওয়ার সাধনায় বাক্ -রূপে প্রকটিত।

বজ্রসত্ত্ব, যা তোমার জন্য জন্মেছে, তুমি স্বীকার কর তাকে।।

২

দিবশ্ চিদ্ আ পূর্ব্যা জায়মানা
বি জাগৃবির্ বিদথে শস্যমানা।
ভদ্রা বস্ত্রাণ্য (- ণি +) অর্জুনা বসানা
সেয়ম্ অস্মে সনজা পিত্র্যা ধীঃ।।

দিবঃ চিৎ আ পূর্ব্যা জায়মানা— আলো ফোটবার আগেই মন্ত্র জাগে। মন্ত্র আর বাককে এ-প্রসঙ্গে পর্যায়বাচী ধরে নিতে হবে। অন্তরে যা মন্ত্র, বাইরে তা বাক্। তন্ত্রে বাকের দুটি গুহ্যরূপ আছে—একটি পশ্যন্তী, আর একটি পরা। পশ্যন্তী আলোর রাজ্যে, পরা অনালোকের রহস্যলোকে। পশ্যন্তী যখন বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়, তখন তন্ত্রে তা মধ্যমা। এখানে তাই 'ধী'। এও গুহায়িত। অজপায় যখন 'শস্যমানা', তখনই তা বৈখরী।

ভদ্রা— [= ভদ্রাণি, < √ ভদ ‖ ভন্দ্ জ্বলে ওঠা, নিঘ.।] ঝলমল।

অর্জুনা— [= অর্জুনানি] শুভ্র। 'ধী' বা ধ্যানচেতনার এই শুভ্রবসন দ্যোতিত করছে বাকের জ্যোতির্ময় 'পশ্যন্তী'-রূপ।

সনজা— [তু. ১।৬২।৭ ; ১০।১১১।৩] সনাতনী, চিরন্তনী। মন্ত্রময়ী ধ্যানচেতনা পরাবাণী-রূপে চিরন্তনী। আমাদের পিতৃপুরুষেরা তার সাধনা করে গেছেন, আমরা তার উত্তরাধিকারকে বহন করছি। **মন্ত্রসাধনায় সম্প্রদায়ের মূল্য এইখানে।**

আমার ধ্যানচেতনায় যে-মন্ত্রের স্ফুরণ, তার উৎস দ্যুলোকেরও ওপারে-পরমব্যোমের রহস্যগভীর অগমলোকে। সেই রহস্য আজ অতন্দ্র নয়ন মেলেছে আমার অন্তরে—তাঁকে পাওয়ার সাধনায় নিত্য আবর্তিত হয়ে চলেছে তার অজপা। গভীরের ওপার হতে নেমে এসেছে আলোক-বসনা শুভ্রচেতনা—এই যে

আমাদেরই মাঝে নেমে এসেছে সে চিরন্তনী পিতৃপুরুষের জ্যোতিঃসাধনার সরণি বেয়ে :

দ্যুলোকদ্যুতিরও আগে জন্ম তার—
জেগে আছে বিদ্যার সাধনায় বাক্‌রূপে ;
ঝলমল শুভ্রবসনে আচ্ছাদিতা
এই-যে আমাদের মাঝে সনাতনী পিতৃরিক্‌থরূপিনী ধ্যানচেতনা।।

৩

যমা চিদ্ অত্র যমসূর্ অসূত
জিহ্বায়া অগ্রং পতদ্ আ হ্য অস্থাৎ।
বপূংষি জাতা মিথুনা সচেতে
ত মোহনা তপুষো বুধ্ন এতা (আ + ইতা)।।

যমা— [= যমো। তু. অজেব যমা বরমা সচেথে (অশ্বিদ্বয়) ২।৩৯।২। পূর্ব সূক্তেও অশ্বিদ্বয়ের উল্লেখ আছে] যমজ দুটি সন্তান, অশ্বিদ্বয়। অপ্রাকৃত অন্ধকারে এ প্রথম আলোর স্পন্দন।

যমসূঃ— যমজ সন্তানকে প্রসব করেন যিনি। কে? সায়ণ বলেন, উষা। কিন্তু উষার আবির্ভাব অশ্বিদ্বয়ের পরে। সুতরাং যমসূ অব্যক্তা মহাপ্রকৃতি বা অদিতি।

জিহ্বায়াঃ অগ্রংপতদ্ হি আ অস্থাৎ— জিভের ডগা উঠতে গিয়ে থেমে রইল। আমি চুপ হয়ে গেলাম—বিস্ময়ে। বিস্ময়, আঁধারের পরে আলোর বিজয়ে।

বপূংষি জাতা— [= জাতানি। 'বপূংষির' প্রয়োগ এই মন্ডলেই প্রায় সব ; শুধু একটি প্রয়োগ আছে ৪।২৩।৯ । < √ বপ্ (ছড়িয়ে দেওয়া)] পরপর আবির্ভূত হল যে আলোর ছটা। অশ্বিদ্বয় তাইতে ঝলমলিয়ে উঠলেন।

তপুষঃ— তপঃশক্তি বিকিরণ করেন যিনি, তাঁর ; সূর্যের।

বুধ্নে— [তু. নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষাম্ ১।২৪।৭ ; ঋতস্য বুধ্ন উষসাম্ ইষণ্যন্ বৃষা মহী রোদসী আ বিবেশ ৩।৬১।৭ ; রায়ো বুধ্নঃ সঙ্গমনো বসূনাম্ (অগ্নি) ১।৯৬।৬ ; ১০।১৩৯।৩ ; অন্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধ্নঃ ৩।৫৫।৭ ; ক্ব স্বিদ্ অগ্রং ক্ব বুধ্ন আসাম্ ১০।১১১।৮ ; পুরস্তাদ্ বুধ্নঃ আততঃ পশ্চান্নিরয়ণং কৃতম ১০।১৩৫।৬ ; অপো বৃত্বী রজসো বুধ্নম্ আশয়ৎ ১।৫২।৬ ; কবি বুধ্নং পরি মর্মৃজ্যতে ধীঃ ১।৯৫।৮ ; উরু তে জ্রয়ঃ পর্যেতি বুধ্নম্ ১।৯৫।৯ ; অক্ষোদয়চ্ছসৃবসা ক্ষাম বুধ্নম্ (ইন্দ্র) ৪।১৯।৪ ; নির্যদীং বুধ্নাৎ মহিষস্য বর্পসঃ ১।১৪১।৩ ; অপ প্রেরয়ং সগরস্য বুধ্নাৎ ১০।৮৯।৪ ; বুধ্নে রজস ২।২।৩ ; মহো বুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ ৪।১।১১ ; ত্বচো বুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ ৪।১৭।১৪, বুধ্নে নদীনাং রজঃসু ষীদন্ ৭।৩৪।১৬ ; যুষ্মাকং বুধ্নে অপাং ন যামনি ১০।৭৭।৪ ; অহি র্বুধ্নেষু বুধ্ন্যঃ ১০।৯৩।৫ । বুধ্নম্ অন্তরিক্ষং যদ্বা অস্মিন্ ধৃতা আপ ইতি বা। ইদম্ পীতরদ্ বুধ্ন মেতস্মাদেব। বদ্ধা অস্মিন্ (শরীরে) ধৃতাঃ প্রাণা বা (নি ১০।৪৪)। তু. Lat fundus for fundno-s 'bottom of anything' but also piece of land ; farm, estate, GK. puthmen for phuthmen, foundation of anything, of the sea, of a cup, G. Scrf. বুধ্নঃ Soil, ground, In spite of somewhat various meanings of the above cognates the root idea preserved in Gme. Lat + Scrt seems to be 'earth, land.' It is suggested that the

Aryan 'bhudhu'— meant the place of growth ultimately and the base is connected with that of Lat. fui. I was. মূলে যাই থাকুক, সংস্কৃতে V বুধ্ (জাগা, সচেতন হওয়া) এর অর্থের ধ্বনি এই শব্দটির মধ্যে এসে গেছে। 'বুধ্ন' তাহলে প্রথমে বোঝাবে 'জাগরণ' ; তারপর আলোর জাগরণ, ভোরের আলো, চেতনা। উপরের অনেকগুলি উদ্ধৃতিতে এই অর্থ আসে। মস্তিষ্ক চেতনার আধার, অথচ তা একটা ঘটের মত—যার তলাটা উপরে, ফুটোটা নীচে ; এই থেকে মস্তিষ্ক 'বুধ্ন' যা তলা, বোধস্থান দুইই বোঝাতে পারে। তু. 'উর্ধ্ববুধ্ন অর্বাগ্‌বিলঃ।' এই থেকে কোথাও-কোথাও 'বুধ্ন' জ্যোতির্মণ্ডল।] জাগরণে। সূর্যের উদয়ে তাঁরা এলেন অন্ধকারকে দূর করে। তার আগে ঝলকে-ঝলকে আলো ফুটল। সবটা মিলে চিৎসূর্যের জাগরণের ছবি। অশ্বিদ্বয় তার দিশারী।

অব্যক্ত জ্যোতির্ময়ী অদিতি এই আধারেই জন্ম দিলেন অশ্বিযুগলকে, —আঁধার চিরে একটি বিদুতের রেখা ছুটল আলোর অভ্যুদয়ের পানে। এই চোখে দেখেছি তাঁদের জ্যোতিরভিযান—দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছি ; কথা বলতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি। তারপর দেখেছি তাঁদের জয়ন্ত অভিসার—আঁধার ভেঙে আলোর ঝলসে ওঠা বারে-বারে ; দীপ্তির উপচয়ে দেখেছি তাঁদের এই আধারেই চিৎসূর্যের উদার জাগৃতির কূলে পৌঁছাতে :

যমজ সন্তানকে এই আধারেই যমজ-প্রসূতি জন্ম দিলেন :

আমার জিভের ডগা একবার চঞ্চল হয়েই আবার নিশ্চল হয়ে গেল!

আলোর ছটার পর ছটা ঝলসে উঠল ; মিথুন তাদের জড়িয়ে ধরলেন :

আঁধার ভেঙ্গে সন্তপন সূর্যের বোধনমূলে তাঁরা পৌঁছলেন গিয়ে।।

৪

নকির্ এষাং নিন্দিতা মর্ত্যেষু
যে অস্মাকং পিতরো গোষু যোধাঃ
ইন্দ্র এষাং দৃংহিতা মাহিনাবান্
উদ্ গোত্রাণি সসৃজে দংসনাবান্।

নিন্দিতা— নিন্দাকারী।

গোষু যোধাঃ পিতরঃ— আলোর জন্য আঁধারের সঙ্গে লড়াই করেছেন যে পিতৃপুরুষেরা। সায়ণ এই প্রসঙ্গে 'পণিদের' গোরুচুরির কাহিনীর উল্লেখ করেছেন।

দৃংহিতা— [= দৃংহিতানি] দৃঢ়নিবদ্ধ, দুর্ভেদ্য।

মাহিনাবান্— মহিমময়, আলোর শক্তিতে শক্তিমান।

গোত্রাণি— [দ্র. ৩।৩০।২১] আলোর বন্দিশালা। তু. 'গুহাগ্রন্থি'।

দংসনাবান্— [দ্র. ৩।৩।১১] জীবনশিল্পী।

এ-সংগ্রাম আজকার নয়। আঁধারের দস্যুতা হতে আলোকে ছিনিয়ে আনবার প্রয়াস করে গেছেন আমাদের পিতৃপুরুষেরা যুগের পর যুগ—তাঁদের ক্লান্তি ছিল না, তন্দ্রা ছিল না। বিশ্বের মানব বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে তাঁদের বিজয়ী দুঃসাহসের পানে। সে-সংগ্রামে বজ্রসত্ত্ব ছিলেন তাঁদের দিশারী। অধৃষ্য তাঁর জ্যোতিঃশক্তি, অপরূপ তাঁর সৃষ্টির চাতুরী। পাষাণকারার আগল ভেঙ্গে আলোর প্লাবনকে মুক্তি দিয়েছেন তিনি উজানপথে, জীবনে ফুটিয়েছেন দেবমায়ার ঐশ্বর্য :

কেউ তাঁদের নিন্দা করবে না মর্ত্যের মাঝে—

যাঁরা ছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ, যুঝেছেন আলোর তরে।

বজ্রসত্ত্ব মহাশক্তিধর : এঁদের দূঢ়রুদ্ধ

আলোক-কারাকে উজান পথে নিরর্গল করবেন সেই অপরূপ শিল্পী।।

৫.

সখা হ যত্র সখিভির্ নবগ্বৈর্

অভিজ্ঞ্বা সত্বভির্ গা অনুগ্মন্।

সত্যং তদ্ ইন্দ্রো দশভির্ দশগ্বৈঃ

সূর্যং বিবেদ তমসি ক্ষিয়ন্তম্।।

নবগ্বৈঃ, দশগ্বৈঃ— ['নবগ্ব' আর 'দশগ্ব' অঙ্গিরোগোত্রীয় প্রাচীন ঋষিবিশেষ। ঋগ্বেদে তাঁদের উল্লেখ: যেন 'নবগ্বো দধ্যঙ্ অপোর্ণুতে ৯।১০৮।৪; নবগ্বো নু দশগ্বো অঙ্গিরস্তমঃ ১০।৬২।৬ ; অযুযুৎসন্ননবদ্যস্য সেনাম্ অযাতয়ন্ত ক্ষিতয়ো নবগ্বাঃ ১।৩৩।৬ ; আর্চন যেন দশ মাসো নবগ্বাঃ ৫।৪৫।৭ ; যাযাতরন দশ মাসো নবগ্বাঃ ৫।৪৫।১১ ; তুবিম্রক্ষাসো দিব্যা নবগ্বাঃ ৬।৬।৩ ; তমু নঃ পূর্বে পিতরো নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসো অভি বাজয়ন্তঃ ৬।২২।২ ; অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ ১০।১৪।৬ ; মক্ষূ কনায়াঃ সখ্যম্ নবগ্বা ঋতং বদন্ত ঋতযুক্তিম্ অগ্মন্ ১০।৬১।১০, ঋষয়ঃ সোমশিতা অযাস্যো অঙ্গি রসো নবগ্বাঃ উর্বং বিভজন্ত গোনাম্ ১০।১০৮।৮ ; নবগ্বাসঃ

সুতসোমাস ইন্দ্রং দশগ্বাসো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ, গব্যং চিদুর্বম্ অপিধানবন্তং তং চিন্নরঃ শশমানা অপব্রন্ ৫।২৯।১২ ; নবগ্বে অঙ্গিরে দশগ্বে সপ্তাস্যে রেবতী রেবদ্ উষ ৪।৫১।৪ সপ্ত বিপ্রে...নবগ্বৈ...বলং রবেণ দরয়ো দশগ্বৈ ১।৬২।৪ ; দশগ্বম্ অধ্রিগুং স্বর্নরম ৮।১২।২ দশগ্বম্ অধ্রিগুং স্বর্ণরম্ ৮।১২।২ ; তে দশগ্বাঃ প্রথমা যজ্ঞমূহিরে ২।৩৪।১২; যে তে সন্তি দশগ্বিনঃ শতিনঃ য়ে সহস্রিণঃ (অগ্নিরশ্মি) ৮।১।৯ । দেখা যাচ্ছে নবগ্ব এবং দশগ্বেরা, বিশেষ করে নবগ্বেরা ঋষিদের পূর্বপুরুষ, অগ্নিসাধনায় কুশলতম, সোমপূত এবং দিব্য। অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে তাঁরা আলোর আবিষ্কর্তা। সংখ্যায় তাঁরা সাতজন—তাঁরাই সপ্তর্ষি—সম্ভবত প্রাচীনতম গোত্রকার। (সুতরাং তাঁরা ন'টি ঋষির দল—Macdonell-এর এ-অনুমান ঠিক নয় ; তু. নি ১১।১৯)। নামের অন্তে 'গ্ব' < গো, কিরণবাচী ; বিশেষ প্রমাণ অগ্নিশিখাকে এক জায়গায় বলা হচ্ছে 'দশগ্বিণঃ'। দশগ্বরা যজ্ঞপ্রবর্তক। নবগ্বেরা দশমাস যজ্ঞ করেছিলেন। এইখানে দশটি পূর্ণিমার সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অনুমান হয় 'নবগ্ব' = নয়টি কিরণ বা চন্দ্রকলা যাঁর ; দশগ্ব = দশটি কিরণ বা চন্দ্রকলা যাঁরা নবমীতে সিদ্ধ তাঁরা নবগ্ন যাঁরা দশমীতে তাঁরা দশগ্ব। নবগ্ব হলেই সাধক অনায়াসে দশগ্ব হয়—তান্ত্রিক তা জানেন। বিশেষ লক্ষণীয় 'নবগ্বেরা' কন্যার সাযুজ্য লাভ করেছিলেন। এই কন্যা আর কেউ নন, তন্ত্রের ষোড়শী বা ত্রিপুরসুন্দরী ছাড়া। **বেদে শক্তি সাধনার এইটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ**। তু. ১০।৬১।১১ কনয়াঃ সখ্যম্। সায়ণ বলছেন 'মেধাতিথি প্রভৃতয়োহদিবসঃ কেচিন্নব মাসান্ সত্রমনুষ্ঠায় দলং লেভিরে, কেচিদ্দশমাসান্ অনুষ্ঠায়েতি। তত্র যে নব মাসান্ সত্রমনুষ্ঠায় লব্ধফলা উদতিষ্ঠান্ তে নবগ্বাঃ, যে দশমাসান্...তে দশগ্বাঃ'। এই ধরণের একটা আখ্যায়িকা মনে পড়ে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে 'গাবঃ মন্ত্রমামিরে' ইত্যাদি ভণিতা করে। তন্ত্রমতে নবমী রিক্তা, দশমী পূর্ণা। নবমীতে উৎসর্গ পূর্ণ হয় ; তাই জয়া। দশমীতে সিদ্ধি

অনায়াস হয়, তাই বিজয়া। অষ্টমী সন্ধিতিথি।] নবমী সিদ্ধদের সঙ্গে, দশমী সিদ্ধদের সঙ্গে।

অভিজ্ঞু— [বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে ১।৩৭।১০ ; সংজানানা উপসীদন্নভিজ্ঞু ১।৭২।৫ ; সপর্মবো ভরমাণা অভিজ্ঞু ৭।২।৪ ; মহাঁ অভিজ্ঞু আযমৎ (ইন্দ্র) ৮।৯২।৩ < অভিজ্ঞানু] হাঁটু গেড়ে, নত হয়ে। ইন্দ্র কিরণযূথের অনুসরণ করলেন 'অভিজ্ঞু' হয়ে। এর একটি অর্থ হতে পারে, গোযূথ যে গুহায় বন্দিনী ছিল, তার দরজা নীচু, ইন্দ্রকে ভিতরে ঢুকতে তাই হাঁটু গাড়তে হল। আবার 'অভিজ্ঞু' বলতে হাঁটু ভেঙ্গে বসাও বোঝাতে পারে যেমন প্রত্যেক যোগাসনে ; তু. ১।৭২।৫ ।

সত্বভিঃ— [তু. মন্যে ত্বা সত্বনাম্ ইন্দ্র কেতুং মন্যে ত্বা বৃষভং চর্ষণীনাম্ ৮।৯৬।৪ ; উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎ সত্বনাং মামকানাং মনাংসি ১০।১০৩।১০ (battlesong) ; গায় পুরুহূতায় সত্বনে (ইন্দ্র) ৬।৪৫।২২ ; স্তোত্রমিন্দ্রায় গায়ত পুরুনৃম্নায় সত্বনে ৮।৪৫।২১ ; অপ্রতীত সূর সত্বভিঃ ত্রিসপ্তৈঃ সূর সত্বভিঃ ১।১৬৬।৬ ; তুবিগ্রেভিঃ সত্বভি র্যাতি বি জ্রয়ঃ (অগ্নি) ১।১৪০।৯ ; স সত্বভিঃ শূর শূরৈঃ বীর্যা কৃধি ২।৩০।১০ ; ইনতমঃ সত্বভি র্যো হ শূরৈঃ (ইন্দ্র) ৩।৪৯।২ ; উদীং গব্যং সৃজতে সত্বভি র্ধুনিঃ (ইন্দ্র) ৫।৩৪।৮ ; অযুদ্ধ ইদ্ যুধা বৃতং শূর আজতি সত্বভিঃ (ইন্দ্র) ৮।৪৫।৩ ; শূর যন্নিব সত্বভিঃ (সোম) ৯।৩।৪ ; হরি সৃজানো অত্যো ন সত্বভিঃ বৃথা পাজাংসি কৃণুতে নদীষ্বা (সোম) ৯।৭৬।১ ; শিরিম্বিটস্য সত্বভি স্তেভিষ্ট্বা চাতয়ামসি (দ্র. নি. পৃ: ৫২৫) ১০।১৫৫।১ ; তুমুষ্টুহীন্দ্রং যো হ সত্বায়ঃ শূরঃ ১।১৭৩।৫ ; দ্রপ্সং দবিধ্ববিযো ন সত্বা ৪।১৩।২ ; সত্বা ভরিষো গবিষঃ (দধিক্রা) ৪।৪০।২ ; আস্মাঞ্জগম্যাদ্ সত্বা ৫।৩৩।৫; স যুধ্মঃ সত্বা খজকৃৎ (ইন্দ্র) ৬।১৮।২ ; সত্যঃ সত্বা পুরুমায়ঃ সহস্বান্ (ইন্দ্র) ৬।২২।১ ; হিরিশিপ্রঃ সত্বা (ইন্দ্র) ৬।২৯।৬ ; ইন্দ্রো বৃত্রং হনিষ্ঠো অস্তু সত্বা ৬।৩৭।৫ ; ইনঃ সত্বা গবেষণঃ স ধৃষ্ণু (ইন্দ্র)

৭।২০।৫ ; সত্যঃ সত্বা তুবিকূর্মিঃ (ইন্দ্র) ৮।১৬।৮ ; গা গব্যন্নভি সূরো ন সত্বা ৯।৮৭।৭ ; সত্বানো ন দ্রপ্সিনো ঘোরবর্পসঃ (মরুতঃ) ১।৬৪।২ ; ত্বেষং সত্বানাং ঋত্বিযম্ ৮।৪০।১১ ; অকারান্ত রূপ হল 'সত্বন' : আ রন্ধাসো যুযুধয়ো ন সত্বনং ত্রিতং নশন্ত ১০।১১৫।৪ ; আ সত্বনৈরজতি হন্তিবৃত্রম্ ৫।৩৭।৪ । দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীর্যের সঙ্গে যোগ। দুর্গ বলছেন উদক নামের মধ্যে শব্দটি আছে (পৃঃ ৫২৫) ; কিন্তু খুঁজে পেলাম না। ব্যুৎপত্তি √ সদ্ ; অতএব যা স্থির, দৃঢ়, তা সত্ব। এই সত্ব থেকেই সাংখ্যের সত্ত্ব = স্থিরাংশ। সত্যের সঙ্গে এবং গবেষণার সঙ্গে যোগ লক্ষণীয়। শব্দটির কর্তৃবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে দুয়েরই প্রয়োগ আছে।] স্থির এবং উদ্যত বৃত্তিসমূহ নিয়ে। সত্বানঃ = মরুদ্‌গণ। গীতার সাত্ত্বিক কর্তা ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত। সত্বগুণের সঙ্গে মোলায়েমভাবের যোগ জাতীয় অধঃপতনের ইঙ্গিত করে। বৈদিক ঋষির সাত্ত্বিকতা প্রকাশ পেয়েছে স্থৈর্যে এবং বীর্যে—ইন্দ্রের বজ্রশক্তিতে, মরুদগণের দুর্ধর্ষ প্রাণঝঞ্ঝায়।

বজ্রসত্ত্ব জ্যোতিঃসাধকদের নিত্যসহচর ; তাঁরা তাঁরই সাযুজ্যের অভিলাষী। অমার আঁধারকে বরণ করে একে-একে ফোটে চাঁদের কলা—অষ্টমীর সন্ধিভূমি পার হয়ে যোগাসীন সাধকের চিদাকাশে ছড়িয়ে পড়ে নবমী জ্যোৎস্নার স্থির আশ্বাস। দেবতারই চিন্ময় বীর্য অনুসরণ করে সাধকের চিত্তে উপচীয়মান সৌম্যজ্যোতির সেই অভ্যুদয়কে। তারপর আসে দশমীতে দশদিক আলো করা সত্য প্রতিষ্ঠার তিথি। তমিস্রার গভীরে লুকানো সৌরদীপ্তিকে চেতনায় অপাবৃত করেন বজ্রসত্ত্ব মাধ্যন্দিন মহিমায় :

সখা যখন নয়টি কিরণে ঝলমল সখাদের সঙ্গে
কুঞ্চিতজানু হয়ে মহাবীর্যে কিরণদের অনুসরণ করলেন,
সত্যি তখন বজ্রসত্ত্ব দশটি 'দশগ্বের' সঙ্গে
সূর্যকে করলেন আবিষ্কার—তমিস্রার মাঝে যে লুকিয়ে ছিল।।

৬

ইন্দ্রো মধু সংভৃতম্ উস্রিয়ায়াং
পদ্বদ্ বিবেদ শফবদ্ নমে গোঃ।
গুহা হিতং গুহ্যম্ গূঢ়হম্ অপ্সু
হস্তে দধে দক্ষিণে দক্ষিণাবান্।।

মধু— [নিরুক্তমতে < √ মদ্ তৃপ্তৌ। নিঘণ্টুমতে 'উদক' ১।১২। Cog. W. Gk. Methu 'wine' ; cp. O.H.C. medo 'mead', Lith medus, O. slav. medu 'honey" । দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু—চারটির একসঙ্গে উল্লেখ আছে মনুসংহিতাতে—প্রতীকী অর্থে পঞ্চামৃতের চারটি অমৃত এদের দিয়ে। বেদে মধু অমৃতচেতনার প্রতীক, অশ্বিদ্বয়ের বিশেষ প্রিয়। উপনিষদে নিত্যজীব 'মধ্বদ' মধুর রসের রসিক। এই মধ্বদকে ঋগ্বেদে পাই — যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণাঃ ১।১৬৪।২২] অমৃতরস।

উস্রিয়ায়াম্— [রূপভেদঃ উস্র, উস্রা, উস্রি ৫।৫৩।১৪ ; উস্রিয়া। 'উস্রাঃ' রশ্মি (নি.ঘ. ১.৫) ; উস্রা, উস্রিয়া 'গো (২।১১)। রশ্মি আর গো

পর্যায়বাচী। < √ বস্ (দীপ্তি দেওয়া)। তু. অবিন্দ উস্রিয়া অনু ১।৬।৫; আপ্যায়ন্তাম্ উস্রিয়া হব্যসূদঃ ১।৯৩।১২ ; যাভিস্ত্রিশোক উস্রিয়া উদাজত ১।১১২।১২ ; ৩।১।১২ ; ৩।৩১।১১ ; বৃহস্পতি রুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্ বাবশতীরুদাজৎ ৪।৫০।৫ (তু. ১।৯৩।১২) ; উদ্ উস্রিয়াঃ সৃজতে সূর্যঃ সচাঁ ৭।৮১।২ ; পরিস্রতম উস্রিয়া নির্নিজং ধিরে ৯।৬৮।১ ; উস্রিয়া অপ্যা অন্তরস্মনঃ ৯।১০৮।৬ ; উদুস্রিয়া অসৃজত স্বযুগ্‌ভিঃ (বৃহস্পতি) ১০।৬৭।৮ ; উদুস্রিয়াঃ পর্বতস্য ত্মনাজৎ ১০।৬৮।৭ ; অস্যমদে...অপীবৃতমুস্রিয়াণামনীকম্ ১।১২১।৪ ; সর্বদুখায়াঃ পয় উস্রিয়ায়াঃ ১।১২১।৫ ; ১০।৬১।১১ ; যদুস্রিয়াণামপ বারিব ব্রন্ ৪।৫।৮ ; বিদো গবামুর্বমুস্রিযাণাম্ (ইন্দ্র) ৫।৩০।৪ ; পুনর্গবামাদদামুস্রিয়াণাম (ইন্দ্র) ৫।৩০।১১ ; উদুস্রিয়াণামসৃজন্নিদানম্ (ইন্দ্র) ৬।৩১।২ ; রুজদ্ দৃত্‌হানি দদদুস্রিয়াণাম্ ৭।৭৫।৭ (ইন্দ্র) ; আবির্নির্ধীরকৃণোদুস্রিযাণাম্ (বৃহস্পতি) ১০।৬৮।৬; বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিবদ্ গাঃ সমুস্রিয়াভির্বাবশন্ত নরঃ ১।৬২।৩ ; সং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ (সোম) ৯।৯৩।২ ; সম্ উস্রিয়াভি প্রতিরন্ ন আয়ুঃ ৯।৯৬।১৪ ; ঔর্ণোর্দুর উস্রিয়াভ্যেঃ (ইন্দ্র) ৬।১৭।৬; বীতং পাতং পয়স উস্রিয়ায়াঃ (মিত্রাবরুণ) ১।১৫৩।৪ ; ব্যধযতি পয়স উস্রিয়ায়াঃ ২৬, সংবৎসরীণং পয় উস্রিয়ায়াঃ ৮৭।১৭ ; যুবং পয় উস্রিয়ায়ামধত্তম (অশ্বিদ্বয়) ১।১৮০।৩ ; ৩।৩০।১৪ ; আভ্যামিন্দ্রঃ পক্কমামস্বন্তঃ সোমাপূষভ্যাং জনদুস্রিয়াসু ২।৪০।২ ; বাজম্ অর্বৎসু পয় উস্রিয়াসু (বরুণ) ৫।৮৫।২ । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'উস্রিয়া' আলোর আধারের প্রতীক। ইন্দ্র বা বৃহস্পতি পাষাণ বিদীর্ণ করে আলোকে মুক্তি দিচ্ছেন বা উজান বওয়াচ্ছেন—এই বর্ণনার বেলাতেই শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ করে। যেখানে 'গাভী' অর্থে ব্যবহার সেখানেও ব্যঞ্জনা আলোর দিকেই। মোটেই উপর, উস্রিয়ার তাৎপর্য মুখ্যত আলোতে, তারপর ধেনুতে।] জ্যোতিরাধারে উষার আলোয়, প্রাতিভসংবিতে।

পদ্বৎ শফবৎ— [তু. পদ্বদীয়ত উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ ১।৪৮।৫ ; বয়ো দধৎ পদ্বতে (অগ্নি) ১।১৪০।৯ ; পদ্বতে রুদ্র মৃল ১০।১৬৯।১ ; নি গ্রামাসো অবিক্ষত, নিপদ্বন্তঃ নি পাক্ষিণঃ ১০।১২৭।৫ ; পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে ১।১৮৫।২ ; যস্য ব্রতে শফবৎ জভুরীতি ৫।৮৩।৫। 'পদ্বৎ'—যারা মাটিতে চরে বেড়ায়, —যখন পাখীর সঙ্গে তুলনা হচ্ছে ; 'মানুষ' - যখন পশুর সঙ্গে তুলনা হচ্ছে. শফবৎ—'পশু'। দুটিই সামান্যবচনে ক্লীবলিঙ্গ] মানুষ এবং পশু ; সর্বভূত। ইন্দ্র আবিষ্কার করলেন অমৃতচেতনাকে, আবিষ্কার করলেন সর্বভূতকে ; অর্থাৎ বিশ্বজগৎকে দেখলেন মধুরদৃষ্টিতে। আমার মধ্যে থেকে দেবতা দেখলেন ; তাতেই আমার দেখা হল। দেবতার সিদ্ধিই আমার সিদ্ধি—এ-ভাব অনেক জায়গায়।

নমে গোঃ—[অনন্য প্রয়োগ। নমে গোঃ || পদে গোঃ ; তু. বসু যদ্ ধেথে নমসা পদে গোঃ ১।১৫৮।২ ; জিগীষমাণম্ ইষ আপদে গোঃ ১।১৬৩।৭ ; মহদ্ বি জজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ ৩।৫৫।১ ; মাতুষ্পদে পরমে অন্তি যদ্ গোঃ ৪।৫।১০। 'গোঃ পদম্' যদি হয় জ্যোতির ধাম, তাহলে 'গোঃ নমঃ' জ্যোতির নুয়ে পড়া বা অবতরণ।] দ্যুলোকের আলো যেখানে নেমে এসেছে। সেইখানে আবার ইন্দ্র বিশ্বভুবনকে ফিরে পেলেন।

গুহা হিতং গুহ্য অবসু গৃলহম্— 'মধু'র বিশেষণ। যে নিগূঢ় অমৃতচেতনা গোপন রয়েছে প্রাণসুমুদ্রের গভীরে।

দক্ষিণাবান্— [ধৃষ্ণুর্বজ্রী শবসা দক্ষিণাবান ৬।২৯।৩] সুপ্রসন্ন তু. ৩।৩৬।৫ ।

পরমজ্যোতির ধাম হতে একটি কিরণ নুয়ে পড়ল এই আধারে—মূর্ধন্যচেতনায় ফুটল নতুন উষার আলো। আমার অন্তর্যামী সেইখানে আবিষ্কার করলেন সুচিরসঞ্চিত অমৃতচেতনার উৎস—এই প্রাণচঞ্চল বিশ্বকে সেইখানে পেলেন নতুন

করে। দেখলাম দেবতার প্রসন্ন মুখ, তাঁর দক্ষিণ হস্তে সেই সুধার আধার—যা আমারই সত্তার গভীরে গোপন ছিল, ছিল আমার হৃদ্য-সমুদ্রের অতল-তলে :

ইন্দ্র সৌম্য মধুকে সঞ্চিত পেলেন উষার আলোয়—
পেলেন মানুষ আর পশুকে, যেখানে নেমে এসেছে একটি কিরণ।
গুহাহিত গুহ্য সে-অমৃত নিগূঢ় ছিল প্রাণ-সমুদ্রের গভীরে,
দখিন হাতে রাখলেন তাকে সুদক্ষিণ হয়ে।।

৭

জোতির্ বৃণীত তমসো বিজানন্
আরে স্যাম দুরিতাদ্ অভীকে
ইমা গিরঃ সোমপাঃ সোমবৃদ্ধ
জুষস্বেন্দ্র পুরুতমস্য কারোঃ।।

বিজানন্— আলাদা করে জেনে, পৃথক করে। আঁধার থেকে আলোকে তিনি পৃথক করলেন। তু. কঠোপনিষদের প্রেয় আর শ্রেয়ের দ্বন্দ। অনেক কিছুই 'বিরোচন'—কিন্তু 'হিরণ্ময়' নয়।

অভীকে— [তু. প্রাবন্ মনুং দস্যবে কর্ অভীকম্ ৯।৯২।৫ ; শুচি রেতো নিষিক্তাং দ্যৌরভীকে ১।৭১।৮, আস্নো বৃকস্য বর্তিকামভীকে ১১৬।১৪ ; বয়ো বহন্তুরুষা অভীকে ১।১১৮।৫, চিত্রা অভীকে

অভবন্নভিষ্টয়ঃ ১।১১৯।৮ ; পাহি বজিবো দুরিতাদভীকে ১।১২১।১৪ প্র সূরশ্চক্রং বৃহতাদভীকে ১।১৭৪।৫, পাতামবদদ্দুরিতাদভীকে ৫।১৬।১২, ১।১৮৫।১০ ; অভীক আসাং পদবীর বোধি ৩।৫৬।৪ ; মহাশ্চিদগ্ন এনসো অভীকে ৪।১২।৫ ; আদিন্নেম ইন্দ্রয়ন্তে অভীকে ৪।২৪।৪; অহন্...পুরা দস্যূন্ মধ্যন্দিনাদভীকে ৪।২৮।৩ ; কো বাং মহশ্চিৎ ত্যজসো অভীকে ৪।৪৩।৪ ; সশ্বে নায়মবসে অভীকে ৬।২৪।১০ ; তূর্বতং নরা দুরিতাদভীকে ৬।৫০।১০ ; নি যুধ্যামধিমশি শাদভীকে ৭।১৮।২৪ ; তা নো যামন্নুরুধ্যতামভীকে ৭।৮৫।১ ; যো অভীকে বরিদোবিন্নৃষাহ্যে ১০।৩৮।৪ ; উদস্তভ্না পৃথিবীং দ্যামভীকে ১০।৫৫।১ ; মধ্যা যৎ কর্ত্বমভব্যদ্ অভীকে ১০।৬১।৬ ; অভীকে চিদু লোককৃৎ ১৩৩।১ নিঘ। 'সংগ্রাম' ২।১৭ 'আসন্ন' ৩।২৯ । তু. সমীক = সংগ্রাম। ব্যু? অভি + √ অঞ্চ্ + অ ? ছুটে যাওয়া? অভিযান; সংগ্রাম ; সঙ্কট ; কাছে যাওয়া ; সান্নিধ্য।] আলোর পানে অভিযানে ; আলোর সাধনায়।

পুরুতমস্য কারো— [তু. ৬।২১।১] সাধকশ্রেষ্ঠ গীতিকার।

আঁধারেরও আছে বিরোচনী মায়া, আলোর ছলনায় বারবার সে আমাদের পথ ভোলায়, সেইখানে ঐন্দ্রীচেতনার বিবেক ছলনা হতে পৃথক করে সত্যকে, মায়ার কুহেলিকে বিদীর্ণ করে ফোটায় ধ্রুবের সৌরদীপ্তি।...আমরা তখন নির্ভয়। বজ্রসত্ত্ব, পথ দেখাতে তুমি আমাদের সঙ্গে আছ। ছুটেছি আলোর পানে ; তবু পথ ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। দিশারী, তুমিই আমাদের বাঁচিও প্রমাদ হতে।...পুরন্দর আমি তোমার গীতিকার, পূর্ণতার এষণায় সবার চাইতে কাছে এসেছি তোমার আমি। জীবনের পানপাত্র উপচে উঠেছে জোছনার সুধা—সে পাত্র ধন্য হল তোমার অধরের ছোঁয়ায়, বাড়ালো তোমার শৌর্য। এই-যে আমার হৃদয়ের তারে বোধনগীতের ঝঙ্কার। দেবতা, তোমার আকাশ রোমাঞ্চিত হোক তার গুঞ্জরণে:

জ্যোতিকে তিনি বরণ করলেন তমিস্রা হতে—বিজ্ঞান দিয়ে ;

দূরে যেন থাকি আমরা চলার ভুল হতে—আলোর অভিযানে।

এই সে বোধন-গানে, হে সোমরসিক, সোমে আপ্যায়িত

নন্দিত হও, বজ্রসত্ত্ব, সাধকশ্রেষ্ঠ তোমার গীতিকারের এই উপচারে।।

৮

জ্যোতির্ যজ্ঞায় রোদসী অনু ষ্যাদ্

আরে স্যাম দুরিতস্য ভূরেঃ।

ভূরি চিদ্ = ধি তুজতো মর্ত্যস্য

সুপারাসো বসবো বর্হণাবৎ।।

জ্যোতিঃ— ইন্দ্রের আবিষ্কৃত পরম জ্যোতি। প্রাণের দুটি মেরুকে যেন তা ছেয়ে থাকে।

তুজতঃ— [দ্র. ৩।৩৪।৫। তু. তুজন্নীশানস্তুজতা কিয়েধাঃ ১।৬১।৬ ; বৃশ্চোপরিষ্ঠাৎতুজতা বধেন ৯।৯১।৪] ক্ষিপ্রচারী, উদ্যমশীল, সামনের দিকে এগিয়ে চলছে যে।

ভূরি— প্রচুর (ইষ্টার্থ)। সায়ণ বলেন 'ধন' উহ্য।

সুপারসঃ বসবঃ— অনায়াসে প্যারে নিয়ে যান যে দেবতারা। তাঁরা যেন দেন (উহ্য)। কী দেবেন? 'ভূরি'।

বর্হণাবৎ— [দ্র. ৩।৩৪।৫। তু. প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা ১।৫৪।৫] বিপুল আলোর সম্পদ।

আমাদের উৎসর্গের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে ; এইবার বজ্রসত্ত্বের প্রসাদে সেই পরমজ্যোতির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ুক অন্তরিক্ষচারী — প্রাণের দুটি মেরুতে। জানি, চলার পথে ওৎ পেতে আছে অনেক প্রমাদ। তারা সরে যাক্, দূরে যাক্ আমাদের দুর্বার অভিযানের সংবেগে। অমৃতের অভিসারে ক্ষিপ্রচারী মর্ত্যের মানুষ আমি,— আমার নিত্য সহচর সেই আলোর দেবতারা, যাঁরা অনায়াসে সে আঁধারের ওপারে পার করে নিয়ে যান প্রপন্নকে। তাঁরা ঢালুন আমার উন্মুখ চেতনায় অজস্র নিত্যোপচীয়মান আলোর সম্পদ্ :

আলো যেন উৎসর্গের সাধনায় রুদ্রভূমির দুটি মেরুতে ছড়িয়ে পড়ে,—

আমরা যেন দূরে থাকি প্রমাদের অজস্র সম্ভাবনা হতে।

ক্ষিপ্রচারী মর্ত্যের মানুষ আমি, —আমাকে দিন অজস্র

উপচীয়মান আলোর সম্পদ্ সুকাণ্ডারী আলোর দেবতারা।।

নির্দেশিকা

[এতে আছে বিষয়সূচী, নামসূচী, আর শব্দ সূচী। যাস্ক আর সায়ণ ও Geldner বেদব্যাখ্যার দিশারী — বাহুল্যভয়ে তাঁদের নাম নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত করা হলো না।

শব্দগুলির সমস্ত উল্লেখ তালিকাভুক্ত করা হয়নি। কোন-ও বিশিষ্ট তত্ত্ব বা তথ্য থাকলে সূচকসংখ্যাগুলি স্থূলাক্ষরে ছাপা হয়েছে।]

শ্রীঅনির্বাণ: মরমী বেদভাষ্যকার, মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ৮ই জুলাই ১৮৯৬ সালে মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা ডাঃ রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলিকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত 'আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে' সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং 'আর্য্যদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ সাল থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক বয়সে দৃষ্ট জীবনদেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে তিনি রচনা করেন মহাগ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা'। ১৯৭৮ সালে ৩১শে মে তিনি প্রয়াত হন।

শ্রীঅনির্বাণ রচিত ও *অনুদিত
কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

ঋগ্বেদ-সংহিতা: গায়ত্রী মণ্ডল
(১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

বেদ-মীমাংসা
(তিন খণ্ড)
।। রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত ; সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা ।।

উপনিষদ্-প্রসঙ্গ
(পাঁচ খণ্ড — ঈশ, ঐতরেয়, কেন, কঠ ও কৌষিতকী)
।। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান ।।

***দিব্যজীবন**
(দুই খণ্ড)

দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

সাহিত্য প্রসঙ্গ

অন্তর্যোগ

গীতানুবচন
(তিন খণ্ড)

পথের সাথী
(তিন খণ্ড)

পত্রলেখা
(তিন খণ্ড)

বেদান্ত-জিজ্ঞাসা

শিক্ষা

কাবেরী

উত্তরায়ণ

অদিতি

প্রশ্নোত্তরী

স্নেহাশিস্

বিচিত্রা